মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ

৮২ বছর পূর্বে 'মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ'

বারিদবরণ ঘোষ
সম্পাদিত

কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩১৮
পুনমুদ্রণ : ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৯১

সম্পাদনা : ড. বারিদবরণ ঘোষ

প্রকাশক : সমীরণ চৌধুরী
কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

মুদ্রক : শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী,
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ : সমর মুখোপাধ্যায়

অনুবাদকের নিবেদন

মেগাস্থেনীসের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুপরিচিত। ইনি কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম এশিয়ার অধিপতি, "বিজয়ী" উপাধিমণ্ডিত সেলিয়ুকসের দূতরূপে, মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে উপনীত হন ; এবং তথায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে **Ta Indika** নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুঃখের বিষয় এই, সমগ্র গ্রন্থখানি বর্তমান নাই ; তবে আরিয়ান, ষ্ট্রাবো, ডায়োডোরস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ উহা হইতে অনেক স্থল আপন আপন পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ; এজন্য উহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৮৪৬ সনে জার্মানীর অন্তঃপাতী বন্-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর ঈ. এ. শোয়ানবেক্ (**E. A. Schwanbeck, Ph. D.**) অশেষ শ্রম-সহকারে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে মেগাস্থেনীস লিখিত অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া **Megasthenes Indica** নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৮২ সনে কলিকাতা নগরে মিঃ ম্যাক্ক্রিণ্ডল (**Mr McCrindle**) কৃত উহার ইংরাজী অনুবাদ (**The Fragments of Megasthenes**) প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বঙ্গদেশে বহুজনের চিত্তে প্রাচীন ভারতের যথাযথ বিবরণ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে ; কিন্তু এতদিন মেগাস্থেনীসের কোনও বঙ্গানুবাদ বর্তমান ছিল না। এই অভাবমোচনের উদ্দেশ্যে, শোয়ানবেক্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থের অনুবাদ, "মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ" নামে প্রকাশিত হইল। ঐ পুস্তকের প্রারম্ভে, সুবিজ্ঞ সংগ্রহকার দ্বারা লাটিন ভাষায় লিখিত একটী বহুতথ্যপূর্ণ, সুদীর্ঘ ভূমিকা আছে ; উহারও প্রায় সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদত্ত হইল! উহার কোন কোনও স্থল ও কতকগুলি পাদটীকা বঙ্গীয় পাঠকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন ; সেগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মূল গ্রন্থে প্লীনি, সলিনাস্ ও আম্বোসিয়াস্ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি লাটিন ভাষায় মেগাস্থেনীসের মর্মানুবাদ ; অবশিষ্ট সমুদায় গ্রীকভাষায় লিখিত। প্রত্যেক অংশের নিম্নে, উহা যে গ্রন্থাকার হইতে উদ্ধৃত বাঙ্গলায় তাঁহার নাম ও তন্নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজীতে তাঁহার নাম, গ্রন্থের নাম, অধ্যায় পৃষ্ঠা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঠকগণের সুবিধার জন্য তিনটী পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে ;

প্রথমটীতে গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, দ্বিতীয়টীতে ভৌগোলিক নির্ঘণ্ট ও ভৌগোলিক নামগুলির সাধ্যানুরূপ ভারতীয় প্রতিরূপ, এবং তৃতীয়টীতে বিষয়সমূহের নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রীক ও রোমক নামগুলির বাঙ্গলা প্রতিরূপ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আছে। অধিকাংশ স্থলেই উহাদের অবিকল প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে; যথা অনক্ষিমন্দার, ক্টীসিয়স্, মেগাস্থেনীস্ ইত্যাদি। কিন্তু টেলেমী, প্লীনি, হোমর প্রভৃতি কতকগুলি নাম পরিবর্তিতাকারে ইংরাজীতে প্রচলিত হইয়াছে, এবং ইংরাজী হইতেই সেগুলি বাংলায় গৃহীত হইয়াছে; এজন্য এই সকল স্থলে প্রকৃত গ্রীক বা লাটিন উচ্চারণ রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়াছে, সত্য; কিন্তু হোমর না লিখিয়া হমীরস, প্লীনি না লিখিয়া প্লীনিস্ লিখিলে, পাঠকগণের প্রতি একান্ত উৎপীড়ন করা হইত।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে "ভারতবিবরণের" অনুবাদ-কার্য্যে মিঃ ম্যাক্‌ক্রিণ্ডলের ইংরাজী অনুবাদ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

রজনীকান্ত গুহ

প্রথম পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে নিবেদন

পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক নৃপতি সেলিউকাসের (সেলুকাস) দূত হয়ে মেগাস্থেনিস এসেছিলেন মৌর্যসম্রাট সাণ্ড্রাকোটাস বা চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে (Polibothra) এসেছিলেন। তাঁর আগমনের কাল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগ। 'সম্ভবত' এই শব্দটি মেগাস্থেনিসের সম্পর্কে আমাদের একটি অপরিচ্ছিন্ন ধারণাকেই লালিত করেছে। বস্তুতপক্ষে গ্রীকদূত মেগাস্থেনিসের নাম শুনে আমাদের মনে যে একটি উচ্চকোটির ধারণা জাগে, তাঁকে সেই ধারণার উপযোগী করে জানার উপকরণ কোথায়? মেগাস্থেনিস রচিত ভারত বিবরণও আমরা সমগ্রত পাইনি যে তা থেকে তাঁর সম্পর্কে একটা আবছা ধারণাও গড়ে নিতে পারি।

এরিয়ান, ষ্ট্রাবো, প্লীনি প্রভৃতির লেখা থেকে যা জানা যায় তার সারমর্ম এই ধরণের—মেগাস্থেনিস সেলিউকাসের প্রতিনিধি হয়ে প্রথমে আসেন আরাকোসিয়ার শাসক সিবিরটায়সের কাছে। সেখান থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে? তা নিশ্চিত করে করে বলার উপায় কোথায়। শুধু বলা যায় চন্দ্রগুপ্ত এবং সেলিউকাসের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেই তিনি ভারতে আসেন। কেউ বলেন তাঁর আগমনকাল ৩০২-২৮৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের কোনো সময়ে। কেউ আবার ৩০২ খ্রীস্ট পূর্বাব্দকেই ধ্রুবকাল হিসেবে ধরতে চান। কেউ বা অত্যুৎসাহী হয়ে মেগাস্থেনিস দু দুবার ভারতে এসেছিলেন এমন সিদ্ধান্তও করেছেন। সোয়ানবেক উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের এই দাবী; বস্তুত তাঁর যে দীর্ঘ ভূমিকাটি এই গ্রন্থের সূচনায় সংযুক্ত আছে, মেগাস্থেনিসের সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি জানানোর সুযোগ আর নেই। সোয়ানবেকের ধারণা মেগাস্থেনিস দীর্ঘকাল ভারতে বসবাস করেছিলেন।

মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণ থেকে তিনি ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে থেকেছিলেন এবং দেখেছিলেন তা স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। বরং উল্টো ধারণাটাই জন্মে যায়। মনে হয় মেগাস্থেনিস যত লোকের কাছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে শুনেছেন তার চেয়ে দেখেছেন অনেক কম। একটি সরল হৃদয় মেগাস্থেনিসের অধিকারে ছিল এবং একটি সরল বিশ্বাস সেই হৃদয়ে বসবাস

করত। ভারতবাসীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা এতো উচ্চ ছিল যে তাদের মধ্যে একজনকেও তিনি মিথ্যাবাদী ভাবতে পারেননি। এ একটা কম মহত্বের পরিচায়ক নয়। তবে এতখানি বিশ্বাসের ফলে তিনি ঠকেছেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে যাচাই করার বোধ তাঁর ছিল না—তাই যা দেখেছেন, যা শুনেছেন তা-ই বলার চেষ্টা করেছেন। ফলে নিজেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। এরিয়ান তাঁকে বলেছেন, 'একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি।' আর ষ্ট্রাবো তাঁকে মিথ্যাবাদীদের দলের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে অবশ্য পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী দেইমাকস। মজার ব্যাপার যাঁরা মেগাস্থেনিসকে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী বলেছেন তাঁরাই আবার মেগাস্থেনিসকে 'উদ্ধার' করে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে মেগাস্থেনিসের রচনার মধ্যেই এমন সব উপকরণ থেকে গেছে, যা তাঁর প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপের হাতিয়ার জুগিয়েছে। এই বইয়ের পাঠক একটু কৌতূহলী হলেই মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণে উদ্ভট ব্যাপারগুলো জানতে পারবেন। আমি ভূমিকায় আর তার পুনরুল্লেখ করতে চাইছি না।

তবে অত্যুৎসাহী পাঠক সম্ভবত এ বই পড়ে একটু সতর্ক হয়ে যাবেন এবং একথা বিশ্বাস করতে শিখবেন—বিদেশী মাত্রই ভারতবর্ষ সম্পর্কে যা বলেন তা অবশ্য-বিশ্বাসযোগ্য 'বেদ' নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোকরহস্য' গ্রন্থের "কোনো এক 'স্পেশিয়ালের পত্র" প্রবন্ধে তথাকথিত ভারতবিদ্‌দের সম্পর্কে তাই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

মেগাস্থেনিস ভুল করেছিলেন সত্য এবং ভুল করার সুযোগও তাঁর ছিল। সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল তাঁর ভাষার বাধা। ভারতীয় ভাষা তিনি জানতেন না। অনেক শব্দের যথার্থ অর্থ তাঁর কাছে বোধগম্য হয়নি। সমগ্র ভারতও তিনি পরিভ্রমণ করেননি। গল্প সাহিত্যে তাঁর বিশ্বাস ছিল অকৃত্রিম। এছাড়া একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, মেগাস্থেনিসকে আমরা সমগ্রত পাইনি। ষ্ট্রাবো, ডায়োডোরাসদের হাত ঘুরে অসম্পূর্ণত। আরও একটা বিষয়, তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার পরিমাণও তো কম নয়। পাটলিপুত্র নগরী, চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ বা সামরিক ছাউনির বর্ণনায় তিনি যে গভীরভাবে বিশ্বস্ত, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ ও তাম্রপর্ণের বিবরণ, ভারতের উর্বরতা, এখানের জাতি ব্যবস্থা, দার্শনিকের বর্ণনা, পৌরশাসন ও তৎকালীন শাসনব্যবস্থা, ভারতের

নৌ-বাণিজ্য, তার হস্তীসম্পদ—মেগাস্থেনিসের আমলের এ সব বিষয় সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর 'ভারতবিবরণ' পড়তে হবে। আলেকজাণ্ডারের তিন সঙ্গী—নিয়ারকাস ও নীসিক্রিটস এবং এরিসটোবলাসের রচনাবলীর পরিপূরক হিসেবে মেগাস্থেনিসের 'ইণ্ডিকাকে' গ্রহণ করতেই হবে।

* * * *

এই প্রসঙ্গে আমি বর্তমান অনুবাদকের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করার সুযোগ করে নিতে চাইছি। এরকারণ দুটো—অনুবাদকের পরিচয় পেলে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি ঘটবে এবং অনুবাদ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলও জাগবে। মেগাস্থিনিস সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় কৌতূহলের নিরসন করার জন্য আমরা ম্যাক্‌ক্রিন্ড্‌লের বইটির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি। সোয়ানবেকের কথা বলি আপন জ্ঞানের সূত্রে নয়—ঐ ম্যাকক্রিন্‌ডলের সূত্র ধরেই। অথচ একজন বাঙালি সোজাসুজি সোয়ানবেক্ থেকেই অধীতব্য বিষয়টি বঙ্গভাষীর কাছে এনে দিয়েছেন একথা জেনে বর্তমান ঐতিহাসিকেরা গ্রন্থপঞ্জীতে রজনীকান্ত গুহ-র নামোল্লেখ করেছেন—এতো বড়ো নজরে পড়ে না। যোগ্যকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করাটা দীনতারই প্রকাশক।

রজনীকান্ত গুহ একটি 'আত্মচরিত' রচনা করেছিলেন। একটানা বর্ণনায় আপন জীবনের নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী এই বইটি। আত্মকথাই বেশি, দেশ যুগ বা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেননি, সে সাহিত্যিক অবকাশ তিনি হয়তো আত্মজীবনীটির মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেননি। তা না পারুন, কিন্তু সত্যকথনে এবং বর্ণনার নিষ্ঠায় তিনি পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। সেকারণে তাঁর আত্মচরিত থেকে এবং অন্যসূত্র থেকেও ('আত্মচরিত রচনার পর অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পর, তিনি আরও ৮ বছর জীবিত থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) তাঁর বিদেশী ভাষা শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও তাঁর জীবনীর পরিশিষ্ট হিসাবে সংযুক্ত করে দিলাম। এ থেকে 'মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ' অনুবাদ গ্রন্থের অনুবাদের পটভূমিও আমাদের কিছুটা অধিগত হবে।

১২৭৪ বঙ্গাব্দের ৩রা কার্তিক, ইংরেজি সনের ১৯-এ অক্টোবর ১৮৬৭ তারিখে পশ্চিম ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার জামুরিয়া গ্রামে রজনীকান্ত গুহের জন্ম।

গ্রামে বাল্যশিক্ষান্তে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার

সাধনায় বৃত হয়েছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন পেয়ে পঞ্চম শ্রেণী থেকে উঠলেন সপ্তম শ্রেণীতে। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে তেহাস বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁর বেতন মকুব করে দিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই 'রিডিং ক্লাব' স্থাপন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি যেমন স্থাপন করেন তেমনি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে এসে আগামী জীবনের সম্পদও সঞ্চয় করেন। গুরুদাস চক্রবর্তী, শ্রীনাথ চন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিনাথ শাস্ত্রী গঠন করে দেন তাঁর উত্তরজীবনকে।

একটা তীব্র আত্মসম্মান বোধ এবং জাতীয়চেতনা রজনীকান্তের সমগ্র জীবনে কেন্দ্রীভূত থেকে তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। বিলিতি জুতো পর্যন্ত কখনো ব্যবহার করেননি। ছাত্রাবস্থাতেই এই দুটি বোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল। যাই হোক প্রথম বিভাগে পাশ করলেন এন্ট্রান্স পরীক্ষায়। ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। তাঁর সাহিত্য-চেতনার অঙ্কুর এখানে ক্রমবিকাশের সুযোগ পেল। শিক্ষক হিসাবে পেলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সতীশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কালীশঙ্কর গুহের মতো কৃতবিদ্যদের নিকট সান্নিধ্য। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষার পর ইংরেজির অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন —'Rajani writes the best English', শেষ অবধি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পাশ করলেন রজনীকান্ত।

পূর্ব পরিচিত স্বর্ণলতার সঙ্গে এই বছরেই রজনীকান্তের বিবাহ হয়— আচার্যের কাজ করেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে চাকরি করতে করতে এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন এবং ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম শ্রেণীতে।

এরপর ব্রাহ্মবালক-নিবাস, ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি, ব্রজমোহন কলেজ, সিটি কলেজ, অ্যালবার্ট কলেজ, বাঁকিপুর রামমোহন সেমিনারী, ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা-অধ্যাপনার বিচিত্র ইতিহাস; নিদারুণ অর্থকষ্ট এবং আত্মসম্মান রক্ষার বিবিধ ইতিহাসের সমাহার। অবশেষে ১৯০৪-এর জুলাই মাসে উন্নীত হলেন ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষের পদে। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক রজনীকান্তকে বরিশাল ত্যাগ করতে হল তৎকালীন বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে ও চাপে। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনার জীবনও শেষ হয় ঐ বৃটিশ সরকারের কুনজরে পড়ে। এসময়ে তাঁর সম্মান রক্ষা করেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ দান ক'রে। ১৯১৮-৪১—দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রজনীকান্ত যুক্ত ছিলেন নানা সূত্রে। এর মাঝখানে সিটি কলেজে অধ্যাপনা-অধ্যক্ষতার জীবনও তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে তিনি তাঁর অধ্যাত্মিক জীবনকে ফলপ্রসূ করে তুলেছিলেন। এ সময়ে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা থেকে তাঁর অন্তর্জীবনেরও একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর বাঁদিকের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। কিন্তু ঐ চোখে কন্‌জাংক্টিভাইটিসের আক্রমণ হলে উচ্চ রক্ত চাপে ভুগে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন। পুনশ্চ ডান চোখে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই জেনে মানসিক আঘাতে, অন্ধাবস্থায় প্রায় ৯ মাস শয্যাশায়ী থেকে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শুধু নিরন্তর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জীবনের আধিকারী ছিলেন বলেই রজনীকান্তকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি একালের মানুষের কাছে অবশ্য স্মরণযোগ্য হয়ে আছেন তাঁর অক্ষয় কীর্তির জন্যে—এজন্য বলছি যে তাঁর আচরিত পথে আজও কেউ যেতে পারলেন না। যে মেধা, নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমশীলতা থাকার জন্যে তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল—তা বুঝি এখন অনায়ত্ত। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা দু'টি—(১) 'সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনীনাসের আত্মচিন্তা'—এটি মূল গ্রীক থেকে অনুবাদিত হয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রবাসী কার্যালয় থেকে, প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। (২) মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ—এটি সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি।

রজনীকান্তের রচিত পুস্তকের সংখ্যাও দুটি। (১) সোক্রাটীস—দুইখণ্ডে এবং (২) আত্মচরিত। এছাড়া বেশ কয়েকটি ইংরাজি বাংলা পুস্তিকারও তিনি রচয়িতা। এগুলি হল—'সত্য ও সংস্কার' (১৩২৪); সার্ববণিক ধর্ম (১৩৩৫); নবযুগের নীতি ও ধর্ম (১৩৪৫); যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্ (১৩৪৫); সভ্যতার পরশপাথর (১৩৪৭); স্বাধীনতা—অন্তরে ও বাহিরে (১৯৪৩); জ্ঞানং সর্ব্বতো মার্গিতব্যম্; ব্রাহ্মধর্মের রূপ ও

স্বরূপ ; From Untruth Lead Me Unto Truth (অসতো মা সদ্‌গময়—১৯৩৪) ; Whom He chooses (১৯২৮)।

'সোক্রাটিস' একটি বিশাল গ্রন্থ—প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে ১৯২২ ও ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে। বলাবাহুল্য এর পিছনে সক্রিয় ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অজস্র আনুকূল্য। প্রথমখণ্ডে গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতা এবং দ্বিতীয়খণ্ডে সোক্রাটিসের জীবন, প্লেটোবিরচিত সোক্রাটিসের বিচার ও মৃত্যু কাহিনী এবং জেনোফেন থেকে সঙ্কলিত সোক্রাটিসের উপদেশ আলোচিত হয়েছে। তাঁকে এ কাজে সহায়তা করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, তারাপরেওলার মতো মনীষীগণ। রজনীকান্তের প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯০০) 'গ্রীক ও হিন্দু' সোক্রাটিস সম্পর্কে জানার বঙ্গভাষায় একমাত্র অসম্পূর্ণ গ্রন্থ ছিল। রজনীকান্তই তাঁর সম্পর্কে এবং প্রাচীন গ্রীকজাতি ও সভ্যতা সম্পর্কে বাংলায় প্রথম যে সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করলেন তা আজও অদ্বিতীয়। দুঃখের বিষয়, তা আজ দুষ্প্রাপ্য। কোনো প্রকাশক যদি এগিয়ে আসেন, একটি মহৎ কীর্তি অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

রজনীকান্তের 'আত্মচরিত' তাঁর জীবনকালে প্রকাশিত হয় নাই। তার মৃত্যুর (১৯৩৫) পরে বইটি তাঁর পুত্রকন্যা এবং আত্মীয়গণের প্রযত্নে প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে। সুপাঠ্য এই বইটিও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। সম্প্রতি বরিশাল সেবাসমিতি 'রজনীকান্ত গুহ রচনাসম্ভার' প্রকাশের সূত্রে প্রথম খণ্ডে এই 'আত্মচরিত'টি পুনর্মুদ্রণ করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

এবার 'মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ' প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু তথ্য নিবেদনের সুযোগ প্রার্থনা করি। বইটির ভূমিকা থেকে পাঠক সহজেই জানতে পারবেন কোন সূত্রে তিনি বইটি অনুবাদ করেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. E. A. Schwanbeck সঙ্কলিত Megasthenis Indica বইটি থেকে কিভাবে রজনীকান্ত অনুবাদ করেন, তা ভূমিকায় উল্লেখ করেন। Mr. McCrindle ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে এর যে ইংরেজি অনুবাদ করেন (The Fragments of Megasthenis) তা থেকেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রজনীকান্ত সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে McCrindle সম্পর্কেও কিছু সংক্ষিপ্ত সমাচার সরবরাহ অপ্রাসঙ্গিক হবে না সম্ভবত।

John Walson McCrindle (১৮২৫-১৯১৩) জন্মসূত্রে ইংরেজ ছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করে তিনি একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কলকাতা আসেন ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে Indian Educational Service-এ যোগ দিয়ে তিনি কিছুকাল পরে পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং আগ্রহ তাঁকে স্নোয়ানবেকের সঙ্কলিত বইটিকে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করতে উৎসাহিত করে।

কিন্তু রজনীকান্তকে কেবল অনুবাদক বললে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। পাঠক প্রায়শই দেখতে পাবেন, অনুবাদকর্মে রজনীকান্ত নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তা নিতান্তই সঙ্গত হয়েছে। ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অংশাদি তিনি যেমন পরিহার করেছেন (অবশ্য তা খুব কম ক্ষেত্রে)। তেমনি পাদটীকায় মূল বক্তব্যের অনুপূরণে সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে যত্রতত্র তথ্যাদি উদ্ধার করেছেন। এ তাঁর পাঠের গভীরতা ও ব্যাপ্তির পরিচায়ক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সানন্দে তাই এই বইটির স্বয়ং প্রকাশক হয়ে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অনেকদিন পরে এই কীর্তিকে সর্ব-সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার মানসেই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে তাঁদের 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে'র জন্য বইটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। বিশ্বভারতীর অনুরোধক্রমে মৃত্যুর ঠিক পূর্বেই রজনীকান্ত এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করে দেন। এটি প্রকাশিত হয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের ৩৩ সংখ্যক বই হিসেবে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। ১৩৭০ বঙ্গাব্দে এর পুনর্মুদ্রণও হয়ে এর জনপ্রিয়তাকে সূচিত করে।

'মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ' প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। এর মূল আখ্যাপত্রটি ছিল এই ধরণের: মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণ। / অধ্যাপক শোয়ানবেক কর্ত্তৃক ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ভূমিকাসহ/মূল। গ্রীক হইতে / শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম. এ. / দ্বারা অনুবাদিত। / প্রকাশক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,/২১০-৩-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। / ১৩১৮ / মূল্য কাপড়ে বাঁধা দেড় টাকা, কাগজের মলাট এক টাকা ছ আনা। /

[উল্টো পৃষ্ঠায়—] ৬১ ও ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। / কুন্তলীন প্রেসে / শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। /

১৩১৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯১ বঙ্গাব্দের দূরত্ব ৭৩ বছরের। এই দীর্ঘদিনের

স্বরূপ ; From Untruth Lead Me Unto Truth (অসতো মা সদ্গময়—১৯৩৪) ; Whom He chooses (১৯২৮)।

'সোক্রাটিস' একটি বিশাল গ্রন্থ—প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে ১৯২২ ও ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে। বলাবাহুল্য এর পিছনে সক্রিয় ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অজস্র আনুকূল্য। প্রথমখণ্ডে গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতা এবং দ্বিতীয়খণ্ডে সোক্রাটিসের জীবন, প্লেটোবিরচিত সোক্রাটিসের বিচার ও মৃত্যু কাহিনী এবং জেনোফেন থেকে সঙ্কলিত সোক্রাটিসের উপদেশ আলোচিত হয়েছে। তাঁকে এ কাজে সহায়তা করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, তারাপরেওসার মতো মনীষীগণ। রজনীকান্তের প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯০০) 'গ্রীক ও হিন্দু' সোক্রাটিস সম্পর্কে জানার বঙ্গভাষায় একমাত্র অসম্পূর্ণ গ্রন্থ ছিল। রজনীকান্তই তাঁর সম্পর্কে এবং প্রাচীন গ্রীকজাতি ও সভ্যতা সম্পর্কে বাংলায় প্রথম যে সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করলেন তা আজও অদ্বিতীয়। দুঃখের বিষয়, তা আজ দুষ্প্রাপ্য। কোনো প্রকাশক যদি এগিয়ে আসেন, একটি মহৎ কীর্তি অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

রজনীকান্তের 'আত্মচরিত' তাঁর জীবনকালে প্রকাশিত হয় নাই। তার মৃত্যুর (১৯৩৫) পরে বইটি তাঁর পুত্রকন্যা এবং আত্মীয়গণের প্রযত্নে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে। সুপাঠ্য এই বইটিও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। সম্প্রতি বরিশাল সেবাসমিতি 'রজনীকান্ত গুহ রচনাসম্ভার' প্রকাশের সূত্রে প্রথম খণ্ডে এই 'আত্মচরিত'টি পুনর্মুদ্রণ করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

এবার 'মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ' প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু তথ্য নিবেদনের সুযোগ প্রার্থনা করি। বইটির ভূমিকা থেকে পাঠক সহজেই জানতে পারবেন কোন সূত্রে তিনি বইটি অনুবাদ করেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. E. A. Schwanbeck সঙ্কলিত Megasthenis Indica বইটি থেকে কিভাবে রজনীকান্ত অনুবাদ করেন, তা ভূমিকায় উল্লেখ করেন। Mr. McCrindle ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে এর যে ইংরেজি অনুবাদ করেন (The Fragments of Megasthenis) তা থেকেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রজনীকান্ত সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে McCrindle সম্পর্কেও কিছু সংক্ষিপ্ত সমাচার সরবরাহ অপ্রাসঙ্গিক হবে না সম্ভবত।

John Walson McCrindle (১৮২৫-১৯১৩) জন্মসূত্রে ইংরেজ ছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করে তিনি একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কলকাতা আসেন ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে Indian Educational Service-এ যোগ দিয়ে তিনি কিছুকাল পরে পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং আগ্রহ তাঁকে সোয়ানবেকের সঙ্কলিত বইটিকে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করতে উৎসাহিত করে।

কিন্তু রজনীকান্তকে কেবল অনুবাদক বললে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। পাঠক প্রায়শই দেখতে পাবেন, অনুবাদকর্মে রজনীকান্ত নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তা নিতান্তই সঙ্গত হয়েছে। ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অংশাদি তিনি যেমন পরিহার করেছেন (অবশ্য তা খুব কম ক্ষেত্রে)। তেমনি পাদটীকায় মূল বক্তব্যের অনুপূরণে সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে যত্রতত্র তথ্যাদি উদ্ধার করেছেন। এ তাঁর পাঠের গভীরতা ও ব্যাপ্তির পরিচায়ক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সানন্দে তাই এই বইটির স্বয়ং প্রকাশক হয়ে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অনেকদিন পরে এই কীর্তিকে সর্ব-সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার মানসেই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে তাঁদের 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে'র জন্য বইটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। বিশ্বভারতীর অনুরোধক্রমে মৃত্যুর ঠিক পূর্বেই রজনীকান্ত এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করে দেন। এটি প্রকাশিত হয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের ৩৪ সংখ্যক বই হিসেবে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। ১৩৭০ বঙ্গাব্দে এর পুনর্মুদ্রণও হয়ে এর জনপ্রিয়তাকে সূচিত করে।

'মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ' প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। এর মূল আখ্যাপত্রটি ছিল এই ধরণের: মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণ। / অধ্যাপক শোয়ানবেক কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ভূমিকাসহ/মূল। গ্রীক হইতে / শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম. এ. / দ্বারা অনুবাদিত। / প্রকাশক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,/২১০-৩-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। / ১৩১৮ / মূল্য কাপড়ে বাঁধা দেড় টাকা, কাগজের মলাট এক টাকা দু আনা। /

[উল্টো পৃষ্ঠায়—] ৬১ ও ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। / কুন্তলীন প্রেসে / শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। /

১৩১৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯১ বঙ্গাব্দের দূরত্ব ৭৩ বছরের। এই দীর্ঘদিনের

মধ্যেও বইটি পুনঃ প্রচারিত হয়নি, এ আমাদের মানসিক দৈন্যের পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ বেড়েছে বই কমেনি। এ নিয়ে বঙ্গভাষায় বই যে একেবারেই রচিত হয়নি, তাও নয়। তবু মেগাস্থেনিস পড়তে গিয়ে আমরা McCrindle-কে উদ্ধার করি, রজনীকান্ত গুহের আকর গ্রন্থটি অনাদৃত হয়। এ আমাদের লজ্জা। অথচ যদি মনে করি একজন নিত্য দারিদ্র্য-নিপীড়িত বাঙালি নানা বিপত্তিকে দূরে সরিয়ে পরম নিষ্ঠাভরে ল্যাটিন, গ্রীক বা ফ্রেঞ্চ—বিদেশী ভাষাগুলিকে আয়ত্ত করে মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে কেমন করে বঙ্গভাষার আয়ত্তাধীন করে তুলেছেন, তবে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় নুয়ে হয়ে পড়া উচিত।

একদা একটি চতুর্থশ্রেণীর বালক (এখনকার ক্লাস সেভেন) কলকাতায় আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনী দর্শন করতে এসে কলকাতায় একটিমাত্র জিনিস চিনেছিলেন। সেটি Principia Latina, Part I. তাঁর গণিতের শিক্ষক বলেছিলেন গিল্‌ক্রাইস্ট পরীক্ষা তাঁকে দিতে হবে এবং সেজন্য শিখতে হবে ল্যাটিন। এক ভদ্রলোকের অবজ্ঞাভরে দেওয়া টাকায় কেনা বইটি থেকে তিনি ল্যাটিন শিখতে আরম্ভ করেন। বলাবাহুল্য প্রথমে যতখানি উৎসাহিত হয়েছিলেন ততখানি উৎসাহ থাকেনি। কিন্তু পরে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ও বন্ধু সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ল্যাটিন শিক্ষার প্রথম ভাগটি পরে শেষ করেন। ইচ্ছাটি ভিতরে ভিতরে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই এম. এ. পাশ করে যখন অধ্যাপনা করছেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে একদিন নজর পড়ায় দেখলেন তখনও পর্যন্ত (১৮৯৫) একজন বাঙালিও ল্যাটিন ভাষায় এম. এ. পাশ করেনি। তাঁর ইচ্ছা হ'ল 'আমি ল্যাটিনে প্রথম বাঙ্গালী এম. এ. হইব।' সেইমত পুনশ্চ পাঠ শুরু হল এবং এণ্ট্রান্স থেকে বি. এ. ও অনার্স কোর্সের যাবতীয় ল্যাটিন-পাঠ্যক্রম শেষ করে পড়ে ল্যাটিনে এম. এ. দেবার জন্য যেই প্রস্তুত হয়েছেন, এমন সময় '১৮৯৬' সনের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় দেখা গেল, 'হরিনাথ দে নামক একটি ছাত্র ল্যাটিনে একাকী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।' যে আশায় রজনীকান্ত পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তা পূর্ণ হল না। তিনি পরীক্ষা দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর অধীত বিদ্যার উপকার আমরা প্রত্যক্ষত লাভ করলাম—ডঃ শোয়ানবেকের ল্যাটিন ভাষায় রচিত মূল্যবান ভূমিকার অনুবাদটি পেয়ে আমরা উপকৃত হলাম।

অনুরূপভাবে গ্রীকভাষা তাঁর আয়ত্তে আসে। ইতিহাসে আগ্রহশীল

রজনীকান্ত হোমর পড়লেন সাগ্রহে। পালিভাষা শিখে আরম্ভ করলেন বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। মহাপরিনির্বাণ সূত্রের অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন, শেষ করেননি। শেষে বাঁকিপুরে থাকতে রমেশচন্দ্র দত্তর The History of Indian Civilization পড়ে তিনি জানতে পারলেন শোয়ানবেকের সঙ্কলন ও McCrindle-এর অনুবাদের কথা। তখন থেকেই (১৮৯৪) তাঁর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য তিনি তৎপর হন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিলেত থেকে শোয়ানবেকের বইয়ের (১৮৪৬ সংস্করণ) একটি পুরনো কপি তিনি হাতে পেলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে বাঁকুড়া জেলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহেশচন্দ্র ঘোষ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে পাঠিয়ে দিলেন ম্যাকক্রিণ্ডলের দুষ্প্রাপ্য বইটিও। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে বইটির অনুবাদ সম্পন্ন হল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পাণ্ডুলিপি দিলেন। 'মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণ' প্রকাশিত হল।

একদা রজনীকান্ত গুহ সম্পর্কে কিছু লেখার উদ্যোগের সূত্রে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীঅমিতাভ গুহর সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যবশত রজনীকান্তের সমস্ত বই আমাকে ব্যবহারের জন্য দেন। পরে সেগুলি প্রত্যর্পণকালে 'মেগাস্থেনীস' বইটির পুনর্মুদ্রণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। তিনি এ-বিষয়ে আমাকেই তৎপর হতে বলেন। কয়েকজন সুখ্যাত প্রকাশকের সঙ্গে এ-বিষয়ে যোগাযোগ করি—কিন্তু বাণিজ্যিক সবুজ সঙ্কেত প্রত্যক্ষভাবে দেখতে না পেয়ে তাঁরা নারাজ্যাকুল করেন। শেষে অব্যবসায়ী শ্রীসমীরণ চৌধুরী কথাপ্রসঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে কৌতূহলী হন এবং তাঁর ছোটো প্রকাশনাটি থেকে এই মহৎ গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমি শঙ্কিত আছি, তাঁর আগামী দুঃখের দিনগুলির কথা ভেবে। তিনি বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করেন। বলেন, বাঙালি পাঠকের জিজ্ঞাসা এবং আগ্রহ তাঁকে আশীর্বাদধন্য করবে। দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবে। আমার শঙ্কা ব্যর্থ হোক, এইমাত্র প্রার্থনা। তিনি ফেয়ার বুকস্-এর কর্ণধার। এমন একটি 'ফেয়ার' বই তিনি প্রকাশ করতে পেরে পরিতৃপ্ত।

তিনি তার অপরিণত ব্যবসায় বুদ্ধির আরও পরিচয় দেন—বইটির একটি 'ভূমিকা' লিখে দেবার ভারও আমাকে দেন। আমি ইতিহাসের অব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকদের ভূমিকা তাঁর বইকে গুরুত্ব দিত। তিনি পরিবর্তে বলেন, 'ব্যবসায়ী' ঐতিহাসিকদের চেয়ে অব্যবসায়ীরাই ভাল। এই ভূমিকায়

যোগাযোগহীন বিষয়ে আমার আলোচনা অব্যবসায়ীর শঙ্কিত পদক্ষেপ মাত্র। তবে রজনীকান্ত সম্পর্কে কিছু জানাতে পেরে আমি পরিতৃপ্ত।

প্রকাশক এবং ভূমিকা লেখক দুজনেই কলকাতা থেকে দূরে থাকি। সুতরাং প্রকাশনাজনিত কিছুটা বিভ্রাট থেকেই যাবে। বানান বিভ্রাট এড়ানো যায় না, রেশনের চালে কাঁকরের মতো এটা মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থে অবশ্য প্রাপ্তব্য জিনিস। তবুও মনে হচ্ছে মূল গ্রন্থপাঠে তা কোনো স্বাস্থ্যহানি ঘটাবে না। তবুও ক্ষমা প্রার্থনা করি প্রকাশকের পক্ষ হয়ে। বর্ধমান বইমেলায় বইটি প্রকাশের আশু-ইচ্ছা থেকে প্রেসের উপর যে নিরন্তর চাপ পড়ে তাও কিছুটা মুদ্রণবিভ্রাট ঘটিয়েছে। বাঙালি পাঠক স্বভাবত ধৈর্যশীল একথা জানেন বলেই প্রকাশক হয়তো আশ্বস্তবোধ করছেন। আরও একটি বিষয়ে মার্জনা চাইছেন তিনি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিশিষ্টে যে পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি নির্দেশিত হয়েছে তা প্রথম মুদ্রণের পৃষ্ঠা সংখ্যা। পুনর্মুদ্রণেও তাই রয়ে গেল। দু এক পৃষ্ঠার এদিক-ওদিক অনুসন্ধানে এই প্রসঙ্গগুলির সন্ধান করে নেবেন আগ্রহী পাঠক এ বিশ্বাসও তিনি পোষণ করেন। তিনি ও আমি যৌথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি শ্রীঅমিতাভ গুহের কাছে—যিনি অশেষ সৌজন্যে তাঁর পিতৃদেবের এই মহামূল্য গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণে অনুমতি দিয়েছেন।

প্রেসের কর্মীবৃন্দের নিরন্তর সহযোগিতা, শিল্পী সমর মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ রচনা এবং বহুজনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহমর্মিতার জন্যও আমরা যৌথ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ প্রসঙ্গে

'মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ' ফেয়ার বুকস্ থেকে পুনর্মুদ্রিত হওয়ার পর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। ঐ মুদ্রণ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু বহুজনের কাছ থেকে এই অতি মূল্যবান বইটির পুনর্বার দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ে অনুযোগ শুনতে পাই। শেষ পর্যন্ত ফেয়ার বুকস্-এর কর্ণধার শ্রীসমীরণ চৌধুরী যিনি এই বইটির পুনর্মুদ্রণের স্বত্বভোগী, তিনি এটিকে কলেজ স্ট্রীট প্রকাশন থেকে পুনরায় প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এই প্রকাশনেরও প্রকাশক। ফলে পাঠক-গ্রাহকগণ এটিকে পুনরায় পাবার সুযোগ পেলেন।

'মেগাস্থেনিসের ভারতবিবরণ' একটি সংকলন পুস্তক বিশেষ। কাজেই ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে থাকার অবকাশ নেই। যাঁরা বইটি পড়বেন, এর চরিত্র বিষয়ে তাঁরাই যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আমরা পূর্ববর্তী ভূমিকায় আমাদের জ্ঞানবিশ্বাসমতে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য নিবেদন করেছিলাম। কিন্তু ঐ সংস্করণে মুদ্রণ প্রমাদের আধিক্য এতো ছিলো যে তা সংশোধনের বাইরে ছিলো। বর্তমান মুদ্রণটিকে প্রকাশক যথাসম্ভব মুদ্রণ ত্রুটি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তবুও এতে কিছু ছাপার ভুল থেকেই গেছে লক্ষ্য করছি। পাঠকবর্গ এবারেও মার্জনা করবেন—এমন প্রত্যাশা তাঁরা করেন। কাজের বইটি হাতের কাছে পেয়েছেন—এই স্বস্তিই হয়তো তাদের ক্ষমাশীল করবেন।

বারিদবরণ ঘোষ

সূচীপত্র

মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

মেগাস্থেনীসের পূর্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের জ্ঞান

অলিম্পিক-অব্দ গণনার প্রারম্ভ কালে (খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে) উপনিবেশ-সমূহের ইতিহাস হইতে গ্রীকগণ পৃথিবী সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করে, তৎপূর্ববর্তী মহাকাব্য যুগের জ্ঞান হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। কারণ, হোমর প্রভৃতি মহাকবিগণ কাব্যবর্ণিত ঘটনা ও স্থানসমুহ স্বীয় সৌন্দর্য্য বোধের উপযোগী করিয়া রচনা করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের বর্ণিত বিষয় সমুহের কতকগুলি অপ্রকৃত বর্ণে অনুরঞ্জিত, কতকগুলি কল্পিত, এবং অপর কতকগুলি তাঁহাদিগের জীবনকালে অজ্ঞাত না হইলেও কাব্যোল্লিখিত উপাখ্যানের সহিত সংশ্রবরহিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, যদিও হোমরের সময়ে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল না, তথাপি, মহাকবি-গণ উহার উল্লেখ করিয়াছেন কি না, অথবা উল্লেখ করিলেও তাঁহারা যতদুর জানিতেন, ততদুর বর্ণনা করিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। হোমর 'অডীসী' নামক মহাকাব্যের প্রথম সর্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি সামান্য ভাবে অস্পষ্টরূপে এই কয়েকটি কথা বলিয়াছেন :—

"পৃথিবীর প্রান্তদেশবাসী ইথিয়োপীয়েরা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত।"* সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'ইণ্ডিয়া'

---

* Dr. Schwanbeck এক সুদীর্ঘ পাদটীকায় দেখাইয়াছেন যে হোমরের সময়ে গ্রীকগণ ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত ছিল, এবং 'ইথিয়োপীয়' বলিতে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ, উভয় দেশের অধিবাসীই বুঝাইত। (অনুবাদক)।

(ভারতবর্ষ) এই নামটিও হোমরের বহুযুগ পরে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু পঞ্চাশৎ হইতে ষষ্টি অলিম্পিক অব্দে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে) গ্রীকদিগের জ্ঞানালোচনা ও সাহিত্য চর্চা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই সময়ে কাব্যের অবনতি আরম্ভ হয়, কিন্তু গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিশ্বতত্ত্বের অনুসন্ধান ও আলোচনার সূত্রপাত হয়—কবিদিগের নিকট অজ্ঞাত না হইলেও উহা পরিহাসের বিষয় ছিল। কিন্তু গ্রন্থকারগণ কাব্যালোচনা ত্যাগ করিলেও প্রাচীন কাব্যকল্পিত বিষয়সমূহ বিশ্বাস করিতে বিরত হইলেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে অতীতের প্রতি অনুরাগ ও একপ্রকার কল্পনা-প্রিয়তা রহিয়া গেল, সুতরাং তাঁহারা ন্যায্য রূপেই উপাখ্যান-লেখক নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। তথাপি, বিবেচনা-শক্তি ও বিচার-প্রণালী অঙ্কুরাবস্থায় থাকিলেও, এই তত্ত্বানুসন্ধানের যথেষ্ট উন্নতি হইল। প্রথমে দর্শনের উৎকর্ষ সাধিত হইল। দর্শনের পর ভূগোল বিদ্যা এবং ভূগোল বিদ্যার পর ইতিহাস জন্মগ্রহণ করিল। প্রথম ভূগোলকার প্রধানত দার্শনিক ছিলেন; এবং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, তিনি ভূগোলকার ছিলেন।

মিলীটস্‌বাসী অনক্সিমন্দার (Anaximander) প্রথম ভৌগোলিক। তিনি একটি নির্ঘণ্ট পত্রে সমুদয় পৃথিবীর বিবরণ প্রদান করেন। ইহাতে ভারতবর্ষের কোনও উল্লেখ ছিল কি না, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; কারণ, এ বিষয়ে কোনও অবিসংবাদী প্রমাণ নাই। আমরা দেখিতে পাই, অনক্সিমন্দারের কিয়ৎকাল পরেই হেকটেয়স (Hecataeus) ও হীরডটস্ (Herodotos) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতেন; কিন্তু ইহা হইতে কিছুই অনুমান করা যায় না, কারণ ইহাঁরা উভয়েই স্কাইলাক্সের (Scylax-এর) নিকট ঋণী।

ষষ্টি অলিম্পিক-অব্দে (খৃঃ পূঃ ৫৪০ সনে) পারস্তরাজ দারায়স্ হিষ্টস্পিস্ কারিয়ণ্ডাবাসী স্কাইলাক্স্‌কে সঙ্গীসহ সিন্ধুনদের প্রবাহ আবিষ্কার করিতে প্রেরণ করেন। এই ভ্রমণ সম্বন্ধে হীরডটস্ তাঁহার ইতিহাসের পঞ্চম ভাগের ৪৪শ অধ্যায়ে বলিতেছেন—"স্কাইলাক্স্ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পাকৃটুয়িকী দেশ ও কাশ্যপপুর হইতে যাত্রা করিয়া সিন্ধুনদ বাহিয়া পূর্বদিকে, উদয়াচলাভিমুখে গমন করিয়া সমুদ্রে উপস্থিত হন; তৎপর সমুদ্র পথে পশ্চিম মুখে যাত্রা করিয়া ত্রিশ মাসে এই দেশে উপনীত হন। পূর্বেই বলিয়াছি, সেখান হইতে ইজিপ্টের রাজা ফিনিসীয়দিগকে অর্ণবযানে লিবিয়া প্রদক্ষিণ করিতে প্রেরণ করেন।" স্কাইলাক্স্ এই আবিষ্ক্রিয়াযাত্রা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার প্রমাণ এই যে, অনেক গ্রন্থে ইঁহার কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং বাইজেন্টিয়ামবাসী ষ্টিফেনস্ এবং স্ট্রাবো প্রাচীন ইতিহাস লেখক বলিয়া ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। স্ট্রাবো বলেন, এই নৌযাত্রা সম্বন্ধে যে গ্রন্থখানি বর্তমান আছে, তাহা স্কাইলাক্স্ কর্তৃক লিখিত—ইহা কিন্তু ভুল। স্কাইলাক্সের গ্রন্থের যাহা যাহা বর্তমান আছে, তাহা হইতে বোধ হয়, তিনি সিন্ধুনদ, কাশ্যপপুর এবং পাকৃটুয়িকী দেশের বৃত্তান্ত ভিন্ন ভারতীয় জাতি সমূহ সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল উপাখ্যান হইতেই ফিলস্ট্রাটসের গ্রন্থে ছায়াপদ,* দীর্ঘশিরা প্রভৃতি এবং টেট্জার গ্রন্থে ছায়াপদ, একচক্ষু, কর্ণপ্রাবরণ ইত্যাদি জাতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

স্কাইলাক্সের পরে মিলীটস্‌বাসী হেকটেয়স, এবং হেকটেয়সের পরে হীরডটস্ ভারতবর্ষের বর্ণনা করেন। হীরডটস্ স্ব-প্রণীত ইতিহাসের তৃতীয় ভাগের ৯৮ম হইতে ১০৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পারস্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ভারতবর্ষের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

---

* গ্রীক Skiapodes—ইহাদিগের পদ এত বৃহৎ ছিল যে, তাহা ছাতার ন্যায় আতপ নিবারণ করিত। (অনুবাদক।)

হেকটেয়স্ কৃত 'পৃথিবীর মানচিত্র' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত নামগুলি দৃষ্ট হয়—সিন্ধু, সিন্ধুতীরবাসী ওপিয়াই জাতি, কালাটিয়াই জাতি, গান্ধার দেশীয় কাশ্যপপুর নামক নগর, ভারতীয় এগ্রান্টি নগর। ইহাদিগের সহিত ছায়াপদ এবং বোধ হয় 'পিগ্‌মাই' (Pygmaei —বামন) এ ছুটি নামও যুক্ত হইতে পারে। হীরডটসের ইতিহাসে, সিন্ধুনদ, কাশ্যপপুর পাক্‌টুয়িকী ভূমি, গান্ধারবাসী, কালন্টিয়াই বা কালাটিয়াই এবং পদইয়ই (Padaioi) এই সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং হেকটেয়স ও হীরডটস্ উভয়েই ভারতবর্ষে বালুকাময় মরুভূমির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনজন গ্রন্থকারের এবম্প্রকার ঐকমত্য, অন্যান্য স্থলে তেমন সুস্পষ্ট না হইলেও, এই জন্যই সম্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যে শেষোক্ত দুইজন প্রথমোক্ত স্কাইলাক্সের অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নামগুলি ঠিক একই রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। কারণ, ভারতীয় কাশ্যপপুর নাম Kaspapyrosএ রূপান্তরিত হইয়াছে—গ্রীকগণের পক্ষে এ প্রকার রূপান্তরিত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। কিন্তু হেকটেয়স্ নামটি এইরূপে উচ্চারণ করিয়াছেন; হীরডটস্ ও স্কাইলাক্সের নৌযাত্রা বর্ণনা কালে, এবং নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বলিতে যাইয়া, নামটি ঐরূপই লিখিয়া গিয়াছেন। হীরডটসের ইতিহাসের অনেক সংস্করণে ঐ নাম Kaspatyros রূপে বিকৃত হইয়াছে—তাহা মুদ্রাকর-প্রমাদ। Skiapodes বলিয়া ভারতীয় কোনও নাম নাই—উহা বোধ হয় "কায়াপদ" নামের অপভ্রংশ। তাহা হউক বা না হউক, ভারতীয় নাম অনেক রূপে গ্রীক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে। অধিকন্তু বোধ হয়, Kalatioi নামটি হেকটেয়স্ ও হীরডটস্ একই উৎস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, এই গ্রীক নামটি কোনও প্রকারেই অক্ষরে অক্ষরে ভারতীয় নামে রূপান্তরিত করিতে পারা যায় না। তৎপর আথীনেয়স (Athenaus) স্কাইলাক্স্ ও হেকটেয়স্

হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে বোধ হয়, এই দুইজনের মধ্যে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। হেকটেয়সের গ্রন্থের কয়েকটি নাম ও বাক্যমাত্র বর্তমান আছে। হীরডটস্ বিভিন্ন দেশের রীতিমত বর্ণনা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার বিবরণ অনেক পরিমাণে বিশ্বাস-যোগ্য। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মুখবন্ধ স্বরূপ সামান্য কিছু বলিয়া সিন্ধুনদ হইতে বিস্তৃত বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন; এবং উহার নিকটবর্তী জাতিসমূহের বর্ণনা করিয়া কাশ্যপপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। কাশ্যপপুর হইতেই তাঁহার ভূবৃত্তান্তের শেষ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের বর্ণনাতেও হীরডটস্ যে সর্বত্র স্বীয় জ্ঞানের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নহে; অনেক সময়েই তিনি হেকটেয়সের নিকট ঋণী, ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন অন্যান্য দেশের, তেমনি ভারতবর্ষের বিবরণ দিতে যাইয়া তিনি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পারসীকদিগের নিকট হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার ইতিহাসে 'পারসীক-গণ বলে' 'পারসীকগণের মধ্যে প্রবাদ আছে,' ইত্যাদি কথা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই হেকটেয়স্ ও হীরডটস্ উভয়েই স্কাইলাক্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন; সুতরাং গ্রীকদিগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পূর্বে যে জ্ঞান ছিল, তাহা ইহাঁদিগের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণেও বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না, সন্দেহের বিষয়। হেকটেয়সের সমকালীন বা পরবর্তী, মিলীটসবাসী ডায়োনীসিয়স্ (Dionysius), লাম্পসকাসবাসী খারণ (Charon), লেস্‌বস্‌বাসী হেলানিকস (Hellanicos) সম্বন্ধে এই জ্ঞান বৃদ্ধির আশা আরও অল্পই করা যাইতে পারে। ইহাঁরা পারসীক জাতির বর্ণনাচ্ছলে, ডায়োনীসিয়স্ তাঁহার ভূগোল বিবরণে ও খারণ স্বকৃত 'ইথিওপীয়' নামক গ্রন্থে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহার

কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

ভারতবর্ষের বর্ণনায় স্কাইলাক্সের নিকট যাঁহারা ঋণী, তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহাঁদিগের পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর তত্ত্বজিজ্ঞাসু ক্টীসিয়স (Ctesius) প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ক্নিডস (Cnidus) নগরের অধিবাসী ছিলেন। ইহাঁর বিবরণ স্কাইলাক্সের গ্রন্থ হইতে কতদূর গৃহীত, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না ; তবে ইহা নিঃসন্দেহ, যে ইনি এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা স্কাইলাক্সের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Skiapodes, Otoliknoi, Henotiktontes উল্লিখিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, ক্টীসিয়সের বর্ণনা প্রণালী স্কাইলাক্সের প্রণালীর অনুরূপ— কারণ উভয়েই অদ্ভুত ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ের বর্ণনা করিতে ভাল বাসেন। কিন্তু ইহাঁর গ্রন্থ নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা বর্ণনায় পরিপূর্ণ হইলেও প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ও অপরাপর অনেকে ইহাঁর প্রতি অন্যায়রূপে দোষারোপ করিয়া ইহাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে হেতু, ইনি পারসীকদিগের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং বোধ হয় স্কাইলাক্সের গ্রন্থ হইতে কোন কোন বৃত্তান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান কালে যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা জানেন যে অধিকাংশ স্থলেই ভারতবর্ষীয় কিম্বদন্তীর সহিত ক্টীসিয়সের বর্ণনার ঐক্য আছে। তবে, ইনি এই জন্য সকলের নিন্দাভাজন হইয়াছেন যে, ইনি ভারতীয় উপাখ্যানগুলি নির্বিচারে, সন্দেহমাত্র না করিয়া, গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে নিজে যাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, এমন কাহিনীও বিবৃত করিয়াছেন। এ কথাও বলা উচিত যে, ক্টীসিয়সের গ্রন্থ প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে ; এবং সেই অংশই বর্তমান আছে, যাহা উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। ফোটিয়স (Photius) তাহার যে চুম্বক করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কদর্য, কারণ 'ভারতবর্ষের বিবরণ' (Indica) অধিকাংশই বিনষ্ট হওয়াতে, যাহা অবশিষ্ট আছে,

তাহা তিনি কথামালার আকারে গ্রথিত করিয়াছেন। Indica গ্রন্থের অষ্টম ও চতুর্দশ অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।* সে যাহা হউক, তিনি কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের সত্য ও যথাযথ বিবরণ দিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা অসঙ্গত হইবে। কারণ, ক্টীসিয়সের মতে জাতি বর্ণনা (Ethnography), জীব-জন্তুর বৃত্তান্ত (Natural History), বিশেষত ভূগোল বিবরণ, উপাখ্যানের সহিত জড়িত। ক্টীসিয়সের গ্রন্থের যাহা বর্তমান আছে, তাহা হইতে দেখা যায়, সিন্ধুনদের উভয় তীরবর্তী যে সকল প্রদেশ স্কাইলাক্স্ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, ক্টীসিয়স তৎসম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন। এই জন্য মনে হয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান উন্নতি লাভ না করিয়া বরং অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ক্টীসিয়সের সময় হইতে সেকেন্দর সাহার (Alexander-এর) সময় পর্যন্ত গ্রীকগণ ভারতর্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিততর জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই। যাঁহারা ঐ দেশ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে কিছু লিখিতেন, তাঁহারাও পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদিগেরই অনুসরণ করিতেন, এইরূপ দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাঁহাদিগের লিখিবার প্রণালী হইতে প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহারা স্কাইলাক্স্ ও হেকটেয়স অপেক্ষা বরং হীরডট-সেরই অধিক অনুসরণ করিতেন। ক্নিডাসবাসী ইয়ুডক্সস (Eudoxus) এবং কুমীবাসী ইফরস্ (Ephorus) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও হীরডটস হইতে গৃহীত।

এই দুই যুগে গ্রীকগণ অপরাপর জাতি অপেক্ষা এই ভূভাগের সহিত অধিকতর পরিচিত ছিল। এবং এই সময়ে তাহাদের ভাগ্য-লক্ষ্মী তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। একজন

* তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত ন্যায়বান্। তিনি তাহাদিগের আচার ব্যবহার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনাও করিয়াছেন। (৮ম অধ্যায়)। তিনি ভারতবাসীদিগের ন্যায়পরায়ণতা এবং রাজগণের মহানুভবতা ও মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। (১৪ অধ্যায়)।

গ্রন্থকার নিজেই এই ভূভাগ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং আর একজন স্বদেশসন্নিহিত পারস্য রাজ্যের রাজধানীতে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের ঐ ভূভাগ সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর অনুসন্ধানের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার তুলনায় ভারতবর্ষ বিষয়ে তাঁহাদিগের জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। ঐ দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অদ্ভুত অজ্ঞতা ও তন্নিবন্ধন বহুবিধ ভ্রম বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সকল ভ্রম হইতেই সেকেন্দর সাহার ভারতীয় অভিযানে অনেক ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল।

সেকেন্দর সাহার সময় হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আর এক যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে গ্রীক ও মাকেদনীয়দিগের পর্যবেক্ষণ প্রণালী ও বিচার শক্তি উন্নতি লাভ করে; সুতরাং তাহারা নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছে। ইহারা সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রদেশসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিপাশা ও সিন্ধুনদের মুখ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ করে। যদিও ইহার পূর্বে স্কাইলাক্স, ঐ সমস্ত প্রদেশ পর্যবেক্ষণ করেন, তথাপি কালধর্ম ও পর্যবেক্ষণ প্রণালী পরিবর্তিত হওয়াতে মাকেদনীয়েরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিয়াছে। মনে হয়, তাহারা নিজেরাও ইহা অবগত ছিল, কারণ কেহই স্কাইলাক্স্ বা হেকটেয়স্ হীরডটস্, বা ক্টীসিয়সের নামোল্লেখ করে নাই। এই সময়ে যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাঁহারা সকলে একই প্রণালীতে বিপাশার পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমুহ দর্শন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তাঁহারা হিমালয় ও তাম্রপর্ণীর মধ্যস্থিত ভূভাগ সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন—কিন্তু এই শেষোক্ত স্থলে তাঁহারা অতি অল্পই বিশ্বাসযোগ্য। তাঁহারা ভারতবাসীদিগের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছেন, কেবল তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের এই ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচার শক্তির অভাব ছিল। ভূপৃষ্ঠের জ্ঞান সহসা অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যাহা হয়, এ স্থলেও

তাহাই হইয়াছিল পূর্বতন যুগে গ্রীকগণ যে সমস্ত দেশ প্রথম আবিষ্কার করে বা অস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে, সেকেন্দর সাহার সহচরগণ কেবল সেই সমস্ত দেশই দর্শন করে, অথবা সূক্ষ্মতররূপে পর্যবেক্ষণ করে। এজন্য, গ্রীকদিগের চিত্তে পূর্বে যাহা সত্য ও মিথ্যা, বিশ্বাস্ত ও অবিশ্বাস্ত কাহিনীর সহিত জড়িত ছিল, ক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইল। কারণ বিদেশ, বিশেষত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিষয় গ্রীকগণ স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করিলেও, যাহারা কখনও স্বদেশের বাহিরে গমন করে নাই, তাহারা তাহা বিশ্বাস যোগ্য মনে করিত না, এবং পরবর্তীকালের সমালোচকগণ তাহা নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিত। এই সময়ে পুঞ্জীভূত তত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু সুধীগণ তাহা জ্ঞান সাহায্যে পরিমাপ ও পরীক্ষা করিতে, কিম্বা কোনও নির্দিষ্ট বিধির অধীনে আনয়ন করিতে পারেন নাই ; সুতরাং লেখকদিগের হস্তে এমন কোনও নিয়ম বা কষ্টিপাথর রহিল না, যদ্দ্বারা সত্য হইতে মিথ্যা পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই জন্য তাঁহারা কল্পনা-সাহায্যে মনে যাহা কিছু চিত্রিত করিতেন, তাহাই বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাস-প্রবণতা হইতেই বিচার প্রণালী আবার প্রাথমিক অবস্থায় উপস্থিত হইল। তৎপর, লেখকগণের মধ্যে অনেকেই সৈনিক পুরুষ ছিলেন ; তাঁহারা যেমন অজ্ঞ ও শিক্ষাবিহীন ছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগের বিচার শক্তিরও একান্ত অভাব ছিল। আর বিশ্বাস প্রবণতার পূর্বোক্ত কারণ যে কে-ল সেকেন্দর সাহার সমকালীন গ্রন্থকারগণেই বিদ্যমান ছিল, তাহা নহে ; তাহা মেগাস্থেনীসকেও স্পর্শ করিয়াছিল—যদিও তিনি অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ছিলেন না।

সকলেই জানেন যে, Baeto Diognetus, Nearchus, Onesicritus, Aristobulus, Clitarchus, Androsthenis এবং সেকেন্দর সাহার অপরাপর সহচরগণ তাঁহার বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

তথাপি, ঐ সকল গ্রন্থের যেটুকু বর্তমান আছে, তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, তাঁহারা স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং যাহা লোকপরম্পরায় অবগত হইয়াছিলেন, (কিন্তু বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেন নাই), সমস্তই সত্যানুরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহারা সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন কি না, অথবা ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জাতিসমূহ সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট কি না, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। আমরা এ বিষয়ে যতদূর বিচার করিতে সক্ষম, তাহাতে বলিতে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহাদিগের অনুকূল নহে। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সবিশেষ বৃত্তান্ত (topography) পরিশ্রম সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বটে—কারণ তাহা না হইলে যুদ্ধ বিগ্রহ অসম্ভব—কিন্তু ঐ দেশের জীবজন্তু সম্বন্ধে অতি সামান্যই লিখিয়া গিয়াছেন—অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর ; গ্রীকগণ সহজে অপর জাতির মন এবং আচার ব্যবহার অনুসন্ধান ও চিন্তা পূর্বক আয়ত্ত করিতে পারিত না ; উক্ত গ্রন্থকারগণের মধ্যে তো এই শক্তির একান্ত অসদ্ভাব ছিল। ইঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, পর্যবেক্ষণ শক্তির সূক্ষ্মতা, ধীরতা ও দৃঢ়তা বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। এজন্য যে সকল বিষয় গ্রীকদিগের আচার ব্যবহারের একেবারে বিপরীত ও যাহা অত্যন্ত অদ্ভুত, তাঁহারা কেবল সেই সমুদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। অপরের চক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক, এরূপ অত্যন্ত গুরুতর বিষয়গুলিও, যেমন দেবার্চনা ও বিভিন্নজাতির সমাজ সংস্থান—তাঁহারা সূক্ষ্মরূপে পর্যবেক্ষণ করেন নাই। তাঁহারা এই সমুদায় বিষয়ের কতকগুলির মিথ্যা বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ; কতকগুলি সিন্ধুনদের তীরবর্তী ভূখণ্ডের কোন কোনও স্থানে প্রচলিত থাকিলেও একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। সেকেন্দর সাহা যেমন কেবল ভারতের প্রান্ত-প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার সীমা হইতে সীমান্তরে গমন

করিতে পারেন নাই, তেমনি, এই সকল গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবল আরব্ধ করিয়া গিয়াছেন, উহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই; কারণ, তাঁহারা ভারতবর্ষের একাংশ মাত্র আংশিক-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

মেগাস্থেনীসের পূর্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের জ্ঞান এই প্রকার ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মেগাস্থেনীস

(১) মেগাস্থেনীসের ভারতভ্রমণ

সেকেন্দর সাহার মৃত্যুর পর, যেমন পারসীকরাজ্যে, তেমনি ভারতবর্ষে সর্ববিষয়েই পরিবর্তন উপস্থিত হইল। সে সময়ে সেলিয়ুকস্ (Seleucus) Antigonus এর নিকট হইতে এসিয়াস্থিত প্রদেশ সমূহ জয় করিয়া স্বকীয় প্রতাপশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, ঠিক সেই সময়ে ভারতে প্রাচ্যদেশের* রাজা চন্দ্রগুপ্ত** ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাগে স্বীয় জয়পতাকা উড্ডীন করেন। সেকেন্দর সাহা পারস্য ও ভারতের সীমান্তস্থিত যে সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন আন্টিগো-নাসের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে, তাহা লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ পরস্পরের একান্ত বিরোধী যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে বরাবর একটি বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা বলেন যে, সেকেন্দর সাহা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে সেলিয়ুকস্ তদপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি তৎপর গঙ্গাতীর, পরে পাটলিপুত্র,

* প্রাচ্য—গ্রীক ও রোমক লেখকগণ নামটী বহু প্রকারে লিখিয়াছেন:— Prasioi (Strabo, Arrian) ; Prasii (Pliny) ; Praisioi (Plutarch, Ælian) ; Prausioi (Nicolaus Damasc.) ; Bresioi (Diodorus) ; Pharrasii (Curtius) ; Praesides (Justin) মেগাস্থেনীস বোধ হয় লিখিয়াছিলেন Praxiakos।

** এই নামটীও গ্রীকগণ অনেক প্রকারে লিখিয়াছেন—Sandrokottos, Sandrakottas, Sandrakottos, Androkottos, Sandrocuptos.

এবং পরিশেষে গঙ্গানদীর মুখ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, অনেকেই এই কথাগুলি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়া উহা বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতেন, যদি লাসেন (Lassen) ভারতীয় কোনও পুস্তক হইতে কতকগুলি যুক্তি সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধি বিবেচনা বিপর্যস্ত করিয়া না দিতেন, এবং শ্লেগেল (Schlegel)-ও তাঁহার মতে মত না দিতেন।

এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই যে সেলিয়ুকস্ ভারতবর্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। আপিয়ান (Appianus) ও জাষ্টিন (Justinus) ইহার সাক্ষী। জাষ্টিন বলেন—"সেলিয়ুকস্ তৎপর ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষীয়েরা সেকেন্দর সাহার মৃত্যুর পরে তন্নিয়োজিত শাসনকর্তাদিগকে হত্যা করিয়া আপনাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিল।" ইহার পর চন্দ্রগুপ্তের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া তিনি বলিতেছেন, "চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিয়া এবং পূর্বদেশে শান্তিসংস্থাপন করিয়া, সেলিয়ুকস্ আন্টিগোনসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। (১৫শ ভাগ ৪।২১)। যিনি এই কথাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে এই যুদ্ধ বিশেষ গুরুতর হয় নাই। জাষ্টিন নিজেও এই যুদ্ধ বিশেষ গুরুতর মনে করেন নাই। এবং তিনি জানিতেন, উহা কেবল ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে সংগটিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত কথাতে তাহা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে। "ভারতবর্ষ সেকেন্দর সাহার মৃত্যুর পরে তন্নিয়োজিত শাসনকর্তাদিগকে হত্যা করিয়া আপনাকে দাসত্বশৃঙ্খল মুক্ত করে।" এই কথাগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এস্থলে ভারতবর্ষ বলিতে কেবল সিন্ধুনদের তীরবর্তী ভূখণ্ড বুঝাইতেছে। জাষ্টিন সেমিরামিস (Semiramis) সম্বন্ধে বলিতেছেন (১ম ভাগ। ২।১০), "তিনি সংগ্রাম করিতে করিতে ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি এবং সেকেন্দর ভিন্ন আর কেহই তথায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই।" ইহাতে কি জাষ্টিন, কিংবা জাষ্টিন যে গ্রন্থকারের নিকট ঋণী,

তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন না যে সেলিয়ুকস্ গাঙ্গেয় প্রদেশে উপস্থিত হন নাই? অতএব সেলিয়ুকসের অভিযান এত অকিঞ্চিৎ-কর যে তাহা কিছুতেই সেকেন্দর সাহার ভারতীয় যুদ্ধের সমতুল্য হইতে পারে না।

যে সকল গ্রন্থকার এই কালের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, আপিয়ান তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি স্বকৃত সীরিয়া (Syria) নামক গ্রন্থের ৫৫ম অধ্যায়ে সেলিয়ুকসের কার্যাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যতদূর সম্ভব গৌরবান্বিত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়ে আমরা এই কথাগুলি দেখিতে পাই—"তৎপরে সেলিয়ুকস্ সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুতীরবর্তী প্রদেশের রাজা চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবশেষে সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।" যখন এই যুদ্ধযাত্রার পরিণাম উক্তরূপ প্রশংসায় কীর্তিত হইয়া নীরবে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং যখন সেলিয়ুকসের বীরত্ব-কাহিনী সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র বলা হইয়াছে যে তিনি 'সন্ধি স্থাপন করিয়া বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন,' তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে ঐ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় মোটেই গৌরবজনক ছিল না। কারণ সেলি-য়ুকস্ যদি সত্য সত্যই গঙ্গাতীর পর্যন্ত উপস্থিত হইতেন, তবে তাহা চিরস্মরণীয় করাই আপিয়ানের উদ্দেশ্যের অনুকূল ছিল। কিন্তু এই ঐতিহাসিকের মতেও এই যুদ্ধ বিশেষ গুরুতর হয় নাই, এবং উহা কেবল সীমান্তপ্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ যে প্রবল-প্রতাপান্বিত নৃপতি চন্দ্র-গুপ্তকে সিন্ধুতীরবর্তী প্রদেশসমূহ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাঁহাকে তিনি সিন্ধুতীরবাসী জনসংঘের রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

যাঁহারা সেলিয়ুকসের জীবন-কাহিনী বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়াছেন, ডায়োডোরস (Diodorus) তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়। তিনি স্পষ্টতঃ ভারতীয় অভিযানের উল্লেখ করেন নাই। তিনি

একস্থলে মেগাস্থেনীস হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সে স্থলে সেলিয়ুকস্ সম্বন্ধে নিজে কিছুই বলেন নাই। সেই বাক্যটী এই—"এ যাবৎ কোনও বৈদেশিক ভূপতিই গাঙ্গেয় দেশ জয় করিতে পারেন নাই। কারণ, মাকেদনের রাজা সেকেন্দর সমগ্র এসিয়া জয় করিয়াও গাঙ্গেয় দেশ জয় করিতে সমর্থ হন নাই।" এই বাক্যটি যে মেগাস্থেনীসের, ডায়োডোরস তাহা বলেন নাই; ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ইহা তাঁহার নিজের কথা।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে সকল গ্রন্থকার সেলিয়ুকসের অপরাপর কার্যাবলী উত্তমরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার ভারতীয় অভিযান সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। যাঁহারা ভারতবর্ষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহারাও এসম্বন্ধে কম অজ্ঞ ছিলেন না। মেগাস্থেনীসের লিখনভঙ্গীতে বোধ হয় তিনি দূতরূপে ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন। তখন (চন্দ্রগুপ্ত ও সেলিয়ুকস্) এই দুই নৃপতির মধ্যে মৈত্রী বিরাজিত ছিল, অর্থাৎ তখন যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। অথচ তিনিও বলেন, সেকেন্দর সাহার পরে কোনও সেনাদল ভারতে প্রবেশ করে নাই। আর যদিই বা মানিয়া লওয়া যায়, যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে স্ট্রাবো (Strabo), আরিয়ান্ (Arrianus) এবং ডায়োডোরস সেলিয়ুকস সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। ডায়োডারসের ন্যায় ইহাঁরাও যে গাঙ্গেয়দেশে অভিযান সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, অনেক স্থল হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কারণ ঐসকল স্থলে উহার উল্লেখ একান্ত আবশ্যক ছিল। স্ট্রাবো ও আরিয়ান্, উভয়েই যেখানে যেখানে সেকেন্দরের যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, সেলিয়ুকস্ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। উভয়েই বলেন, বিপাশা-পর্যন্ত ভারতভূমি পরিজ্ঞাত ছিল; তাহার ওদিকে ভারতের কোন প্রদেশই পরিজ্ঞাত ছিল না। আরিয়ান্ ("ভারতবর্ষ" ৫।৩) সন্দেহ করেন যে মেগাস্থেনীস ভারতের

অধিক দূর ভ্রমণ করেন নাই—"ফিলিপতনয় সেকেন্দরের সহচরগণ যতদূর গিয়াছিলেন, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, এই মাত্র।" এস্থলে মেগাস্থেনীসের সহিত সেলিয়ুকসের তুলনা অত্যন্ত উপযোগী ও সহজসাধ্য ছিল। স্ট্রাবো সেলিয়ুকসের রাজ্য মাকেদনীয়রাজ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। তিনি অনেকবার মাকেদনীয় অভিযান বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মাকেদনীয় অভিযান বলিতে তিনি সেকেন্দর সাহার অভিযানই বুঝিয়াছেন; কারণ তাঁহার মতে এক্ষেত্রে মাকে-দনীয় বলিতে সেকেন্দর ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। তিনি এক মেনণ্ডার (Menander) কে সেকেন্দরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এবং অত্যাশ্চর্য ও অশ্রুতপূর্ব হইলেও বলিতেছেন, তিনি বিপাশা উত্তীর্ণ হইয়া যমুনা পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। প্লুটার্ক (Plutarch) ও সেলিয়ুকসের ভারতীয় অভিযান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না। তিনি প্রাচ্যদিগের বিপুল সেনাবল বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"এই জনরব অমূলক গর্বমাত্র ছিল না। কারণ, ইহার কিঞ্চিৎকাল পরেই চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়া সেলিয়ুকস্‌কে উপহার স্বরূপ পাঁচশত হস্তী প্রেরণ করেন, এবং ছয়লক্ষ সৈন্য সহ বহির্গত হইয়া সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করেন।" (সেকেন্দরের জীবনী, ৬২ অধ্যায়)। অপর যে সমস্ত লেখক সেকেন্দরের কার্যাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সেকেন্দরের মৃত্যুর পর ভারতে আর একটি গুরুতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, সামান্যভাবে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। মাকেদনীয় ও গ্রীকদিগের চিত্তে ইহাতে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, আমরা জানি না। কিন্তু ইহার স্মৃতি ঐ সময়ে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না। বাহ্লীকের (Bactriaa) গ্রীকরাজ-গণ ভারতে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইতে পারে। কারণ বাহ্লীক গ্রীস হইতে বহুদূরে অবস্থিত, এবং ঐ উভয় দেশের মধ্যে অনেক বর্বর জাতি বাস করিত বলিয়া

বাহ্লীকবাসিগণ গ্রীকসমাজ ও গ্রীকসাহিত্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে সেলুয়ুকসের সময়ের মাকেদনীয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপিত হইয়াছিল সুতরাং অপরপক্ষ যাহাই করুক না কেন, তাহা তাহাদিগের নিকটে কিংবা সমগ্র গ্রীসে কখনই অজ্ঞাত থাকিতে পারিত না।

যদি আমরা এক্ষণে বিচার করি যে গাঙ্গেয় প্রদেশে এই যুদ্ধযাত্রা কাহিনীর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসযোগ্যতা কিছু আছে কি না, তবে দেখিতে পাইব যে তাহা একেবারেই নাই। কারণ, সেকেন্দর সাহার যুদ্ধ এই শিক্ষা দিয়াছিল যে ভারতবাসীর সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহা অল্পসময়ে শেষ হইতে পারে না। যদিচ সেকেন্দর অত্যল্প প্রতাপশালী রাজগণ ও জনসংঘের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বিপাশা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এবং প্রাচ্যগণের বিপুল সেনাবলের সংবাদ পাইয়াই তাঁহার অজেয় বাহিনী ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সেকেন্দরের তুলনায় সেলিয়ুকস যেমন নগণ্য ছিলেন, প্রাচ্যগণের সাম্রাজ্য তেমনি পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু, তাঁহার রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে তাঁহার শত্রু আন্টিগোনস বর্তমান ছিলেন; সেলিয়ুকস যে সকল প্রদেশ তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য তিনি অবসরের অপেক্ষা করিতেছিলেন। যে গাঙ্গেয়দেশে বিজয়যাত্রা করিতে সেকেন্দর সাহাও সমর্থ হন নাই, চতুর্দিকে এইরূপ বিপদ্‌-বেষ্টিত হইয়া সেলিয়ুকস তাহাতে কি প্রকারে সমর্থ হইলেন? অতএব সমুদায় যুক্তিদ্বারা শান্তি-পক্ষই সমর্থিত হইতেছে। এই শান্তি সংস্থাপন দ্বারা সেলিয়ুকসের অল্প ক্ষতি হয় নাই। কারণ সেকেন্দর ভারতের যে সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন, সেলিয়ুকস এই সন্ধিদ্বারা কেবল সেই সমুদায় স্থানই চন্দ্রগুপ্তকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অধিকন্তু তাঁহাকে আর্য-

ভূমির (Ariana)-ও * অধিকাংশ প্রদান করিতে হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি কেবল পাঁচশত হস্তী প্রাপ্ত হন। চন্দ্রগুপ্তের নয়সহস্র হস্তী ছিল। (প্লীনি, ৬৷২২৷৫)।

এইরূপে সকল দিক হইতে যুক্তিপরম্পরা মিলিত হইয়া প্রদর্শন করিতেছে যে সেলিয়ুকস কখনও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। তিনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অনুমানের একমাত্র ভিত্তি প্লীনির একটি উক্তি। তিনি যে স্থলে (৬৷২১৷৮) বীটো (Baeto) ও ডায়োগ্নিটসের (Diognetusএর) গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কাস্পিয়হ্রদের তীরবর্তী বন্দর সমূহ হইতে বিপাশা পর্যন্ত ভূভাগের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে কহিতেছেন, "এই স্থান [অর্থাৎ বিপাশা] হইতে অবশিষ্ট ভূভাগ সেলিয়ুকস ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শতদ্রু [হেসিড্রস] পর্যন্ত ১৬৮ মাইল। যমুনা নদী পর্য্যন্ত ঐ। কোন কোন পুঁথিতে ৫ মাইল অধিক। যমুনা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত ১১২ মাইল। তথা হইতে রাধাপুর [Rhodapha] ১১৯ মাইল। কেহ কেহ বলেন, এই প্রদেশ ৩২৫ মাইল বিস্তৃত। কালীনিপক্ষ নগর পর্যন্ত ১৬৭ মাইল। কাহারও কাহারও মতে ২৬৫ মাইল। সেখান হইতে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম পর্যন্ত ৬২৫ মাইল। অনেকে বলেন, আরও ১৩ মাইল অধিক। এবং পাটলিপুত্র নগর পর্য্যন্ত ৪২৫ মাইল। পাটলিপুত্র হইতে গঙ্গার মুখ পর্যন্ত ৬৩৮ মাইল।" যদি কেহ বিবেচনা করেন যে প্লীনি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি প্রাচীন লেখকদিগের অপরিজ্ঞাত অনেক বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত ছিলেন, তবে তাঁহাকে সঙ্গতিরক্ষার জন্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে সেলিয়ুকস্ গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত অগ্রসর

* Vincent A. Smith-এর মতে চন্দ্রগুপ্ত কাবুল, হিরাট ও কান্দাহারের চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত আফগানিস্থান প্রাপ্ত হন। (অনুবাদক)।

হইয়াছিলেন। কারণ 'অবশিষ্ট' [reliqua] এই কথা পরবর্তী কথাগুলির সহিত যোগ করিলে এই অর্থ স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই অর্থের বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে ইহার পরেই 'ভ্রমণ' [peragrata] এই কথাটি রহিয়াছে। কারণ, কেবল 'ভ্রমণ' শব্দ দ্বারা যুদ্ধযাত্রা বুঝায় না। পক্ষান্তরে, অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিলে এই পদের অর্থ সহজে বোধগম্য হইতে পারে; তবে তাহাতে প্লীনির বাক্যে অনবধানতা ও অস্পষ্টতা দোষ আরোপ করিতে হয়। কিন্তু এমন কে আছেন, যিনি স্বীকার না করিবেন যে প্লীনি শত শতবার উক্ত দোষে দোষী হইয়াছেন? 'সেলিয়ুকস্ নিকাটর' [Seleucos Nicatori] শব্দে এ স্থলে চতুর্থী বিভক্তি [dativus commodi] —ইহার অর্থ 'তাঁহার জন্য অবশিষ্ট ভূভাগ পরিদৃষ্ট (পরিভ্রামিত) হইয়াছিল।' সকল দিক হইতেই এই ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হইতেছে। কারণ, মেগাস্থেনীস, ডীমখস্ [Deimachus] ও পাট্রোক্লীস [Patrocles] সেলিয়ুকসের আদেশে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্লীনি বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদিগের উল্লেখ করেন নাই; কেন না, যেমন পূর্বে সেকেন্দরের, তেমনি এস্থলে, তিনি সেলিয়ুকসের জীবনী বিবৃত করিতেছেন। তৎপর, আমরা জানি যে মেগাস্থেনীস রাজপথ অনুসরণ করিয়া সিন্ধুনদ হইতে পাটলিপুত্র এবং পাটলিপুত্র হইতে গঙ্গার মুখ পর্যন্ত ভূভাগের বর্ণনা করিয়াছেন। স্ট্রাবো কেবল ভারতের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্লীনির ন্যায় এই ভূখণ্ডের সূক্ষ্ম বিবরণ দিতে পারেন নাই। প্লীনি ও স্ট্রাবোর গ্রন্থে যে সকল সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গতি কি অসঙ্গতি দ্বারা আমাদের ব্যাখ্যা যথার্থ কি অযথার্থ, তাহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু রাজপথের প্রথমাংশে, পাটলিপুত্র পর্যন্ত যে সকল সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। প্লীনি বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন সংখ্যা দেখিয়াছেন বলিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু স্পষ্টই

দেখা যাইতেছে ঐ সকল সংখ্যার অধিকাংশই মিথ্যা ও অত্যধিক। একটি সংখ্যা ভিন্ন আর কোনটিকেই 'ষ্টাডিয়ামে' [stadium]* পরিবর্তিত করা যায় না। ঐ সংখ্যাটি ৬২৫ মাইল, উহা ঠিক পাঁচ হাজার স্টাডিয়মের সমান। প্রকৃত সংখ্যা কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেও, রাধাপুর ও কালীনিপক্ষ নগর কোথায়, স্থির করা দুরূহ বলিয়া ভ্রান্তি সংশোধনের কোনও নিশ্চিত ভূমি নাই। রাজপথের অপরাংশে, পাটলিপুত্র হইতে গঙ্গাসাগরের দূরত্ব নিশ্চিততররূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্লীনির মতে উহা ৬৩৮ মাইল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে এই সংখ্যাও ভুল; কারণ এই ভূভাগ অপেক্ষাকৃত অপরিজ্ঞাত ছিল, সুতরাং ঐ সংখ্যাকে স্টাডিয়ামে পরিবর্তিত করা উচিত ছিল। যে কেহ স্টাডিয়মের সহিত মাইলের তুলনা করিবেন, তিনিই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে '৭৩৮' এই সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করিবেন, কারণ ৭৩৮ মাইল ৬ হাজার স্টাডিয়মের সমান। তৎপর যখন মেগাস্থেনীসও ঐ ভূভাগের বিস্তৃতি ছয় হাজার স্টাডিয়ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তখন ইহাতে সন্দেহ নাই যে প্লীনি মেগাস্থেনীস হইতে ঐ সংখ্যা সঙ্কলন করিয়াছেন, এবং তাঁহার এরূপ বলিবার অভিপ্রায় ছিল না যে সেলিয়ুকস্ গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। অধিকন্তু, এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বেই ঐ অধ্যায়েই [৬।২১।৩] প্লীনি বলিতেছেন—"কেবল সেকেন্দর সাহার সৈন্যগণ ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহার পরে যাঁহারা রাজা হন, তাঁহাদিগের সৈন্যগণও ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছিল। এবং সেলিয়ুকস্ ও আন্টিয়োখস্ [Antiochus] এবং তাঁহাদিগের পোতাধ্যক্ষ পাট্রোক্লীস কাস্পিয়সাগর প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু যে সকল গ্রীক গ্রন্থকার ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজসভায় বাস করেন [যেমন

---

* এক রোমক মাইল=ইংরাজী ৪৮৫৪ ফুট ৫.৭৫২ ইঞ্চ; এক স্টাডিয়াম=ইংরাজী ৬০৬ ফুট ৯ ইঞ্চ। (অনুবাদক।)

মেগাস্থেনীস, ও ফিলাডেলফস (Philadelphos) কর্তৃক ঐ উদ্দেশ্যে প্রেরিত ডায়োনীসিয়স], তাঁহারাও ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদিগের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। "যাঁহারা সেকেন্দরের পরে রাজা হন, তাঁহাদিগের সৈন্যগণ কর্তৃকও ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল"—এই বাক্যের ব্যাখ্যারূপে পরবর্তী বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এতদ্দ্বারা কাস্পীয়সাগর প্রদক্ষিণের কথাই সমর্থিত হইতেছে, ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধের কথা ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে না; সুতরাং লেখক প্রাগুক্ত যুদ্ধযাত্রা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন।

যদি উপর্যুক্ত যুক্তি-পরম্পরা সঙ্গত হয়, তবে গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকারগণ, সেলিয়ুকস্ গাঙ্গেয়দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা প্রমাণিত করেন নাই, কেবল তাহাই নহে; কিন্তু আপনাদিগের নীরবতা দ্বারা উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ স্থলে একমাত্র নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে সেলিয়ুকস্ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধ শুধু সীমান্ত প্রদেশে সামান্যরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, কিংবা বিনা যুদ্ধেই শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। এক্ষণে, লাসেন মুদ্রারাক্ষস-নাটকের যে বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। ঐ বাক্যটি এই—"ইতোমধ্যে কিরাত, যবন, কাম্বোজ, পারসীক, বাহ্লীক এবং চন্দ্রগুপ্তের অপরাপর বাহিনী ও পার্বত্য দেশের অধিপতির সেনাবল কর্তৃক কুসুমপুর চতুর্দিকে অবরুদ্ধ হইল।" [কুসুমপুর—পাটলিপুত্র]।* উইলসনের মতে ঐ নাটক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত; সেলিয়ুকসের অভিযানের সহস্র বৎসর পরে রচিত, ইহা নিশ্চিত। যখন ভারতীয় ইতিহাস-গ্রন্থেরই কোনও ঐতিহাসিক

* অস্তিতাবৎ শকযবনকিরাতকাম্বোজপারসীকবাহ্লীকপ্রভৃতিভিঃ চাণক্যমতিগৃহীতৈঃ চন্দ্রগুপ্তপর্বতেশ্বরবলৈঃ উদধিভিঃ ইব, প্রলয়কালচলিতসলিলসঞ্চয়ৈঃ সমন্তাৎ উপরুদ্ধা কুসুমপুরম্। দ্বিতীয়অঙ্ক (অনুবাদক)

প্রামাণিকতা নাই, তখন সমালোচ্য ঘটনার বহু শতাব্দী পরে রচিত নাটকদ্বারা আর কি প্রমাণিত হইবে? যবন শব্দ পরবর্তী কালে গ্রীকদিগের ভারতীয় আখ্যারূপে ব্যবহৃত হইত; প্রাচীনতম কালে উহা ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তবাসী যে কোন জাতিকে বুঝাইত। মনুর দশম অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকে যবনগণ, কাম্বোজ, শক, পারদ, পহ্লব, ও কিরাতগণের সহিত পতিত ক্ষত্রিয় মধ্যে গণিত হইয়াছে।* মুদ্রারাক্ষসের ঐ বাক্যেও যবন বলিতে ঐ সকল জাতির এক জাতি বুঝা উচিত। লাসেন যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দারা সেলিয়ুকসের দূর অতীতের অভিযান প্রমাণিত হইতেছে না; তিনি কেবল প্লীনির বাক্যের সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও সেলিয়ুকস সন্ধি স্থাপন করিয়া উহা সুদৃঢ় করিবার জন্য পরস্পরের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সন্ধি ও বিবাহ, বোধহয় একই সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই মৈত্রীবন্ধন হেতুই ইঁহারা পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করেন। আমরা ফাইলার্খসের [Phylarchos-এর] উক্তি হইতে জানিতে পারি যে চন্দ্রগুপ্ত

* শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥ ৪৩। ৪৪।
(পহ্লব, পহ্নব শব্দের রূপান্তর।)

এই প্রসঙ্গে হরিবংশ হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—
শকা যবনকাম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবাস্তথা।
কোলাঃ সর্পাঃ সমহিষা দার্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥
সর্বে তে ক্ষত্রিয়াস্তাং ধর্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠ বচনাদ্রাজন্, সগরেণ মহাত্মনা।১৫। ১৮, ১৯। (অনুবাদক।)

সেলিয়ুকসকে অতি অদ্ভুত উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন।* সেলিয়ুকসও মেগাস্থেনীসকে পাটলিপুত্রে প্রেরণ করেন।

প্রাচীন গ্রন্থকারগণ মেগাস্থেনীসের জীবন সম্বন্ধে কিছুই বলিয়া যান নাই। কেবল আরিয়ান একস্থলে বলিয়াছেন, "মেগাস্থেনীস আরাখোসিয়ার ** (Arachosiaর) শাসনকর্তা সিবীরটিয়সের (Sibyrtius-এর) সহিত বাস করিয়াছিলেন। আমরা ডায়োডোরস (১৮।৩) হইতে জানিতে পারি সে সিবিরটিয়ুস ১১৪ অলিম্পিক অব্দের দ্বিতীয় বর্ষে (খৃঃ পূঃ ৩২৩ সনে) আরাখোসিয়া ও গেড্রোসিয়াব*** [Gedrosiaর] শাসন ভার প্রাপ্ত হন; এবং ঐ গ্রন্থকার (১৯।৪৮) হইতে আরও জানা যায় যে ১১৬ অলিম্পিক-অব্দের প্রথম বর্ষে (৩১৬ সনে) তিনি পুনরায় ঐ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহাঁর সম্বন্ধে প্রাচীন লেখকগণ আর কিছুই বলেন নাই। মেগাস্থেনীস প্রণীত 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের যাহা বর্তমান আছে, তাহা হইতেও তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তিনি সেকেন্দর সাহার ভারতীয় অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কি না, এই গুরুতর প্রশ্নটিরও নিঃসন্দেহরূপে মীমাংসা হইতে পারে না; অথবা তিনি উপস্থিত ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। এই শেষোক্ত অনুমানের একমাত্র কারণ এই যে তিনি নীলনদ ও ডানিয়ুবের সহিত সিন্ধু ও গঙ্গার তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু এই তুলনা সম্ভবত কেবল এরাটস্থেনীসের (Eratosthenis-এর)। আরিয়ান্ উভয়কেই সমান প্রশংসা করিয়াছেন;—তৎপর মেগাস্থেনীস কোথাও ইঙ্গিতেও এমত বলেন নাই যে তিনি ঐ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন; পরিশেষে, তিনি ভ্রমক্রমে বলিয়াছেন যে বিপাশা ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে—সেকেন্দরের সহচরগণের

* উক্তিটি অশ্লীল বলিয়া অনুবাদিত হইল না।—(অনুবাদক)

** কান্দাহারের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ (V. A. Smith)—(অনুবাদক)

*** বর্ত্তমান মুকরান্ (V. A. Smith]—অনুবাদক।

মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ ছিল না। অতএব, এই অনুমান অপেক্ষা ভিত্তিহীন আর কিছুই নাই।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে সেলিয়ুকস কি জন্য চন্দ্রগুপ্তের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ প্রশ্নেরও সদুত্তর দেওয়া কঠিন। কোন্ সময়ে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে যখন উভয় নৃপতি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা এই মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি যে সন্ধি-সংস্থাপন ও চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু, এই উভয় ঘটনার মধ্যকালে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩০২ ও ২৮৮ সনের মধ্যে মেগাস্থেনীস ভারতবর্ষে আগমন করেন। আমরা যদি ঠিক্ মধ্যবৎসর অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৯৫ সন (১২১ অলিম্পিক্-অব্দের ২য় বর্ষ) দূত প্রেরণের কাল বলিয়া নির্দেশ করি, তবে আমাদের খুব সামান্যই ভ্রম হইবে।*

তিনি কোন্ বৎসর ভারতে উপনীত হন, এ প্রশ্ন অপেক্ষা বৎসরের কোন্ সময়ে তথায় গমন করেন, ইহা একটু নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। কারণ, তিনি যে স্থলে গঙ্গা ও শোণনদীর বিস্তার নির্দেশ করিয়াছেন, সেই স্থল হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি বর্ষাকালে পাটলিপুত্রে বাস করিতেছিলেন। ইহা হইতে অবশ্যই এমত প্রমাণ হয় না যে তিনি দীর্ঘকাল তথায় বাস করেন নাই। বরং তিনি বসন্তকালেও পাটলিপুত্রে উপস্থিত ছিলেন, এমত মনে করিবার কারণ আছে—যদিও সে কারণ তেমন প্রবল না হইতে পারে। তিনি একস্থানে ব্রাহ্মণদিগের সভা বর্ণনা করিয়াছেন। বৎসরের

* ক্লিণ্টন (Clinton) অনুমান করেন, মেগাস্থেনীস খ্রীঃ পূঃ ৩০২ সনের কিঞ্চিৎ পূর্বে, সন্ধি-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রেরিত হন। এই অনুমান ভিত্তিহীন ; কারণ মেগাস্থেনীস কোথাও বলেন নাই যে তিনি সন্ধিস্থাপনের জন্য ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন। তৎপর, তাঁহার লিখনভঙ্গী হইতে যেন বুঝা যায়, তিনি পাটলিপুত্রে বন্ধুর ন্যায় সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন।

ফলাফল গণনার জন্য অর্থাৎ পঞ্জিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বৎসরের প্রথমে অর্থাৎ চৈত্রমাসে ঐ সভা আহূত হইত।

তিনি ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশ দর্শন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আরও কম। সেকেন্দরের সহচরগণ ও অপরাপর গ্রীক অপেক্ষা তিনি কাবুল নদী পঞ্চনদের প্রবাহসমূহ অধিকতর যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে—এবং তাঁহার নিজের কথাতেও—জানা যাইতেছে, তিনি ঐ ভূভাগের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎপর, আমরা জানিতে পারিতেছি, তিনি রাজপথ অনুসরণ করিয়া পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন। কিন্তু এই সকল প্রদেশ ব্যতীত তিনি যে ভারতের আর কোনও প্রদেশ দেখিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, গাঙ্গেয়-ভূমির নিম্নতর প্রদেশগুলি (অর্থাৎ বঙ্গদেশ প্রভৃতি) তিনি কেবল লোকশ্রুতি ও কিংবদন্তী হইতে অবগত ছিলেন। মেগাস্থেনীস সম্বন্ধে একটা প্রচলিত মত এই যে তিনি চন্দ্রগুপ্তের শিবিরেও বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু এই মত একটা অশুদ্ধ পাঠের উপর প্রতিষ্ঠিত—স্ট্রাবোর বিভিন্ন সংস্করণ হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। স্ট্রাবোর সমুদয় পুঁথিতেই আমরা এইরূপ দেখিতে পাই—"মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন, যাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, উহাতে চারি লক্ষ সৈন্য বাস করিত, কিন্তু কোনও দিনই দুই শত মুদ্রার* অধিক চুরি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।" কেবল দুই জন টীকাকার ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, স্ট্রাবো বলিতেছেন, "চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিবার সময় মেগাস্থেনীস বলিতেছেন—ইত্যাদি।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে তাঁহারা genomenous স্থলে genomenos পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ঐ পাঠ গৃহীত হইতে পারে না।

আর একটী পাঠ সম্বন্ধেও বিরোধ আছে। এই পাঠে মনে হয়,

* গ্রীক drachme ৯৮ পেন্স। বর্ত্তমানের হিসাব নয় (সম্পাদক)

মেগাস্থেনীস পুরুর (Porusএর) নিকটও গমন করিয়াছিলেন। আরিয়ানের গ্রন্থে (৫।৩) দেখিতে পাই—"কিন্তু আমার বোধ হয়, মেগাস্থেনীস যে অধিকদূর গমন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; ফিলিপতনয় সেকেন্দরের সহচরগণ যতদূর গিয়াছিলেন, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, এই মাত্র। তিনি বলেন যে, তিনি ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত, এবং চন্দ্রগুপ্তাপেক্ষাও প্রবলতর রাজা পুরুর রাজসভায় বাস করিয়াছিলেন।" এখন, পুরু, সেলিয়ুকসের রাজ্যলাভের পূর্বেই পরলোক গমন করেন।—তাহা না হয় নাই ধরিলাম: এবং মানিয়া লইলাম, মেগাস্থেনীস প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে অপর এক দৌত্যকর্মে পুরুর নিকট আগমন করেন; কিন্তু তাহাতে এই অসঙ্গত পাঠের অস্পষ্টতা দূর হইতেছে না। এ কথা বলা হাস্যজনক যে মেগাস্থেনীস যখন পুরুর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি সেকেন্দর অপেক্ষা ভারতে অধিকদূর গমন করিয়াছিলেন। পুরুকে চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা প্রবলতর বলা আরও হাস্যজনক, কারণ ইহার পূর্বেই আরিয়ান চন্দ্রগুপ্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। লাসেন এই ভ্রমাত্মক পাঠের একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং অনেকে তাহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "লিপিকর আরিয়ানের পুস্তক নকল করিবার সময় পর্যন্ত আসিয়া পুরুর নাম দেখিয়াই পরের কয়েকটি কথা বসাইয়া দিয়াছে; কারণ গ্রীকদিগের মুখে পুরুর নাম সর্বদাই লাগিয়া থাকিত, এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই নাই দেখিয়া লিপিকর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।" এই ব্যাখ্যাতে সত্য অপেক্ষা সাহসিকতাই অধিক বর্তমান। তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয় যে আরিয়ান কখনও ঐ প্রকার লিখেন নাই। অতি সহজেই ঐ পাঠ সংশোধিত করা যাইতে পারে। আমাদের মতে, যথার্থ পাঠ এই—মেগাস্থেনীস বলেন, "তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি, পুরু অপেক্ষাও প্রবলতর, চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বাস করিয়াছিলেন।" (Poro স্থলে Porou পাঠ, চতুর্থী স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি)। এই

পাঠে সমুদায় অসঙ্গতিই নিরাকৃত হইয়াছে।

রবার্টসনের মতানুযায়ী অনেক আধুনিক গ্রন্থকার একবাক্যে বলেন, মেগাস্থেনীস বহুবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু এবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। আরিয়ান লিখিয়াছেন (সেকেন্দরের অভিযান, ৫।৬।২), "মেগাস্থেনীস বলেন, তিনি বহুবার ভারতের রাজা চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করেন।" কিন্তু ইহাতে সংশয়ের মীমাংসা হইতেছে না; কারণ তিনি হয়ত একই দৌত্যকর্ম-কালে বহুবার চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিয়াছিলেন। কারণ, পূর্বাপর বিবেচনা করিলে, উদ্ধৃত স্থানের অপর কোনও অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অপর কোনও লেখকও এমত বলেন নাই যে মেগাস্থেনীস অনেকবার ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন—যদিও এরূপ বলিবার উপলক্ষও অত্যন্ত কম; এবং মেগাস্থেনীসের গ্রন্থেও তাঁহার বহুবার ভ্রমণের কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, মেগাস্থেনীস যথাযথ বর্ণনায় অভ্যস্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি যে বহুবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন, কোথাও তাহার উল্লেখ করেন নাই। একথার উত্তরে বলিতে হয় যে তিনি দীর্ঘকাল পাটলিপুত্রে বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অনেকবার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব, আমরা বলিতে পারি, রবার্টসনের অনুমান, বিশ্বাসের অযোগ্য না হইলেও, অনিশ্চিত ও সন্দেহবিজড়িত।

মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ।

মেগাস্থেনীসের ভারত ভ্রমণ হইতে যে গ্রন্থের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম 'ভারতবিবরণ' (Ta Indica)। উহা কয় ভাগে বিভক্ত ছিল, নিম্নোদ্ধৃত স্থলগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

আথীনেয়স লিখিয়াছেন—"মেগাস্থেনীস্ 'ভারতবিবরণের' দ্বিতীয় ভাগে বলিতেছেন, যে, ভারতবাসিগণ যখন আহার করে, তখন প্রত্যেকের সম্মুখে ত্রিপদের মত একটা মেজ রাখা হয়; উহার উপরে স্বর্ণপাত্র স্থাপিত হয়। ঐ পাত্রে যবের ন্যায় সিদ্ধ ভাত রাখিয়া উহার সহিত ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত বিবিধ সুস্বাদু খাদ্য মিশ্রিত হইয়া থাকে।"

আলেকজাণ্ড্রিয়াবাসী ক্লিমেণ্ট লিখিয়াছেন—"সেলিয়ুকস নিকাটরের সভাসৎ মেগাস্থেনীস স্বকৃত 'ভারতবিবরণের' তৃতীয়-ভাগে স্পষ্টরূপে এইরূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার কথা এই—"প্রাচীন কালে গ্রীসদেশে পণ্ডিতগণ বিশ্বসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই অপরাপর দেশের দার্শনিকগণও, যথা, ভারতের ব্রাহ্মণ-গণ ও সিরিয়ার ইহুদিনামক, জাতি, ব্যক্ত করিয়াছেন।"

জোসেফস্ বলিতেছেন—"মেগাস্থেনীসও তাঁহার "ভারত-বিবরণের" চতুর্থভাগে এইরূপ বলেন। তিনি প্রমাণিত করিতে চাহেন যে বাবিলোনের রাজা (নেবুকেড্‌নজর) সাহসে ও বীরোচিত কার্যে হার্কুলিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কারণ, লিবিয়া ও ইবেরিয়া জয় করিয়াছিলেন।"

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার হইতে উদ্ধৃত অন্যান্য স্থল, পরস্পরের সহিত মিলিত করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করা কিছু কঠিন। আথীনেয়স হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, স্ট্রাবোর ৭০৯ পৃষ্ঠার একটি বাক্যের সহিত তাহার ঐক্য আছে। ইহাতে মনে হয়, ভারতবিবরণের দ্বিতীয় ভাগে ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছিল। স্ট্রাবো ৭৩১ পৃষ্ঠায় মেগাস্থেনীস হইতে যে স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন, ক্লিমেণ্ট হইতে উদ্ধৃত বাক্য তাহার অনুরূপ; সুতরাং দেখা যাইতেছে,

তৃতীয় ভাগে ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহের বর্ণনা ছিল। চতুর্থ ভাগের স্থান জোসেফস্ হইতে নিশ্চিতরূপেই নির্ণীত হইতে পারে। স্ট্রাবোর ৬৮৬ পৃষ্ঠায় এবং আরিয়ানে ৭—১০ অধ্যায়ে এতদনুরূপ বিবরণ বর্তমান। অতএব বোধ হইতেছে, চতুর্থ ভাগে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং দেবদেবী ও ধর্মানুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছিল। প্রথম ভাগের উল্লেখ কোন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। সম্ভবত উহাতে ভারতের ভূবৃত্তান্ত ও বিভিন্ন স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই অনুমান স্বতঃই যুক্তিযুক্ত; ডায়োডোরসের চুম্বক হইতে ইহা আরও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। এই প্রকারে 'ভারতবিবরণের' যে সকল স্থল অবিসংবাদীরূপে অবধারিত হইয়াছে, ও যে সকল স্থল বর্তমান আছে, তাহাদিগকে কতক সম্ভাবিতরূপে ও কতক অনিশ্চিতরূপে মিলিত ও যথা স্থানে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে এমন প্রমাণিত হইতেছে না যে মেগাস্থেনীসের গ্রন্থ কেবল চারি ভাগেই সমাপ্ত হইয়াছিল।

মেগাস্থেনীস্ কৃত 'ভারতবিবরণের' ভাষা, গ্রীকভাষার আটিক (Attic) শাখার অন্তর্গত—ইহা সন্দেহ বা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই।

সেকেন্দর সাহার যুগে এক শ্রেণীর লেখকের প্রাদুর্ভাব হয়; ইঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয়েই লিখিতে অগ্রসর হইতেন, এবং ইহাদের অনেকে প্রতিভা ও শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াও গ্রন্থ সম্পাদন করিতেন; সুতরাং ইঁহারা লিখিবার উপকরণ ও ভাষা, এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেন না; এ জন্য কোন কোন গ্রন্থে কেবল শূন্যগর্ভ ও অর্থহীন বাগাড়ম্বর, এবং কোন কোন গ্রন্থে বর্ণনীয় বিষয় সমূহের শুষ্ক, নীরস ও অপ্রীতিকর নির্ঘণ্টমাত্র দৃষ্ট হয়। মেগাস্থেনীসও এই শ্রেণীর লেখক ছিলেন কিনা, বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থল বিশদ বর্ণনা অপেক্ষা বরং তালিকার অনুরূপ; ইহাতে বোধ হয়, তিনি রচনা প্রণালী ও

ভাষা অপেক্ষা বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। প্রধানত এই জন্যই মেগাস্থেনীস প্রণীত পুস্তক বিলুপ্ত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না; কারণ, ঐ গ্রন্থের চুম্বক ব্যতীত এই প্রশ্নের মীমাংসার অন্য উপায় নাই।

আমরা এক্ষণে উক্ত গ্রন্থের সার সংগ্রহ প্রদান করিব, এবং অপরাপর গ্রীক লেখকদিগের সহিত মেগাস্থেনীসের তুলনা করিয়া তৎকৃত পুস্তকের মূল্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শন করিব।

মেগাস্থেনীস ভারতবর্ষের সীমা শুদ্ধরূপে নির্ণয় করিয়া উহার ভূ-বৃত্তান্ত আরম্ভ করিয়াছেন, তৎপর উহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বর্ণনায় অগ্রসর হইয়াছেন। গ্রীকদিগের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এবিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এবং ইহাঁর পরে কেহই ভারতবর্ষের বিস্তৃতি সূক্ষ্মতররূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই।* ভীমখস্ ব্যতীত গ্রীকগণের মধ্যে কেবল ইনিই ভারতবর্ষের আকার অবগত ছিলেন। সেকেন্দরের পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ এসম্বন্ধে কিছুই বলিতে সাহসী হন নাই। মাকেদনীয়েরা এবিষয়ে এমন অজ্ঞ ছিল যে তাহারা মনে করিয়াছিল, ভারতবর্ষ পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ, ও উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত।**

---

* হীরডটস (তৃতীয় ভাগ। ৯৪ অধ্যায়)-"আমরা যত দেশ দেখিয়াছি, সে সমুদায় অপেক্ষা ভারতবর্ষ অনেক বৃহৎ।" ক্টীসিয়স্—"ভারতবর্ষ এশিয়ার অবশিষ্টাংশের প্রায় সমান।" সেকেন্দরের সহচরগণেরও এবিষয়ে বিশুদ্ধতর জ্ঞান ছিল না; কারণ অনীসিক্রিটস লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ; নেয়ার্থস্ বলেন, ভারতের সমতল ভূমির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে তিন মাস সময় লাগে।

** এই ভ্রমের কারণ আছে। মাকেদনীয়েরা বিপাশা তীরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিল যে ভারতবর্ষ পূর্বদিকে বহুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। তথা হইতে সিন্ধুনদ বাহিয়া তাহারা জলপথে সমুদ্রে উপস্থিত হইল। তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে এই স্থান হইতে তীরভূমি দক্ষিণদিকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বক্রভাবে বিস্তৃত থাকিতে পারে। এই জন্যই তাহারা ভারতের দৈর্ঘ্যকে বিস্তার ও বিস্তারকে দৈর্ঘ্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। সেকেন্দরের অভিযান হইতে এই ভ্রম উৎপন্ন বা দৃঢ়ীকৃত হয়; এবং এরাটস্থেনীস হইতে ভারতবর্ষের আকার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমুদায় গ্রীকভূগোলে ব্যাপ্ত হয়।

মেগাস্থেনীসের মতে ভারতবর্ষের বিস্তার ১৬ হাজার স্টাডিয়ম তিনি কিরূপে এই গণনায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন।

সিন্ধুনদ হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত ১০ হাজার স্টাডিয়ম ; সমুদ্র পর্যন্ত অবশিষ্ট ভূভাগ নাবিকদিগের গণনা অনুসারে ৬ হাজার স্টাডিয়ম। গঙ্গার মোহনা হইতে সিন্ধুনদের মধ্যভাগ বিশুদ্ধ গণনা অনুসারে ১৩ হাজার ৭০০ স্টাডিয়ামের অধিক নহে ; কিন্তু মেগাস্থেনীসের গণনাপ্রণালী বিবেচনা করিলে তাঁহার গণনা যথেষ্ট শুদ্ধ বলিতে হইবে। কিন্তু হিমালয় পর্বত হইতে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত কত দূর, তিনি তাহা সূক্ষ্মরূপে বলিতে পারেন নাই, কারণ এই ভূভাগের নৈসর্গিক অবস্থা তাঁহার গণনাপ্রণালীর অনুকূল ছিল না। সরল পথে উক্ত উভয়ের দূরত্ব ১৬ হাজার ৩০০ স্টাডিয়ম অপেক্ষা অধিক নহে ; তাম্রপর্ণী দ্বীপ পর্য্যন্ত ধরিলে ১৭৫০০ স্টাডিয়ম্ ; কিন্তু মেগাস্থেনীসের মত ২২ হাজার ৩০০ স্টাডিয়াম্। তথাপি এই গণনাও তাঁহার প্রণালীমতে যথেষ্ট বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

আর এক প্রণালীতে মেগাস্থেনীস ভারতবর্ষের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আফ্রিকার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এশিয়া মহাদেশ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমুদ্র হইতে ইয়ুফ্রেটীস নদী পর্য্যন্ত প্রথম অংশ ; উহা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। সিন্ধু ও ইয়ুফ্রেটীসের অন্তর্বর্তী ভূভাগ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ ; এই দুই অংশ যুক্ত করিলেও ভারতবর্ষের সমতুল্য হয় না।

পরিশেষে তিনি জ্যোতিষের সাহায্যে ভারতবর্ষের অবস্থান ও বিস্তৃতি নির্দেশ করিয়াছেন। স্টাবোর ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে— "ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয় না, এবং ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয়।" কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে প্রথমোক্ত কথা ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণাংশ সম্বন্ধে সত্য, এবং দ্বিতীয়টি অয়নান্তবৃত্ত হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত সমুদায় ভূভাগেই প্রযোজ্য।

মেগাস্থেনীস কৃত গ্রন্থের যে যে স্থল বর্তমান আছে, তাহার মধ্যে অল্প কয়েকটী হইতে বিশেষ বিশেষ স্থানের বৃত্তান্ত, ও বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে সকল প্রদেশ স্বয়ং ভ্রমণ করিয়াছিলেন, উহাতে কেবল তাহাদিগেরই বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নহে—কিন্তু তিনি হিমালয় হইতে তাম্রপর্ণী পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের বিশেষত ভারতীয় নদী সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় নদী সমূহ অতি প্রাচীনকালেই স্বীয় বিশালতা দ্বারা পাশ্চাত্য জাতি সকলের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। স্কাই-লাক্স ও হেকটেয়স সিন্ধু নদ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছিলেন, আমরা অবগত নহি। ক্টীসিয়স বলেন, উহার বিস্তৃতি ২৪০ স্টাডিয়ম। সিন্ধু নদের বিস্তার এত বাড়াইয়া বলিবার একটি কারণ এই যে ক্টীসিয়স পারসীকগণের প্রমুখাৎ উহার বিবরণ শুনিয়াছিলেন; পারস্যে নদী অল্প—যাহা আছে তাহাও ক্ষুদ্র; সুতরাং ইহাদিগের তুলনায় সিন্ধুনদ পারসীকদিগের নিকট স্বতঃই অতি বিশাল বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। মাকেদনীয়েরা বর্ষাকালে ভারতে উপস্থিত হয়; তাহারাও বিস্ময়ের সহিত সিন্ধু ও তাহার উপনদী সমূহের বিশালতা নিরীক্ষণ করিয়াছিল। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল—অথবা বিশ্বাস করে বলিয়া ভাণ করিয়াছিল যে ঐ বিশালতা চির-স্থায়ী; গঙ্গা নদীর বর্ণনা কালেও তাহারা সমুদায় মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল—ইহাতে আমাদের আশ্চর্যান্বিত হইবার কারণ নাই।*

* এই ভ্রমের একটি ফল উল্লেখযোগ্য। সেকেন্দার সাহার সৈন্যগণ বিপাশা-তীরে উপস্থিত হইয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করে; সুতরাং তিনি ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি পূর্বপথে পারস্যের দিকে না যাইয়া সিন্ধুনদ বাহিয়া দক্ষিণদিকে গমন করেন। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ মনে করিয়াছিল, মোহনা নিকটেই বর্তমান; এজন্য তাহারা ইহাতে আপত্তি করে নাই; কিন্তু পূর্বদিকে অগ্রসর হইলে যতদূর যাইত, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে তদপেক্ষা দূরতর পথ অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

মেগাস্থেনীসও গ্রীকদের এই ভ্রম দূর করিতে পারেন নাই, কারণ তিনিও উহার বর্ষাকালীন বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে নীল ও ডানিয়ুব, এবং এসিয়ার যে সকল নদী ভূমধ্যস্থ সাগরে পতিত হইয়াছে, সে সমুদায় অপেক্ষা সিন্ধুনদ বৃহৎ এবং এক গঙ্গা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। উহার উপনদীর মধ্যে তিনি পঞ্চদশটির উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ানের ভারত বিবরণানুসারে তাহাদিগের নাম এই—

১। আকেসিনীস্ (Akesines)—মোহানা মালদিগের দেশে। (en Mallois)

ক। হাইড্রোওটীস্ (Hydraotes)—মোহানা কাম্বিস্থল দিগের দেশে (en Kambistholois)।

(১) হাইফাসিস্ (Hyphasis)—মোহানা অরিষ্টবদিগের দেশে en Astrobais)।

(২) সরঙ্গীস্—কেকয়দিগের দেশ হইতে প্রবাহিত হইতেছে (Saranges en Kekeon)।

(৩) নিউড্রস—অট্টাকীনদিগের দেশ হইতে প্রবাহিত (Neudros en Attakenon)।

খ। হাইডাস্পীস্ (Hydaspes)—মোহানা ক্ষুদ্রকদিগের দেশে (en Oxydrakais) সিনরস্ (Sinaros)—মোহানা অরিস্পদিগের দেশে (en Arispais)।

গ। তায়তাপস (Toytapos)—মহানদী।

২। কোফীন (Kophen)—মোহানা পুষ্কলবতী দিগের দেশে (en Peykelaitidi)।

ক। মলমন্তস্ (Malamantos)।

খ। গড়্য়িয়াস্ (Garrhoias)।

গ। সোয়াস্তস্ (Soastos)।

৩। প্টারেনস্ (Ptarenos)।

৪। সপর্ণস্ (Saparnos)।

৫। সোয়ানস্ (Soanos)—অভিসারদিগের (Abissareon) পার্বত্য দেশে উৎপন্ন।*

---

* শ্লেগেল এই সকল নামের সংস্কৃত প্রতিরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। নিম্নে তাহা দেওয়া যাইতেছে—

Indos—সিন্ধু। Hydaspes—বিতস্তা।
Akesines—চন্দ্রভাগা। Hydraotes—ইরাবতী।
Hyphasis—বিপাশা। Soanos—সুবন।
Saranges—শারঙ্গ। শারঙ্গ কোন্ নদী, নিশ্চিত বলা যায় না।
Kekeon—কেকয় জাতি।
Abissareon—অভিসার জাতি।
গ্রীকদিগের মধ্যে এই সকল নদীর বিভিন্ন নাম প্রচলিত ছিল।
সিন্ধু—Indos, Sinthos.
বিতস্তা—Hydaspes, Bidaspes.
চন্দ্রভাগা—Cantabra (Pliny); Sandabalas; Sandarophagos. সেকেন্দর সাহা এই নাম অমঙ্গলসূচক 'সেকেন্দরখাদক' মনে করিয়া Akesines এ পরিবর্ত্তিত করেন।
ইরাবতী—Hyarotis; Rhoyadis; Hydraotes.
বিপাশা—Hypasis (Pliny); Hyphasis; Hypanis.
মেগাস্থেনীস ভ্রান্তিবশতঃ বলিয়াছেন, বিপাশা ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে—বস্তুতঃ উহা শতদ্রুতে পতিত হইয়াছে।
Cophen—কাবুল নদী।
Malamantos কোন্ নদী, এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।
Sostos—লাসেনের মতে শুভবস্তু—ফাহিয়ান উহাকে সু-কো-ফা-সু-তু নাম দিয়াছেন। বর্ত্তমান নাম সেবদ (Sewad); সংস্কৃতে উহার নাম হওয়া উচিত সুবস্তু।
Garoeas—বর্ত্তমান নাম পঙ্কোর।
মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের নবম অধ্যায়ে সুবাস্তু, গৌরী ও কম্পনা নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।
Peykelaitis—পুষ্কল, পুষ্কলবতী।
Tutapus—শতদ্রু।

হীরডটস ও টীসিয়স গঙ্গার বিস্তার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না ; মাকেদনীয়েরা এবিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। ইয়ুরোপীয়-গণের মধ্যে মেগাস্থেনীস সর্বপ্রথম এই নদী দর্শন করেন ও ইহার বিবরণ প্রদান করেন। কার্সিয়াসের (Curtius) ন্যায় ইনিও বলেন যে উৎপত্তি স্থান হইতেই গঙ্গা অতি বিশাল ; তাঁহারা নিশ্চয়ই তীর্থ-যাত্রীদিগের মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলেন। গঙ্গার বিস্তার যেখানে সর্বাপেক্ষা অল্প, সেখানেও ৮ মাইল বা ৬৬ ষ্টাডিয়ম্ ; গড়ে ১০০ ষ্টাডিয়ম্ ; বহুস্থানে ইহার জলরাশি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে এক তীর হইতে অপর তীর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই বিবরণ বর্ষা-কালেও সর্বত্র প্রযোজ্য নয় ; তবে কোন কোন স্থান সম্বন্ধে গ্রহণীয় বটে। গঙ্গার গভীরতা সম্বন্ধে মেগাস্থেনীস বেশী ভুল করেন নাই— তাঁহার মতে উহা ১২০ ফুট।

মেগাস্থেনীস, গঙ্গার উপনদী সমূহের মধ্যে ১৯টির উল্লেখ করিয়াছেন, আরিয়ানের গ্রন্থে তন্মধ্যে ১৭টির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এই—

কাইনাস (Cainas)	তিনটীই
এরন্নবোয়াস (Erannoboas)	নৌচলনোপযোগী।
কসয়গস্ (Cosoagos) বা কস্সয়ানস্ (Cossoanos)	
সোনস্ (Sonos)	নৌচলনোপযোগী।
সিট্টকেষ্টিস (Sittokestis)	
সলমাটিস (Solomatis)	

অবশিষ্ট নামগুলি Saranges, Neudrus, Ptarenus, Saparnus—আর কেহ উল্লেখ করেন নাই ; সুতরাং এগুলির সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না।

উপর্যুক্ত জাতি সমূহের সংস্কৃত নাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

Kekeis—কৈকয়।	Malloi—মালব।
Abissareis—অভিসার।	Oxudrakai—ক্ষুদ্রক।
Assacenae—(অনিশ্চিত।)	Cambistholoi—বোধ হয় কপিস্থল।

কণ্ডখাটীস (Kondochates)।

সাম্বস্ (Sambos)।

মাগোন (Magon)।

অগরাণিস (Agoranis)।

ওমালিস (Omalis)।

কম্মেনাসীস (Kommenases)—মহানদী।

ককৌথিস্ (Kakouthis)।

অণ্ডোমাটিস (Andomatis)—মণ্ডিয়াণ্ডিদিগের দেশ হইতে প্রবাহিত।

অমাইষ্টিস (Amystis), কাটাডৌপী (Katadoupe) নগরের নিকট মোহানা।

অক্সুমাগিস (Oxymagis)—পজাল নামক জাতির দেশে মোহানা।

এরেন্নেসিস্ (Erennesis)—মাথা জাতির দেশে মোহানা।*

---

* উপরে উল্লিখিত কয়েকটী নামের সংস্কৃত প্রতিরূপ দেওয়া যাইতেছে।

Sonos—শোণ।

Erannoboas—হিরণ্যবাহ—শোণের অভিধান।

Kondokhates—গণ্ডকবতী—অপর নাম গণ্ডকী ; অর্থ গণ্ডারবহুল।

Jomanes —যমুনা।

Kommenases—কর্মনাশা, কিন্তু "মহানদী" বলতে সন্দেহ বোধ হইতেছে।

Pazalai—পঞ্চাল।

Oxymagis—ইক্ষুমতী।

Andomatis—অন্ধমতী অর্থাৎ তামস নদী।

Mandiadis—মধ্যন্দিন দেশ।

Cossoanos=কৌশিকি অথবা কোষবাহ=হিরণ্যবাহ। বোধ হয় শোণের নামান্তর।

Erennesis—বারাণসী

Matha—মগধ।

Omalis—বিমলা।

প্লীনির গ্রন্থে আর একটী নাম উল্লিখিত হইয়াছে—উহা লইয়া সবশুদ্ধ আঠারটী নদীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। ঐ নামটী Jomane (যমুনা); আরিয়ান লিখিয়াছেন, Iobares মেগাস্থেনীস শিলানামক আরও একটি অদ্ভুত নদীর উল্লেখ করিয়াছেন, উহা শিলদিগের দেশে প্রবাহিত হইতেছে। উহার জল এত হাল্কা যে উহাতে কিছুই ভাসেনা, সমস্তই ডুবিয়া যায়।

মেগাস্থেনীস এতদ্ব্যতীত আরও বহু নদীর নাম করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষে গঙ্গা ও সিন্ধু ভিন্ন সর্বশুদ্ধ ৫৮টি নদী আছে -সমস্তগুলিই নৌচলনোপযোগী।

ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় অল্প স্থলই বর্তমান আছে। সর্বোত্তরভাগে, কাল্পনিক জাতি সমূহের নাম ব্যতীত, নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়।

কৌকেসস্ (Kaukasos)—হিমালয়।

মীরস্ (Meros)—মেরু।

ডার্ডাই (Derdai)—দরদ—ইহারা পিপীলিকার নিকট হইতে স্বর্ণ আহরণ করে।

ভারতের মধ্যভাগে—

প্রাসিয়ই (Prasioi)—প্রাচ্য—রাজধানী Palibothra—পাটলিপুত্র।

সৌরসীনাই (Sourasenai) শূরসেন—যমুনার উভয়কূলে বাস; ডায়োনীসসের উপাসক। প্রধান নগর—

মেথরা (Methora)—মথুরা এবং করিসবর (Corisobora) —কৃষ্ণপুর।

পাণ্ড্যম্ (Pandaeum)—ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশবাসী পাণ্ড্য-জাতি, কিংবা মহাভারতোক্ত পাণ্ডবগণ, নিশ্চিত বলা যায় না।

ভারতের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত—তপ্রবনী (তাম্রপর্ণী)—একটি নদীদ্বারা বিভক্ত। অধিবাসীগণের নাম Palaegonos—পালি-

সীমান্ত বা পালিগণ। এই দেশে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক স্বর্ণ ও মুক্তা পাওয়া যায়।

মেগাস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষে সর্বসমেত ১১৮টি জাতি বাস করে; নগরের সংখ্যা এত অধিক যে গণনা করা যায়না; এদেশে বহু বিশাল গিরি ও অনেক সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি বর্তমান। কিন্তু 'ভারত-বিবরণের' যে যে অধ্যায়ে এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। মেগাস্থেনীস ভারতবর্ষের যত দূর স্বয়ং দেখিয়াছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই সমতল। কিন্তু ইহা ভুল। এদেশে বৎসরে দুইবার গ্রীষ্ম ও দুইবার শস্য কর্তন হয়। শীতকালের কৃষি হইতে বহুবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। (এরাটস্থেনীস ইহাদিগের মধ্যে গোধুম, যব, বিভিন্ন প্রকারের ডাল এবং গ্রীকদিগের অজ্ঞাত অন্যান্য অনেক প্রকার খাদ্য সামগ্রীর উল্লেখ করিয়াছেন।) বসন্তকালীন বপন দ্বারা ধান্য, বস্‌মরম্‌ (bosmorum) নামক শস্য, তিল, চীনা ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেগাস্থেনীসের গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভারতীয় বৃক্ষ-লতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

আবলুস, তাল, বিশাল বেত্র, বন্যাদ্রাক্ষা, Ivy, laurel, myrtle, box-tree (প্রবাদ এই, এগুলি ডায়োনীসসের ভারতাগমনের চিহ্ন),

ভারতীয় পশু সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত পশুগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

বঙ্গীয় ব্যাঘ্র। গ্রীকদিগের মধ্যে মেগাস্থেনীস উহা প্রথম দেখেন।

হস্তী। হস্তীশিকার বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বহুবিদ বানর।

ভারতীয় কুক্কুর।

কৃষ্ণসার (গ্রীক—"হরিণের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট একশৃঙ্গ অশ্ব")।

এক প্রকার বৈদ্যুতিক মৎস্য (electric eel)।

সর্প ও সপক্ষ বৃশ্চিক।

অজগর।

মুক্তাবাহ (বা শুক্তি) ও তাহার শিকার। তাম্রপর্ণী মুক্তার জন্য প্রসিদ্ধ।

স্বর্ণ খননকারী পিপীলিকা।

ভারতবর্ষে নিম্নোক্ত ধাতুগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়।—প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য ; যথেষ্ট তাম্র ও লৌহ ; টিন এবং অন্যান্য ধাতু। এগুলি অলঙ্কার, ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য, এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও সাজসজ্জা গঠনে ব্যবহৃত হয়। (ডায়োডোরস। ২।৩৬)। স্ট্রাবো ফিগ্ ফল অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর একপ্রকার সুগন্ধি প্রস্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্ণ সম্বন্ধে অনেক স্থলেই উল্লেখ আছে। কোন স্থানে লিখিত হইয়াছে, উহা খনি হইতে উত্তোলিত হয় ; কোন স্থানে বলা হইয়াছে, উহা পিপীলিকার নিকট হইতে আহরিত হয়, এবং কোথাও বা বিবৃত হইয়াছে যে উহা সুবর্ণবাহ নদী হইতে সংগৃহীত হয়। তাম্রপর্ণী স্বর্ণ খনিতে পরিপূর্ণ ছিল।

ভারতবর্ষে কি পরিমাণ ফল শস্য উৎপন্ন হইত, এবং উহা মাকেদনীয়দিগের ও মেগাস্থেনীসের কি প্রকার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে ডায়োডোরসের একটি বাক্য (২।৩৬) পাঠ করিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের ভূমিতে জীবন-রক্ষোপযোগী আরও অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত উল্লেখ করিতে গেলে প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে।" কিন্তু 'ভারতবিবরণের', যে সকল স্থল বর্তমান আছে, তাহাতে এ বিষয় সামান্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহাতে মনে হয়, ঐ গ্রন্থের যে ভাগে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু মেগাস্থেনীস ভারতবাসীদিগের জীবন ও আচার ব্যবহার বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; হয় তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ পরিশ্রম

সহকারে লিখিয়াছিলেন ; কিংবা যে ভাগে উহা বর্ণিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই বর্তমান আছে। সেকেন্দর সাহার সমসাময়িক মাকেদনীয়েরা এ বিষয়টি প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিল ; তাহারা অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই বর্ণনা করে নাই। এ ক্ষেত্রে সরল ও প্রাঞ্জল লেখক নেয়ার্থস একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। মেগাস্থেনীসই সর্বপ্রথম ভারতবাসীদিগের জীবন সর্ববিভাগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন ; এবং গ্রীকদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই ভারতবাসীগণের রাজনীতি ও ধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্রতম বিষয় পর্য্যন্ত সমুদায় বিশদরূপে বর্ণনা করেন।

সেকেন্দর সাহার সহচরগণ মিসরে জাতিভেদ দর্শন করিয়াছিল ; স্মুতরাং তাহারা যে ভারতবর্ষে উহা লক্ষ্য করে নাই, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। মেগাস্থেনীসই উহা প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন। পরবর্তী কোনও গ্রীক লেখক এ বিষয়ে তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন নাই—তাঁহাকে অতিক্রম করা তো পরের কথা।

মেগাস্থেনীস্ ভারতবাসীদিগকে সাত জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। পণ্ডিত (Philosophoi, sophistai)।

২। কৃষক।

৩। গোপাল ও মেষপাল।

৪। শিল্পী (তক্ষক ইত্যাদি)।

৫। যোদ্ধা।

৬। পর্যবেক্ষক (মহামাত্র ?)।

৭। মন্ত্রী। বিচারক।*

ষ্ট্রাবো, ডায়োডোরস্ ও আরিয়ানের ঐক্য দেখিয়া মনে হয় মেগাস্থেনীস লিখিত বিবরণ প্রায় সমগ্রই বর্তমান আছে।

* মেগাস্থেনীসের সাত জাতি সহজেই চারিটীতে পরিণত করা যাইতে পারে।

তৎপর, মেগাস্থেনীস প্রাচ্যগণের শাসন প্রণালী বিস্তৃত ও সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অপরাপর জাতির রাষ্ট্রতন্ত্রও উপেক্ষিত হয় নাই—প্লীনি তাহার প্রমাণ। কিন্তু গ্রীক ভৌগলিকগণ উহা দূরবর্তী এবং অদ্ভুত ও অনভ্যস্ত বোধে একেবারেই—উপেক্ষা করিয়াছেন। এজন্য, এ বিষয়ে কেবল একটি স্থল বর্তমান আছে (আরিয়ান। ৮।৭)। প্লীনি স্বকৃত গ্রন্থের একস্থানে (৬।২৩।৬) পাণ্ড্যদিগের সমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ বর্ণনার জন্য মেগাস্থেনীসের নিকট ঋণী।

সেকেন্দর সাহার পূর্ববর্তীকালে কোনও গ্রীক ভারতীয় দেবগণ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যান নাই। মাকেদনীয়েরা ভারতে উপনীত হইয়া স্বীয় চিরাভ্যস্ত নিয়মানুসারে মনে করিয়াছিল, ভারতীয় ও গ্রীক দেবগণ অভিন্ন। তাহারা শিবোপাসনায় যথেচ্ছাচার ও মদ্য ব্যবহার দেখিয়া, এবং তাঁহাতে আরোপিত গুণ ও অন্যান্য বিষয়ে সামান্য সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া, স্থির করিয়াছিল, শিব ও ডায়োনীসস্ এক। ইয়ুরিপিডীস (Euripides) কল্পনা বলে

প্রথম জাতি ব্রাহ্মণ। সমুদায় ব্রাহ্মণ নহেন। যাঁহারা যাজন পূজন করেন, কেবল তাঁহারা।

দ্বিতীয়—বৈশ্যগণের মধ্যে যাহারা কৃষিকার্য্য করে।

তৃতীয় জাতি মনুর দশমাধ্যায়ের ৪৮।৪৯ শ্লোকে উল্লিখিত কোন কোন পতিত জাতি। (১)

চতুর্থ জাতি, বৈশ্য ও শূদ্র উভয় লইয়া গঠিত।

পঞ্চম জাতি, ক্ষত্রিয়, ভারতের দ্বিতীয় জাতি।

ষষ্ঠ জাতি দুই জাতি হইতে গৃহীত।

সপ্তমজাতি ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্ভূত।

(১) মৎস্যঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্গূনামারণ্যপশুহিংসনম্॥
ক্ষত্ত্রুগ্রপুক্কসানান্তু বিলৌকোবধবন্ধনম্।
ধিগ্বণানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনম্। (অনুবাদক)

ডায়োনীসসের পূর্বদেশ ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছিলেন ; সুতরাং বহুল উর্বরতার এই দেবতা ভ্রমণ করিতে করিতে যে উর্বরতম ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যেমন সহজ, এমন আর কিছুই নহে। এই বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য তাহারা এক একটি নামের স্বেচ্ছানুরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছিল। যথা, 'মেরু' এই নাম ডায়োনীসসের ভারতাগমনের সাক্ষ্য দিতেছে কেননা, তিনি দেবরাজ জিয়ুসের "মীরস্" অর্থাৎ জানু হইতে ভূমিষ্ঠ হন। ক্ষুদ্রক ডায়োনীসসের পুত্র, কারণ তিনি দ্রাক্ষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, এবং রাজৈশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এবম্প্রকার অজ্ঞতার জন্যই, ভারতে কৃষ্ণপূজা প্রচলিত দেখিয়া তাহারা কৃষ্ণকে হার্ক্যুলিস্ বলিয়া মনে করিয়াছিল। শিবের ব্যাঘ্রচর্ম ও গদা প্রভৃতি দেখিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল, হার্ক্যুলিসও ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, সেকেন্দরের সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী লেখকগণ এই সকল উপাখ্যানের রচয়িতা। অবাস্তব বিষয়ে বিশ্বাস করাই সে যুগের প্রকৃতি ছিল, সুতরাং এ বিষয়ে মেগাস্থেনীসকে অধিক দোষ দেওয়া যায় না। তিনি এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান অপরাধ—নতুবা, গ্রীকগণ যাহা বিশ্বাস করিত, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—ইহার অতিরিক্ত কোনও ত্রুটি তাহাতে লক্ষিত হয় না। তাঁহার বর্ণনা হইতেই আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি, ডায়োনীসস্ ও হার্ক্যুলিস নামে গ্রীকেরা কোন্ কোন্ ভারতীয় দেবতাকে অভিহিত করিয়াছিল।

সেকেন্দরের সমসাময়িক লেখকগণ হইতে নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, হার্ক্যুলিস্ কোন্ দেবতা ; কিন্তু মেগাস্থেনীসের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বোধ হয়, তিনি কৃষ্ণ। তিনি বলেন, সমতলবাসীদিগের মধ্যে পাটলিপুত্র নগরে তাহার প্রতিষ্ঠাতারূপে, বিশেষতঃ মথুরা ও কৃষ্ণপুরে কৃষ্ণ-পূজা প্রচলিত। মথুরা ও কৃষ্ণপুর যমুনাতীরে অবস্থিত কুরুসেনগণের নগর। এই উভয় নগর অদ্যাপি কৃষ্ণপূজার জন্য বিখ্যাত।

মেগাস্থেনীস বলেন, কৃষ্ণ ক্ষিতিজ ; এ বিষয়ে তিনি মাকেদনীয়দিগের মত অনুসরণ করেন নাই ; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার বর্ণনা হার্কু্যলিসের সহিত মিলিয়া যায়।

সেকেন্দরের সহচরগণলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোধ হয়, গ্রীকগণ যে দেবকে ডায়োনীসস্ নামে অভিহিত করে, তিনি শিব। মেগাস্থেনীসের বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয় কৃষ্ণ অপেক্ষা ইহাঁরই গ্রীক দেবতার সহিত অধিকতর সাদৃশ্য আছে। পূর্ববর্তী লেখকগণ যে যে কারণে শিব ও ডায়োনীসস্‌কে এক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, মেগাস্থেনীসও সেই সমুদায় কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, ভারত-বাসীদিগের মতে শিব মেরুপর্বতে বাস করেন ; মহা সমারোহে মদ্যাদি সহকারে ইহাঁর পূজা নির্বাহ হয় ; ইনি দ্রাক্ষা, ফলশস্য এবং জ্ঞানের দেবতা। কিন্তু ডায়োনীসস্ কি জন্য পশ্চিম হইতে আসিয়া আবার তথায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত কেহই বলিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণ ও শিবের উপাসনা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল, সুতরাং তাহার বর্ণনা দ্বারা আমাদিগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। বরং বৌদ্ধদিগের বিবরণ প্রদান করা অধি-কতর আবশ্যক ছিল। সেকেন্দরের সহচর বা পূর্ববর্তীগণ কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভিন্ন অপর একটী ধর্ম প্রচলিত ছিল।

মেগাস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর পণ্ডিত (Philo-sophoi) বর্তমান ; এক শ্রেণীর নাম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম শ্রমণ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই শ্রমণ কাহারা ? কেহ বলেন, তাহারা বৌদ্ধ ; কেহ তাহা অস্বীকার করেন ; উভয় পক্ষই স্ব স্ব মত স্থাপনের জন্য যথেষ্ট প্রবল যুক্তি উপস্থিত করেন। তথাপি মনে হয়, যাঁহারা শ্রমণদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের মতই

সমীচীন ; কারণ গ্রীকদিগের মধ্যে মেগাস্থেনীসই প্রথম বৌদ্ধগণের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন।

মেগাস্থেনীস ব্রাহ্মণগণের মত ও বিশ্বাস জানিবার জন্যও যত্ন করিয়াছিলেন ; তাহাতে সম্যক্ কৃতকার্য না হইলেও তিনি এবিষয়ে অনেক তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মণগণ বিশ্বের মূল স্বরূপ যে পঞ্চভূত স্বীকার করেন, মেগাস্থেনীসের নিকট তাহা অজ্ঞাত ছিল না। পঞ্চভূত এইজন্য বলা হইল যে ব্রাহ্মণগণ আকাশ নামক একটী পঞ্চভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। (গ্রীকগণ চারিভূত মানিত—অনুবাদক)।

পরিশেষে, গ্রীকদিগের মধ্যে একমাত্র মেগাস্থেনীসই ভারতীয় জাতিসমূহের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়া গিয়াছেন। যদিচ তাহার মূল্য অধিক ; কিন্তু তাহা মেগাস্থেনীসের অনুসন্ধিৎসার দোষ নয়, ভারতীয় ইতিহাসেরই প্রকৃতির দোষ।*

[অতঃপর Dr. Schwanbeck প্লীনি-প্রদত্ত একটি তালিকা (catalogue) সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইবে না বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল।]

এক্ষণে, যে যে গ্রন্থকার স্বীয় স্বীয় গ্রন্থপ্রণয়নে মেগাস্থেনীসের নিকট ঋণী, তাঁহারা "ভারতবিবরণে"র কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। এই গ্রন্থকারগণের মধ্যে ষ্ট্রাবো, আরিয়ান্, ডায়োডোরস্ ও প্লীনি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ষ্ট্রাবো—এবং তাঁহার ন্যায় আরিয়ান্—ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে সম্যক্ আলোচনা ও অনুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায় না ; তাঁহারা মেগাস্থেনীসের উক্তি অনেকস্থলে

* মেগাস্থিনীসকৃত গ্রন্থের যাহা যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞানলাভ হয় না। সেকেন্দরের সহচরগণও এ বিষয়ে নীরব ছিলেন।

সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন—তথাপি, তাঁহাদিগের লিখন-প্রণালী মনোরম এবং তাঁহাদিগের বর্ণনা বিশুদ্ধ। কিন্তু অনেক সময়ে ষ্ট্রাবো পাঠকের শিক্ষা ও প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে নীরস নিরানন্দকর বিষয় ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন, যাহাতে শুষ্ক নামমালা সুন্দর ও মনোহর আখ্যায়িকার স্থান অধিকার না করে। ইহা দোষের বিষয় না হইলেও, ইহাতে এমত অনেক তত্ত্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে, যদ্দারা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বহুপরিমাণে বর্ধিত হইত। ষ্ট্রাবো হৃদয়গ্রাহী হইবার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা এতদূর পরিচালিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন স্থান সমূহের বর্ণনা নাই বলিলেই হয়।

ডায়োডোরস্ এবিষয়ে সমুদায় মাত্রা অতিক্রম করিয়াছেন। অপরের শিক্ষাবিধানের জন্য পাণ্ডিত্যসহকারে লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; যাহাতে বহুলোকে অক্লেশে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমোদলাভ করে, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; এজন্য তিনি কেবল এই উদ্দেশ্যের উপযোগী স্থল সকলই সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি অনেক সূক্ষ্ম বর্ণনা এবং উপাখ্যান পরিত্যাগ করিয়াছেন, কারণ পাঠকগণ ঐ সকল উপাখ্যান বিশ্বাস করিত না। তিনি ভারতবাসী-দিগের জীবনের কেবল সেই সকল বিষয়ই বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা গ্রীকগণের নিকট অদ্ভুত ও আমোদজনক। কিন্তু তাহা হইলেও তৎকৃত সংগ্রহ-পুস্তকের মূল্য আছে। ইহাতে যদিও নূতন কিছুই নাই, তথাপি ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে একটা ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; মেগাস্থেনীসকৃত গ্রন্থের অনেক বাক্য ইহার সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে।

ষ্ট্রাবো, আরিয়ান ও ডায়োডোরস প্রায় একই প্রকার বিষয়ের বর্ণনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং "ভারতবিবরণের" অধি-কাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে; এবং অনেক স্থলেই তিনটী—প্লীনির কৃপায় কখনও বা চারিটী—চুম্বক বর্তমান রহিয়াছে। ইহা অদ্ভুত বটে।

প্লীনি উক্ত গ্রন্থকারত্রয়ের, বিশেষতঃ ডায়োডোরসের, বহু পশ্চাতে। ডায়োডোরসের সহিত তাঁহার পার্থক্য গুরুতর—তাঁহার অভাবও তিনি বহুপরিমাণে পূরণ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো ও আরিয়ানের বর্ণনা শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী; ডায়োডোরসের লিখনপ্রণালী সরস ও মনোহর; কিন্তু প্লীনি নীরস ভাষায় কেবল কতকগুলি শুষ্ক নামের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের এই ভাগ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আশ্চর্য শ্রমশীলতা সহকারে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে অনেকস্থলেই সমুচিত সাবধানতা ও সুবিবেচনার অভাব লক্ষিত হয়; ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদিগকে অনেকস্থলে বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই প্রশংসা করিয়াছেন—এটা তাঁহার স্বভাব; এজন্য তৎপ্রদত্ত তাম্রপর্ণী ও প্রাচ্যদেশের বর্ণনা তুলনা করিলে মনে হয়, তিনি দুই বিভিন্ন যুগে জীবিত ছিলেন। প্লীনি পুনঃপুনঃ মেগাস্থেনীসের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে তিনি অনেকস্থলেই ঋণ স্বীকার না করিয়াই তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মেগাস্থেনীস প্রণীত গ্রন্থের মূল্য প্রামাণিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহারা পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গুণাগুণ বিচার করিতে যাইয়া প্রাচীন গ্রন্থকারগণ মেগাস্থেনীসকে নিঃসন্দেহরূপে মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসযোগ্য লেখক শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়াছেন; তাঁহাদিগের মতে তিনি প্রায় ক্টীসিয়সের সমতুল্য। একমাত্র আরিয়ান তাঁহার সম্বন্ধে একটু সুবিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে আমি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক সংকলন করিব। সেকেন্দরের সহচরগণ, নেয়ার্খস—যিনি ভারতের পাদদেশবাহী মহাসাগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন—এবং এরাটস্থেনীস ও মেগাস্থেনীস, এই দুই প্রশংসনীয় ব্যক্তি, যাহা কিছু বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, উহাতে তৎসমুদায়ই সংগৃহীত হইবে।" (সেকেন্দরের অভিযান। ৫।৫)।

আরিয়ান মেগাস্থেনীসের বিশ্বাসযোগ্যতায় কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। নিম্নলিখিত বাক্যে তিনি শুধু পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে মেগাস্থেনীস ভারতবর্ষের অল্পাংশই স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন—

"আমার বোধ হয়, মেগাস্থেনীস ভারতবর্ষে অধিকদূর গমন করেন নাই; ফিলিপতনয় সেকেন্দরের সহযাত্রীদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক গিয়াছিলেন, এই মাত্র।"

মেগাস্থেনীস একস্থানে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ১১৮টী জাতির বাস। তৎপ্রসঙ্গে আরিয়ান বলিতেছেন—

"মেগাস্থেনীসের সহিত আমার এতদূর ঐক্যমত্য আছে যে আমি স্বীকার করি, ভারতে বহুসংখ্যক জাতি বাস করে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে তিনি কি করিয়া ঐ সংখ্যায় উপস্থিত

হইলেন ; কারণ তিনি নিজে ভারতের অধিকাংশই দর্শন করেন নাই, এবং বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যেও কোনও প্রকার গতায়াত বা যোগাযোগ নাই।”

মেগাস্থেনীসের নিন্দুকগণের মধ্যে এরাটস্থেনীস প্রধান, এবং ষ্ট্রাবো ও প্লীনি তাঁহার সহিত একমত। অপরাপর লেখকগণ—ডায়োডোরস তাঁহাদিগের মধ্যে একজন—মেগাস্থেনীস লিখিত অনেক স্থান বর্জ্জন করিয়াছেন ; তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহারা এই সকল স্থলে তাঁহাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। ষ্ট্রাবো বলেন—

“এ যাবৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী ; ডীমখস ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথম ; তাঁহার নীচেই মেগাস্থেনীসের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আর অনীসিক্রিটস্, নেয়ার্খস ও তাঁহাদিগের ন্যায় অন্যান্য লেখকগণ অস্ফুটভাবে দুই একটা সত্য বলিয়াছেন, এই মাত্র। সেকেন্দরের কার্যাবলী বর্ণনা করিতে যাইয়া এ বিষয়ে আমাদিগের বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। ডীমখস ও মেগাস্থেনীস একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য। ইহাঁরা নানা অলৌকিক জাতির উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। কোন জাতির কর্ণ এত বৃহৎ যে তাহাতে শয়ন করা যায় ; কোনটির মুখ নাই ; কোনটি নাসাবর্জ্জিত ; কোনটি একচক্ষু ; কোনটির পদ উর্ণনাভের পদের ন্যায় ; কোনটির আঙ্গুল পশ্চাদ্দিকে। বামন ও সারসের যুদ্ধ সম্বন্ধে হোমরের যে আখ্যায়িকা আছে, ইহাঁরা তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। এই বামনগণ তিন বিঘস্ত দীর্ঘ ছিল বলিয়া ইহাদিগকে ইহাঁরা “ত্রিবিঘস্ত” নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা, কীলকাকার মস্তকবিশিষ্ট নরপশু (Pans), অজগর—যাহা সশৃঙ্গ গো ও হরিণ উদরসাৎ করে—ইত্যকার অনেক গল্প ইহাঁদিগের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ, এরাটস্থেনীস বলেন, ইহাঁরা পরস্পরকে এ সম্বন্ধে মিথ্যাবাদী বলিতেও ছাড়েন

নাই। ইহাঁরা উভয়েই পাটলিপুত্রে দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন —মেগাস্থেনীস চন্দ্রগুপ্তের ও ডীমখস তৎপুত্র অমিত্রঘাতের সভায় বাস করিয়াছিলেন। এই তো তাঁহাদিগের ভারতবাসের স্মৃতি-লিপি; উহা রাখিয়া যাইবার কি আবশ্যকতা ছিল, বুঝিতে পারিতেছি না।”

ষ্ট্রাবো তৎপর বলিতেছেন—“পাট্রক্লীস মোটেই ইহাঁদিগের ন্যায় নহেন; এরাটস্থেনীস যে সকল গ্রন্থকারের নিকট ঋণী, তাঁহারাও এমন বিশ্বাসের অযোগ্য নহেন।” এই উক্তি বড়ই অদ্ভুত; কারণ, এরাটস্থেনীস প্রধানতঃ মেগাস্থেনীসেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

প্লীনি বলেন—“অন্যান্য গ্রীক লেখকগণও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদিগের অজ্ঞতা দূর করিয়াছেন; ইহাঁরা মেগাস্থেনীস্ ও ডায়োনীসিয়সের ন্যায় ভারতে বাস করিয়াছিলেন, এজন্য ভারতবাসীদিগের সেনাবল সম্বন্ধেও তথ্য প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের বিবরণ মনোযোগপূর্বক পাঠ করিবার যোগ্য নয়; কারণ উহা অবিশ্বাস্য ও পরস্পরের বিরোধী।”

এই সমালোচকগণের এবম্প্রকার উক্তি পাঠ করিলে মনে হইতে পারে, ইহাঁরা মেগাস্থেনীসের সত্যবাদিতায় সম্পূর্ণরূপে সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশই স্বীয় পুস্তকে উদ্ধৃত করিতেন না। এরাটস্থেনীস তাঁহার নিকট কম ঋণী নহেন। ষ্ট্রাবোর ৬৮৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলিতেছেন, “পান্থনিবাস সমূহের দপ্তরের সাহায্যে ভারতের বিস্তার নির্ণীত হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।” এই বাক্য কেবল মেগাস্থেনীসের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাস্তবিক তাঁহার গ্রন্থের কেবল দুই স্থলে ত্রুটি লক্ষিত হয়—প্রথমতঃ, অবাস্তব জাতি-সমূহের বর্ণনায়; হার্ক্যুলিস ও ভারতীয় ডায়োনীসসের কাহিনীতে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও সমালোচকগণ মেগাস্থেনীস অপেক্ষা অপরের বিবরণে অধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। হার্ক্যুলিস ও ডায়োনীসস্

সম্বন্ধে পূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা গিয়াছে; এক্ষণে ভারতের পৌরাণিক ভূগোল বিবেচ্য।

কিন্তু প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রাচীনতম কাল হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ চতুর্দিকে বর্বর আদিম অধিবাসীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, এবং তাহাদিগের সহিত ইহাঁদিগের দেহ ও মন, উভয় বিষয়েই গুরুতর পার্থক্য ছিল। তাঁহারা এই পার্থক্য তীব্ররূপে অনুভব করিতেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বর্বরগণ যেমন দেবতাদিগের আদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তেমনি স্বভাব ও প্রকৃতিতেও ইহারা আর্য-গণ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ছিল; এমন কি ইহারা মানব অপেক্ষা বরং পশু বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। মনের পার্থক্য সহজে অনুভূত হয় না। কিন্তু আর্য্যগণ অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বর্বর-গণের সহিত তাঁহাদিগের দৈহিক পার্থক্য কত গুরুতর। এই পার্থক্য আরও বাড়াইয়া, বর্বরগণের যাহা ভাল, তাহাও মন্দরূপে বর্ণনা করিয়া, আর্যগণ তাহাদিগের এক ভয়াবহ ও কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। জনপ্রবাদের সাহায্যে এই চিত্র যখন সকলের মনে বদ্ধমুল হইল, তখন কবিগণ অত্যুক্তিপূর্ণ উপাখ্যানদ্বারা ইহাকে ভীষণতর করিয়া তুলিলেন। অপর কতকগুলি জাতি—ইহারা আর্যজাতিরই অন্তর্ভূত—বর্ণসঙ্কর; তাহারা আর্যোচিত আচার-ব্যবহার বিশেষতঃ জাতিভেদ বর্জিত ছিল; এজন্য তাহারা আর্যগণের এতদুর ঘৃণাভাজন হইয়াছিল যে তাহারাও বর্বরগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এবং তাহাদিগেরই মত জঘন্যরূপে চিত্রিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা মহাকাব্যে দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণাধিকৃত ভারতবর্ষ চতুর্দিকে অবাস্তব জাতিসমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাদিগের বর্ণনা এমন অদ্ভুত যে অনেক সময়েই তাহার মুল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভারতীয় দেবতাবৃন্দ ও তাঁহাদিগের অনুচরগণের মূর্তি আরও

বিচিত্র। এ বিষয়ে কুবের ও কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ; কারণ ইহাঁদিগের মূর্ত্তি রচনায় মানব-কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় (মহাভারত—শল্যপর্ব, ৪৬ম অধ্যায়)। কিন্তু বর্বরজাতিসমূহ হইতে ইহাঁরা স্বতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, কেন না, আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন, ইহাঁরা ভারতবর্ষে বাস করেন না, এবং মানবের সহিত ইহাঁদিগের কোনও সম্পর্ক নাই। অতএব গ্রীকদিগের পক্ষে উভয়কে এক বলিয়া ভ্রমে পড়িবার কোনও কারণ ছিল না।

কিন্তু আর্যগণ মানব ও দেবতার মধ্যবর্ত্তী আর এক শ্রেণীর অসংখ্য জীব কল্পনা করিয়াছিলেন ; ইহাদিগকে বর্বরগণের সহিত এক মনে করা অতি সহজ। রাক্ষস ও পিশাচদিগের স্বভাবচরিত্র কাল্পনিক জাতিসমূহের মত ; বিশেষত্ব এই যে ঐ জাতি সকলের এক একটিতে এক একটি স্বভাব আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু রাক্ষস ও পিশাচগণের মধ্যে সমুদায়ই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। উভয়ের পার্থক্য এত কম যে একটি হইতে অপরটিকে চিনিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, রাক্ষসগণ ভীষণ বলিয়া বর্ণিত হইলেও মানুষের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে ; তাহারা পৃথিবীতে বাস করে এবং মানবের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকে ; সুতরাং রাক্ষস ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি, যে সে ভারতবাসীর পক্ষে তাহা বলা অত্যন্ত দুরূহ। রাক্ষসদিগের মধ্যে এমন কোনও প্রকৃতি দেখা যায় না যাহা কোন না কোন জাতিতে বর্তমান নাই। গ্রীকগণ নিশ্চয়ই শ্রুতিপরম্পরায় ইহাদিগের বিষয় অবগত হইয়াছিল—যদিচ তাহার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নাই —কিন্তু তাহা হইলেও, সেইজন্য ভারতবাসীদিগের ধারণানুসারে বিভিন্ন জাতির বর্ণনায় তাহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে এই সকল জাতি সম্বন্ধে কিংবদন্তী গ্রীকদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। কারণ, উপাখ্যানের সহিত

কিয়ৎপরিমাণে কবিত্বশক্তি মিশ্রিত থাকিলে তাহা সহজেই জনসমাজে ব্যাপ্ত হয় ; এবং উহাতে কল্পনার ভাগ যত অধিক, ততই উহা সকলের আদরণীয় হইয়া উঠে। ভারতীয় লেখকগণ এমন অনেক উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, যাহাতে পশুগণ পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতেছে। এই সকল উপাখ্যান পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে; কি উপায়ে প্রচলিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। হোমরের কতকগুলি উপাখ্যান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইয়ুরোপে বেদ সমধিক পরিচিত হইবার পূর্বে ইহা অনুমানের বিষয় ছিল—অবিসংবাদী যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইবার বিষয় ছিল না। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি গ্রীকদিগের মহাকাব্য যতই আদিম সরলতা হইতে দূরে গিয়াছে, ততই এই সকল উপাখ্যানে পূর্ণ হইয়াছে ; পরবর্তী যুগের মহাকাব্যে এই উপাখ্যানগুলি আরও অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যাঁহারা মনে করেন, যে সকল উপাখ্যানে ভারতের নাম বর্তমান, কেবল সেই গুলিই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ; কারণ কোনও গল্প এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হইলে গল্পোল্লিখিত স্থানও সঙ্গে সঙ্গে নীত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ভারতীয় আর্যগণ বলেন, হিমালয়ের উত্তরে একদেশে উত্তর কুরুগণ বাস করেন : তাঁহারা মহাসুখে সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকেন ; রোগ শোক কাহাকে বলে, জানেন না। প্রত্যুত সর্বসুখপূর্ণ স্বর্গোপম জনস্থানে নিত্যানন্দে বিহার করেন। এই উপাখ্যান অতি প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তদুল্লিখিত স্থানও গৃহীত হয়। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, হীসিয়ডের (Hesiod) সময় হইতে গ্রীকগণ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, গ্রীসের উত্তরে Hyperboreans নামক জাতি বাস করে। এই নামটিও অনেকটা ভারতীয় "উত্তরকুরু" নামের অনুরূপ। ভারতবর্ষীয়েরা কেন উত্তরকুরুগণের দেশ উত্তরে স্থাপন করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে;

কিন্তু গ্রীকগণের পক্ষে Hyperboreans-এর দেশ উত্তরে কল্পনা করিবার কোনই কারণ নাই ; শুধু তাহাই নয় ; গ্রীকদিগের পৃথিবী সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা উক্ত কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যান্য গল্পও গ্রীকদিগের বিশ্বাসানুযায়ী অন্যান্য স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রীকগণ যখন অজ্ঞাতসারে ভারতীয় উপাখ্যান সমূহ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা প্রথম ভারতীয় পৌরাণিক ভূগোলের সহিত পরিচিত হয়। তৎপর স্কাইলাক্স্ এ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান দান করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বিবরণ লিখেন। স্কাইলাক্সের সময় হইতে সমুদয় লেখকই অবাস্তব জাতি সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাদিগকে ঈথিয়োপীয় বলিয়া মনে করিতেন ; এজন্য তাঁহারা—বিশেষতঃ ক্টীসিয়স, মিথ্যাবাদী বলিয়া নিন্দাভাজন হইয়াছে। ক্টীসিয়াস তাঁহার ভারত বিবরণের (Indika-র) উপসংহারে বলিতেছেন—"এইরূপ, এবং ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত অনেক উপাখ্যান বর্জিত হইল ; নতুবা, যাহারা এই সকল জাতি দেখে নাই, তাহারা আমাকে বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিত।" এস্থলে তিনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। কারণ তিনি আরও অনেক অবাস্তব জাতির বর্ণনা দিতে পারিতেন। যেমন, ব্যাঘ্রমুখ, ব্যালগ্রীব, তুরঙ্গবদন, অশ্বমুখ, শ্বাপদ, চতুষ্পদ, ত্রিনেত্র, ষট্শতনেত্র।

সেকেন্দরের সহচরগণও এই সকল উপাখ্যান অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। এমন কি তাঁহারা প্রায় সমস্তগুলিই ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছিলেন ; আর, ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তবে আর আশ্চর্যের কি যে মেগাস্থেনীসও এতগুলি বিশিষ্ট লোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই সকল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিবেন। এই উপাখ্যানগুলি ষ্ট্রাবোর ৭১১ পৃষ্ঠায়, প্লীনির ৭।২।১৪—২২ অধ্যায়ে ও সলিনাসের ৫২ অধ্যায়ে বর্তমান রহিয়াছে।

[Dr. Sohwanbeck ইহার পর মেগাস্থেনীস বর্ণিত কয়েকটি উপাখ্যানের আলোচনা করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের অনুবাদকালে তাহার মর্ম দেওয়া যাইবে।]

অতএব, অপর লেখকগণের সহিত তুলনায় মেগাস্থেনীসের সত্যবাদিতায় সন্দেহ থাকিতে পারে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও অপরের নিকট শুনিয়াছেন, তাহাই যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বর্ণনা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে, তিনি যাঁহাদিগের নিকট তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের সত্যবাদিতায় কোনও সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কেন না, মেগাস্থেনীস যাহা নিজে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা ব্রাহ্মণদিগের নিকট অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন ; তিনি পুনঃ পুনঃ প্রমাণস্থলে তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিয়াছেন। এই হেতু, তিনি কেবল প্রাচ্যদিগের রাজ্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; কিন্তু অপরাপর জাতির বল ও সৈন্য সংখ্যা নির্ণয় করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে তাঁহার গ্রন্থে যথার্থ পর্যবেক্ষণ-ফল ও গ্রীকমতের সহিত ভারতীয় মত মিশ্রিত রহিয়াছে।

অতএব সেকেন্দরের সহচরগণের, কিংবা তাঁহার সম্বন্ধে এ আপত্তি উঠিতে পারে না, যে তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অত্যধিক। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে তিনি গ্রীকদিগের নিকট ভারতের যথোপযুক্ত বিবরণ দিতে যাইয়া অত্যল্প লিখেন নাই। কারণ, তিনি ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা, ফলশস্য, জলবায়ু, বৃক্ষলতা, ধর্ম্ম ও শাসন-প্রণালী, আচার ব্যবহার ও শিল্প ; —এক কথায় রাজন্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দূরতম জাতি পর্যন্ত ভারত-বাসীদিগের সমগ্র জীবন—বর্ণনা করিয়াছেন। এবং এজন্য অপ্রমত্ত ও অকলুষিত মনে অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বিষয়ও তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা

করিয়াছেন। যদি কোনও বিষয় পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে যদি অতি সামান্যই বর্ণিত হইয়া থাকে, সাহিত্য যদি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে—তবে আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মেগাস্থেনীসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ বর্তমান নাই; আমরা যাহা পাঠ করিতেছি, তাহা চুম্বক ও বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থের কতিপয় অংশ মাত্র।

এতক্ষণ যাহা ব্যাখ্যাত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, মেগাস্থেনীস তাঁহার বর্ণনার জন্য ক্টীসিয়সের নিকট ঋণী কি না। আমরা দেখাইয়াছি যে ইহাঁরা উভয়েই যে সকল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা প্রচলিত ছিল। মেগাস্থেনীস নিজে কখনও ক্টীসিয়সের উল্লেখ করেন নাই; এবং ক্টীসিয়সের গ্রন্থে যে সকল উপাখ্যান আছে, তাহা তিনি ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছেন, ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মুখ-বিহীন প্রভৃতি অবাস্তব জাতির প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে তিনি ক্টীসিয়সের অনুসরণ করেন নাই। একের বর্ণনার সহিত অপরের বর্ণনার একান্ত সৌসাদৃশ্য না থাকিলে একথা বলা যাইতে পারে না যে একজন আর একজনের নিকট ঋণী; সুতরাং মেগাস্থেনীস ক্টীসিয়সের অনুসরণ করিয়াছেন, এরূপ কেহই বলিতে পারেন না। উভয়ের গ্রন্থ মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করিলে বুঝা যাইবে যে কেবল তাঁহাদিগের বর্ণনীয় বিষয় এক, ব্যাখ্যা প্রণালী বিভিন্ন। বরং উভয়ের বর্ণনায় সৌসাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। শিল নদীর বর্ণনা ইহার একমাত্র ব্যতিক্রমস্থল। ক্টীসিয়স লিখিয়াছেন, উহাতে কিছুই ভাসে না, সমস্তই ডুবিয়া যায়। মেগাস্থেনীসও ঐরূপ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় অতিরিক্ত আরও কিঞ্চিৎ আছে। লাসেন বলেন, ঐ প্রবাদ ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, ঐ নদীতে যাহা কিছু পড়ে, তাহাই প্রস্তরে পরিণত হয়। সুতরাং

উভয় লেখকই ভারতবর্ষ হইতে উপাখ্যানটি গ্রহণ করিয়া ইচ্ছানুরূপ বর্ণে উহা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। তাহা হইলেও মনে হয়, এস্থলে মেগাস্থেনীস ক্টীসিয়সের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু যখন অন্যান্য উপাখ্যানের বর্ণনায় উভয়ের ঐক্য নাই, যখন মেগাস্থেনীস ক্টীসিয়স অপেক্ষা বিস্তৃতরূপে উপাখ্যানগুলি বিবৃত করিয়াছেন, তখন এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে তিনি ভারতবাসী-দিগের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং উহা ভারতীয় সাহিত্যে বর্তমান ছিল। অন্যান্য বিষয়ে অতি সামান্য কারণও বর্তমান নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে, তিনি ক্টীসিয়সের গ্রন্থ হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভারতবাসীদিগকে প্রমাণ স্থলে উল্লেখ করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

তিনি যে সকল সামান্য সামান্য ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার কতকগুলি এ প্রকার যে অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকারীও তাহা পরিহার করিতে পারেন না। যেমন, তিনি বলিয়াছেন, বিপাশা ইরাবতীতে পতিত হইতেছে। কতকগুলি ভ্রমের কারণ এই যে তিনি কোন কোন সংস্কৃত শব্দ বুঝিতে পারেন নাই। ইহার দৃষ্টান্ত—তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে লিখিত সংহিতা বা বিধি নাই—বিচার কার্য স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করে।* তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন, যে সকল ব্রাহ্মণ তিন বার অশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন, দণ্ডস্বরূপ তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন মৌনব্রত অবলম্বন করিতেহয়। এই উক্তির অর্থ কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই। আমার বোধ হয়, তিনি "মৌনী" শব্দ শুনিয়াছিলেন ; জানিতেন না যে উহার "ঋষি" ও "নির্বাক্" এই দুই অর্থই আছে। পরিশেষে, অপর কতকগুলি ভ্রমের মূল এই যে তিনি অনেক ভারতীয় ব্যবস্থা গ্রীকমতের দ্বারা বিচার করিয়াছেন। এজন্যই তিনি ভারতীয় জাতিভেদের বিশুদ্ধ

* Schwanbeck পূর্বে এক পদটীকায় দেখাইয়াছেন যে মেগাস্থেনীস "স্মৃতি" শব্দের অর্থ না বুঝিতে পারিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (অনুবাদক)

বৃত্তান্ত দিতে পারেন নাই, এবং দেবদেবী ও অন্যান্য বিষয়ে ভ্রমসঙ্কুল বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তাহা হইলেও, মেগাস্থেনীসের গ্রন্থ, গ্রীকসাহিত্য, এবং গ্রীক ও রোমক জ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, প্রাচীনকালে ঐ দুই জাতির ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ, পরবর্তীকালে গ্রীকদিগের ভূগোলজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান মেগাস্থেনীসের গ্রন্থে এমন পূর্ণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে পরে যাঁহারা ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে পরিমাণে "ভারত বিবরণের" অনুসরণ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে উহা সত্যানুরূপ হইয়াছে। মেগাস্থেনীস কেবল নিজের গুণে আদরণীয় নহেন ; তাঁহার অন্যবিধ গুরুত্বও বর্তমান রহিয়াছে। তাহা এই যে পরবর্তী লেখকগণ তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন ; সুতরাং তিনি সমগ্র গ্রীক ও রোমক বিজ্ঞানের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

গ্রীক সাহিত্যে মেগাস্থেনীস-কৃত "ভারত বিবরণের" এই বিশেষ স্থান ব্যতীত ইহার আরও মূল্য আছে। কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যে সকল উৎস বর্তমান আছে, উহা তন্মধ্যে শেষ নহে। এক্ষণে ঐ দেশ সম্বন্ধে আমাদিগের স্বোপার্জিত জ্ঞান আছে ; তাহা হইলেও, আমরা অন্যত্র যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, মেগাস্থেনীসের গ্রন্থ অনেক বিষয়ে তাহা বৃদ্ধি করে ; যদিও বহুস্থলে তাঁহার অভাব পূরণ ও ভ্রম সংশোধনেরও আবশ্যকতা আছে। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে উহাতে আমরা নূতন যাহা শিক্ষা করি, তাহার সংখ্যা ও গুরুত্ব বড় অধিক নহে। কিন্তু নূতন শিক্ষা অপেক্ষাও গুরুতর প্রয়োজন আছে। মেগাস্থেনীস ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সময়ের চিত্র আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। কারণ ভারতীয় সাহিত্য পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে ; এজন্য, আমরা যদি অনুসন্ধান করি, কোন কালে কি ঘটিয়াছিল, তবে উহার সাহায্যে আমরা কিছুতেই ঘনীভূত সন্দেহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থেনীসের পরবর্তী লেখকগণ

গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থেনীসের গ্রন্থ হইতে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্মতম। কিন্তু সে যুগে আরও কেহ কেহ ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। প্লাটী নিবাসী ডীমখস সেলিয়ুকস কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী অমিত্রঘাতের নিকট, এবং ডায়োনীসিয়স্ টলেমী ফিলাডেলফস্ কর্ত্তৃক ভারতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পাট্রক্লীস অর্ণবযানে ভারত মহাসাগরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেকেন্দরের আদেশে ভারতের সূক্ষ্মবিবরণপূর্ণ যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কদাচিৎ মেগাস্থেনীসের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের যে যে স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও বিশেষ বিশেষ প্রদেশের বিবরণ সম্বন্ধীয় ; এজন্যও বোধ হয়, ইহাঁরা মেগাস্থেনীসের মর্যাদা ও প্রামাণিকতা কিছুতেই স্বীকার করেন নাই।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের দ্বিতীয় যুগে গ্রীকগণ সচরাচর ঐ দেশে ভ্রমণ করিতে আসিতেন, এবং স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার বিবরণ লিখিতেন। ইহার পর তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইল। এই যুগে স্বয়ং ভারতে ভ্রমণ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এমত লোক মোটেই নাই, তাহা নহে ; কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অত্যল্প ; আর, তাঁহারা কেবল ভারতের উপকূলের বিবরণ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে একজন সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি লোহিত-সাগর প্রদক্ষিণের বৃত্তান্ত লিখেন। ইনি অশিক্ষিত ও দক্ষতাবিহীন ছিলেন ; তথাপি ইহার গ্রন্থ বর্তমান কালেও উপেক্ষা করা যায় না। এই যুগের বিশেষত্ব এই যে পূর্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছিল তৎসমুদায় সুনিপুণ পণ্ডিতোচিত বর্ণনায় পরিণত, সর্বজন-গৃহীত বিচার-প্রণালী দ্বারা পরীক্ষিত, ও প্রাঞ্জল শৃঙ্খলার সহিত

বিন্যস্ত হয়, এবং ইহাতে উহা সহজেই সর্বসাধারণের অধিগম্য হইয়া উঠে।

এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া যাঁহারা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহারা মেগাস্থেনীসের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণী। আমরা দেখিতে পাই, সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক এরাটস্থেনীস ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিপার্খস মেগাস্থেনীসের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব উপাদান আহরণ করিয়াছেন। এরাটস্থেনীস ভারতবর্ষের বিস্তার, চতুঃসীমা ও পূর্ব-ভাগ, সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমন এবং বৎসরে দুইবার শস্য বপন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা মেগাস্থেনীস হইতে গৃহীত, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ে তিনি মেগাস্থেনীসের সহিত একমত হন নাই। যেমন, ভারতের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের পরিমাণ তিনি অন্যরূপ লিখিয়াছেন, অথবা তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াও তাহার সহিত ভ্রান্ত সংখ্যার যোগ করিয়াছেন। যেমন, তিনি লিখিয়াছেন, ভারতের দক্ষিণ সীমা ও মেরুর অবস্থান একই। ইহাতে ঐ দেশের আকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে যেমন এরাটস্থেনীসের ভ্রমগুলি গ্রীকভূগোলে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে, তেমনি, তাঁহার গ্রন্থের যে যে মূল মেগাস্থেনীস হইতে গৃহীত, তদনুবর্তী পরবর্তী ভূগোলকার দিগের পুস্তকে কেবল সেই সকল স্থানই সুপ্রমাণিত ও অবিসংবাদী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পরবর্তী যুগের ভৌগোলিক Polemo, Mnaseas, Apollodorus, Agatharchides ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিতে যাইয়া মেগাস্থেনীসের পদাঙ্ক কতদূর অনুসরণ করিয়াছেন, জানিবার উপায় নাই। অবশিষ্ট যাঁহারা কিয়ৎকাল পরে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্তাকারে ভূগোলবিষয়ক গ্রন্থসকল রচনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে Alexander Polyhistor স্মরণযোগ্য। ইহাঁর ভারত-বিবরণের (Indika) অধিকাংশই ভূগোল সম্বন্ধীয় হইলেও ইনি অন্যান্য বিষয়েও যথেষ্ট লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু

ঐ পুস্তকের মোটে একটি স্থল বর্তমান আছে, সুতরাং তিনি কি পরিমাণে মেগাস্থেনীসের অনুসরণ করিয়াছিলেন, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

ষ্ট্রাবো ভূগোল বিবরণের সহিত অধিবাসীদিগের বিবরণ অত্যধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায়, তিনি প্রায় সর্বত্রই মেগাস্থেনীসের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি এরাটস্থেনীসের সাহায্যে তাঁহার অভাব পূরণ করিয়াছেন। অধিবাসীদের বর্ণনাতেই এই প্রণালী বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সুতরাং তৎপ্রদত্ত ভারত বিবরণের অধিকাংশই মেগাস্থেনীসের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত; তবে স্থানে স্থানে সেকেন্দরের সহচরগণের উক্তিও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ষ্ট্রাবো এরাটস্থেনীসের ভৌগোলিক নির্ঘণ্ট অনুসরণ করিয়া ভারতের আকার সম্বন্ধে মেগাস্থেনীস হইতে বিভিন্ন সুতরাং ভ্রান্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহার পর, গ্রীক ভূগোল উন্নতি লাভ করিতে থাকে, কিন্তু জাতি বিজ্ঞান (Ethnography) উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ করে, (তাহাতে বড় হানি হইয়াছিল, তাহা নহে), কারণ গণিত অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এজন্য গণিতালোচনায় শীর্ষস্থানীয় Marinus Tyrius ও Ptolemaeus (টলেমী) মেগাস্থেনীসের গ্রন্থ হইতে প্রায় কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই সময়ে গ্রীকদিগের ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর তাঁহার প্রভাব নির্বাপিত হয়। অনেক কাল তৎপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক অংশ সংক্ষিপ্তাকারে ব্যবহৃত হইয়াছিল—যদিও লেখকগণ যেমন তাঁহার, তেমনি এরাটস্থেনীস ও অন্যান্য ভৌগোলিকের পুস্তক হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে এই যুগে তিনি বিস্মৃত হন। কারণ ভূগোল যে পরিমাণে কেবল নাম ও সংখ্যার সমষ্টিতে পরিণত হইল, ঠিক সেই পরিমাণে তাঁহার পূর্ণ ও প্লাবিত বিবরণ অব্যবহার্য ও অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। মনো-

যোগপূর্বক গভীর বিষয় অধ্যয়ন লোকের পক্ষে এমন অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহ ভূগোল সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে চাহিলে, উৎকৃষ্টতর পুস্তক পাঠ না করিয়া, উপাখ্যানপূর্ণ ও বিস্মৃতি-বিলুপ্তপ্রায় স্কাইলাক্স্ ও ক্টীসিয়সের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিত।

এইরূপে, গ্রীক ভৌগোলিকগণ যেমন দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারত-বর্ষের মনোহর বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তেমনি ঐতিহাসিকগণ তৎপ্রতি বিমুখ হইলেন। একমাত্র ডায়োডোরস তৎপ্রণীত পৃথিবীর ইতিবৃত্তে ভারতবর্ষের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উহা সমস্তই মেগাস্থেনীস হইতে গৃহীত। ভারতের এই অবহেলার যুগে আর এক শ্রেণীর লেখক মেগাস্থেনীস প্রণীত বহুতথ্যপূর্ণ গ্রন্থের আংশিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। যে সময়ে সেকেন্দরের সহযাত্রী ও মেগাস্থেনীসের সমকালীন লেখকগণের ভারতবর্ষ বিষয়ক পুস্তকা-বলী বিস্মৃত হইয়াছিল, সেই সময়ে খৃষ্টীয় সমাজের পিতৃগণ (The Fatuers of the Church) মেগাস্থেনীস কৃত ভারত বিবরণ হইতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রোমকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হইয়াছে, তাহা গ্রীকদিগের নিকট প্রাপ্ত ; সুতরাং তাহারা এ বিষয়ে নূতন প্রায় কিছুই আবিষ্কার করে নাই। তাহারা সাক্ষাৎভাবে মেগাস্থেনীসের গ্রন্থ হইতে, ও অন্যান্য গ্রীক লেখকগণের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে তাহা হইতে, অনেক বিবরণ গ্রহণ করিয়াছে। P. Terentius Varro Atacinus প্রধানতঃ এরাটস্থেনীসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভূগোল লিখিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের অজ্ঞাত নহে। M. Vipsanius Agrippa লিখিত বৃত্তি এদেশে এমন সুবিদিত নয়, যাহাতে আমরা স্থির করিতে পারি, তিনি কাহার পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, Pomponius Mela বহুস্থলে মেগাস্থেনীসের অনুসরণ করিয়াছেন, অবশ্য, তিনি অন্যান্য লেখকের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। রোমক-

দিগের মধ্যে একমাত্র সেনেকা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। উহার কেবল একটি স্থল বর্তমান আছে, তাহা মেগাস্থেনীস হইতে গৃহীত। সেনেকার পর প্লীনি ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন; মেগাস্থেনীসই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। পরবর্তী লেখক-গণের মধ্যে সলিসস্ ভিন্ন কেহই মেগাস্থেনীসের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সারসংগ্রহ ও চুম্বক লেখকগণ পূর্ববর্তী লেখকদিগের পুস্তক অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং লাটিন সাহিত্যে ও রোমক জ্ঞানে মেগাস্থেনীসের প্রভাব কিয়ৎ-পরিমাণে বর্তমান ছিল। এক্ষণে লাটিন ভাষা জীবন-যাত্রা নির্বাহে জনসাধারণের দৈনন্দিন কর্মে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি ঐ প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। মধ্য যুগে উহা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। Vincentius Belvacensis Albertus Magnus এর গ্রন্থে আমরা মেগা-স্থেনীসের বর্ণনা দেখিতে পাই।

এতক্ষণ যাহা বিবৃত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে সকল গ্রীক ও রোমক ভারতবর্ষের বিষয় অবগত ছিলেন, ও তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপর মেগাস্থেনীস অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ার্ধ

মেগাস্থেনীসকৃত ভারতবিবরণের অংশ সমূহ।

[মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত।]

মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ

প্রথম ভাগ

—ঃঃoঃঃ—

১ম অংশ। ক

অথবা

মেগাস্থেনীস লিখিত গ্রন্থের সার সংগ্রহ।

ডায়োডোরস্।

(Diod. II. 35-42.)

(৩৫) ভারতবর্ষের আকার চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার পূর্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব মহাসাগর কর্তৃক পরিবেষ্টিত। উত্তর দিকে হিমদ Hemedos) পর্বত স্কাইথিয়া (Skythia) হইতে ভারতবর্ষকে ব্যবচ্ছিন্ন করিতেছে। স্কাইথিয়া দেশে শক নামক স্কাইথীয় জাতি বাস করে। চতুর্থ অর্থাৎ পশ্চিম সীমায় সিন্ধু নামক নদ প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধুনদ এক নীলনদ ব্যতীত আর সমুদায় নদী অপেক্ষা বৃহৎ। শুনা যায়, পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তার ২৮ হাজার ষ্টাডিয়ম্, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৩২ হাজার ষ্টাডিয়ম্। এই দেশের আয়তন এত বিশাল যে, মনে হয় প্রায় সমগ্র উত্তর গ্রীষ্মমণ্ডল ইহার অন্তর্ভূত। এই জন্য ভারতের দূরতর প্রদেশে অনেক সময়ে শঙ্কু ছায়াপাত করে না, এবং রাত্রিকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং, আমরা শুনিতে পাই, এই সকল স্থানে দক্ষিণ দিকে ছায়া পতিত হয়।

ভারতবর্ষে বহু বিশাল পর্বত আছে সেগুলি সর্ববিধ ফলবান্ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, এবং অনেক বিস্তীর্ণ, উর্বর সমতল ভূমি আছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভিন্ন হইলেও সে সমুদায়ই অসংখ্য নদীদ্বারা খণ্ডিত ও পরিচ্ছন্ন। সমতল ভূমির অধিকাংশই জলপ্রণালীদ্বারা

সিক্ত, এজন্য বৎসরে দুইবার শস্য উৎপন্ন হয়। এই দেশ সর্বপ্রকার জীবজন্তু, পশুপক্ষীর আবাসভূমি, তাহারা আকার ও শক্তিতে বিবিধ ও বিচিত্র। অধিকন্তু, ভারতে অগণ্য অতিকায় হস্তী বিচরণ করে, ইহারা অপর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য লিবীয়া-দেশীয় হস্তী অপেক্ষা এগুলি অনেক অধিক বলবান্। ভারতবর্ষীয়েরা বহুসংখ্যক হস্তী ধৃত ও যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত করে, এজন্য জয়লাভের পক্ষে ইহাদিগের দ্বারা প্রচুর সহায়তা হইয়া থাকে।

(৩৬) এইরূপে দেশে অপর্যাপ্ত আহার্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়াতে অধিবাসীগণও অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ও উন্নতকায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, ও স্বাদুতম জল পান করে, সুতরাং তাহারা শিল্পকর্মে সুনিপুণ। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন সর্বাধিক কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন হয়, তেমনি ইহার কুক্ষিতে সকল প্রকার ধাতুর খনি আছে। এই সকল খনিতে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য, অল্প তাম্র ও লৌহ, এমন কি কাংস্য (টিন বা Kassiteros) ও অন্যান্য ধাতুও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ধাতু অলঙ্কার, আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী, ও যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে যব প্রভৃতি ব্যতীত, চীনা, যোয়ার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ; এগুলি নদী হইতে আনীত বহুসংখ্যক জল প্রণালী দ্বারা সিক্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত উহাতে বহুল পরিমাণে বিবিধ প্রকারের ডাল, ধান্য, বস্পরম্ (bosporom) নামক শস্য এবং প্রাণধারণোপযোগী বহুবিধ শাকসবজী উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলি স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। জীবনযাত্রা নির্বাহোপযোগী অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীও অল্প উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সে সমুদায় উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এজন্য, শুনিতে পাই, ভারতবর্ষে কখনও দুর্ভিক্ষ বা দেশব্যাপী খাদ্যাভাব জনসাধারণকে প্রপীড়িত করে না। কারণ, এদেশে বৎসরে দুইবার বর্ষা উপস্থিত হয়। শীতকালে বারিপাত হইলে অন্যান্য দেশের

স্থায় গোধুম বপন সম্পন্ন হয়। কর্কটক্রান্তির পর (অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে) দ্বিতীয় বার বারিপাত আরম্ভ হইলে ধান্য, বস্পরম্, তিল এবং চীনা যোয়ার প্রভৃতি উপ্ত হয়। ভারতবর্ষীয়েরা প্রায়ই বৎসরে দুইবার শস্য সংগ্রহ করে; প্রথমবারের বপনে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন না হইলেও দ্বিতীয়বার বপনের শস্য হইতে তাহারা কখনও একেবারে বঞ্চিত হয় না। তৎপর, স্বভাবজাত ফল, এবং জলা জমিতে উৎপন্ন, বিবিধ স্বাদুতাবিশিষ্ট মুল, অধিবাসীদিগের প্রাণধারণে প্রচুর সহায়তা করে। ফলতঃ ভারতের প্রায় সমগ্র সমতলভূমি নদীজল গ্রীষ্মকালীন বর্ষাপাত দ্বারা সিক্ত; এজন্য উহা অতি উর্ব্বর। প্রতি বৎসর আশ্চর্য রূপে ঠিক একই সময়ে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। আর গ্রীষ্মকালের প্রখর উত্তাপে জলাভূমিজাত মূল, বিশেষতঃ দীর্ঘ নলগুলি সুপক্ক হয়। বিশেষতঃ, ভারতবাসীদিগের মধ্যে এমত কতকগুলি প্রথা আছে যাহাতে ও দেশে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না। অন্যান্য জাতির নিয়ম এই যে তাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া সেগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করে। এজন্য যখন পার্শ্ববর্তী স্থানে যুদ্ধ চলিতে থাকে, তখন তাহারা বিপদ্ কাহাকে বলে জানে না। কারণ, উভয়পক্ষের যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পরস্পরকে হনন করে; কিন্তু কৃষিনিরত ব্যক্তিগণ সর্বসাধারণের হিতকারী বলিয়া অক্ষত থাকে। অধিকন্তু, ভারতবর্ষীয়েরা কখনও শত্রুর শস্যক্ষেত্র অগ্নিতে দগ্ধ, কিংবা তাহাদিগের বৃক্ষ সমূহ উচ্ছিন্ন করে না।

(৩৭) ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক বৃহৎ নৌচলনোপযোগী নদী আছে। তাহারা উত্তর সীমাস্থিত পর্বতমালায় উৎপন্ন হইয়া সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদিগের অনেকগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নামক নদীতে পতিত হইয়াছে। 'এই গঙ্গানদী ইহার উৎপত্তি স্থানে ৩০ ষ্টাডিয়ম্ বিস্তৃত; ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ

করিয়াছে। গঙ্গা গাঙ্গেয়দিগের (Gangaridai) দেশের পূর্ব সীমা। গাঙ্গেয়গণের বহু সংখ্যক মহাকায় হস্তী আছে। এজন্য এই দেশ কখনও কোনও বৈদেশিক ভূপতি কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই; কারণ, অপরাপর সমুদায় জাতিই বিপুল বলশালী অগণ্য হস্তীর কথা শুনিয়া ভয় পায়। [যেমন, মাকেদনবাসী সেকেন্দর সাহা সমগ্র এসিয়া জয় করিয়াও কেবল গাঙ্গেয়দিগের সহিত সংগ্রামে বিমুখ হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি ভারতের অন্যান্য জাতি পরাজিত করিয়া সমগ্র সেনাবল সহ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন, গাঙ্গেয়গণের যুদ্ধার্থ সজ্জিত সংগ্রাম-নিপুণ চারি সহস্র হস্তী আছে; ইহা শুনিয়াই তিনি তাহাদিগর সহিত যুদ্ধের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।] গঙ্গার সমতুল্য সিন্ধু নামক নদ উহার ন্যায় উত্তর দিকে উৎপন্ন হইয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সিন্ধু ভারতের পশ্চিম সীমা। ইহা বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং ইহাতে বহু নৌচলনোপ-যোগী উপনদী পতিত হইয়াছে; তন্মধ্যে হাইপানিস (Hypanis) হাইডাস্পীস (Hydaspes) ও আকেসিনীস (Akesines) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল নদী ব্যতীত নানা প্রকারের আরও বহু সংখ্যক নদী আছে; সমুদায় দেশ তদ্দারা সমাচ্ছন্ন ও সিক্ত হওয়াতে সর্বাধিক শস্য ও শাকসবজী অপর্যাপ্ত উৎপন্ন হইতেছে।

ভারতভূমি এমন সুজলা ও অসংখ্য নদীপূর্ণা কেন? তদ্দেশীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার নিম্নলিখিত কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের চতুষ্পার্শ্ববর্তী শক, বাহ্লীক ও আর্যজাতির দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা উচ্চ; সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চতুর্দিক হইতে নিম্নতর সমতলভূমিতে জলধারা প্রবাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভূমি সিক্ত করে, এবং এইরূপেই বহু-সংখ্যক নদী উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের একটী নদীর এক বিশেষত্ব আছে। নদীটীর নাম শিল; উহা শিল নামক নির্ঝরিণী হইতে প্রবাহিত হইতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমুদায় নদীর মধ্যে কেবল ইহাতে যাহা পতিত হয় তাহাই তলদেশে ডুবিয়া যায়, কিছুই ভাসে না।

(৩৮) সমগ্র ভারতবর্ষ অতি বিপুলায়তন; এজন্য আমরা শুনিতে পাই, এদেশে বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতি বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে কোন জাতিই বিদেশ হইতে আগমন করে নাই, সমুদায় জাতিই প্রথমাবধি এদেশে বাস করিতেছে, ভারতবর্ষই তাহাদিগের উৎপত্তিস্থান। ভারতবর্ষীয়েরা কখনও বিদেশ হইতে আপনাদিগের মধ্যে কোনও উপনিবেশ গ্রহণ করে নাই, বা বিদেশে কোনও উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। প্রবাদ আছে, প্রাচীনতম কালে এদেশের অধিবাসীগণ গ্রীকদিকের ন্যায় স্বচ্ছন্দ ভূমিজাত ফল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত, ও বন্য-পশুর চর্ম পরিধান করিত। যেমন গ্রীসে, তেমনি এদেশে, শিল্প ও জীবিকানির্বাহের উপযোগী অন্যান্য উপকরণ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভাবই মানবকে এই সকল আবিষ্কার করিতে শিক্ষা দিয়াছে; কারণ মানবের হস্ত তাহার পরম সহায়, এবং তাহার জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে।

ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একটী উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম প্রদান করা কর্তব্য। তাঁহারা বলেন, অতি প্রাচীনকালে, ভারতবাসীগণ গ্রামে বাস করিত; সেই সময়ে ডায়োনীসস্ পশ্চিম দেশ হইতে বিপুল সেনাবল লইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। তখন তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন কোনও উল্লেখযোগ্য নগর বর্তমান ছিল না; এজন্য তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ বিমর্দিত করেন। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্ম উপস্থিত হওয়াতে সেনাদলমধ্যে মহামারী আরম্ভ হইল, এবং দলে দলে সৈন্যগণ আক্রান্ত হইতে লাগিল; এজন্য এই প্রতিভাসম্পন্ন সেনানায়ক সমতলভূমি ত্যাগ করিয়া পর্বতোপরি শিবির স্থাপন করিলেন। তথায় সৈন্যগণ শীতল বায়ু

সেবন করিয়া ও নির্ঝরিণী নিঃসৃত স্রোতঃস্বিনীর নির্মল জল পান করিয়া শীঘ্রই রোগমুক্ত হইল। পর্বতের যে ভাগে ডায়োনীসস্ সৈন্যগণের আরোগ্য সম্পাদন করেন, তাহা মীরস্ (মেরু) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে এই জন্যই গ্রীকদিগের মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে দেব ডায়োনীসস্ জানু (মীরস্) হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বৃক্ষ লতা রোপণে মনোনিবেশ করেন, এবং ভারতবাসীদিগকে মদ্য ও জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করিবার সঙ্কেত শিক্ষা দেন। তিনি গ্রাম সমূহ সুগমস্থানে স্থানান্তরিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ নগর স্থাপন করেন। জনসাধারণকে দেবপূজা শিক্ষা দেন; এবং শাসনতন্ত্র ও বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে বহু শুভ কার্যের অনুষ্ঠাননিবন্ধন তিনি দেবতা বলিয়া গৃহীত হন, এবং অমরোচিত সম্মান লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে আরও জনশ্রুতি আছে যে তিনি যুদ্ধযাত্রাকালে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাইতেন, এবং দুন্দুভি ও করতাল ধ্বনির সহিত সৈন্যদিগকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিতেন; কারণ তখনও শিঙ্গা আবিষ্কৃত হয় নাই। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে বায়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া বার্দ্ধক্যবশতঃ পরলোক গমন বরেন। তাঁহার পর তদীয় পুত্রগণ রাজ্যলাভ করেন, এবং যুগযুগান্তরের জন্য সন্তান সন্ততিগণকে উহা প্রদান করিয়া যান। অবশেষে, বহু বংশের আবির্ভাব ও তিরোভাবের পরে, ইহাদিগের হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হয়, ও এই রাজ্যে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩৯) ভারতবর্ষে যাহারা পার্বত্যপ্রদেশে বাস করে তাহাদিগের মধ্যে ডায়োনীসস্ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ সম্বন্ধে উক্তরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহারা আরও বলে যে হীরাক্লীস (বা হার্কু্যলীস) ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীসে যেমন হীরাক্লীসের হস্তে গদা ও পরিধানে সিংহ চর্ম দেখিতে পাওয়া যায়,

ভারতবর্ষেও সেইরূপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি দৈহিক বল ও বীরত্বে সমুদয় মানবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার কৃপায় জল ও স্থল হিংস্র জন্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত হইয়াছিল। তিনি বহু রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া অনেক পুত্র লাভ করেন, কিন্তু কন্যা একটী বই হয় নাই। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ সমান অংশে বিভক্ত করিয়া তিনি এক এক জনকে এক এক অংশের রাজত্ব প্রদান করেন; এবং কন্যাকেও লালনপালন করিয়া এক রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া যান। তিনি বহু সংখ্যক নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে পাটলিপুত্র (Palibothra) সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও বৃহৎ। তিনি এই নগরে ঐশ্বর্যপূর্ণ সৌধমালা নির্মাণ করেন ও বিপুল জনমণ্ডলী স্থাপিত করেন। তিনি বড় বড় পরিখা খনন করিয়া নগরটী সুরক্ষিত করেন। নদীজলে পরিখাগুলি নিয়ত পূর্ণ থাকিত। এই সকল কারণে হীরাক্লীস মর্ত্যধাম হইতে প্রস্থান করিলে অমরোচিত সম্মান লাভ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অনেক পুরুষ রাজত্ব করেন। তাঁহারা অনেক স্মরণীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া কীর্তিলাভ করেন; কিন্তু কখনও ভারতবর্ষের বাহিরে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই, কিংবা বিদেশে কোনও উপনিবেশ প্রেরণ করেন নাই। অবশেষে, বহু যুগ পরে, অধিকাংশ নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়—যদিও সেকেন্দর সাহার ভারতাক্রমণ পর্যন্ত কোনও কোনও নগরে রাজতন্ত্র বর্তমান ছিল। ভারতবাসীদিগের মধ্যে যে সকল বিধি বর্তমান আছে, তন্মধ্যে প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট একটী বিধি সর্বাপেক্ষা প্রশংসাযোগ্য। এদেশের একটী বিধান এই যে কেহই কখন ক্রীতদাস বলিয়া পরিগণিত হইবে না; সকলেই স্বাধীন, সুতরাং সকলেরই স্বাধীনতার অধিকার তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইবে। কারণ, যাহারা গর্ব ভরে অপরের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করে না, কিংবা অপরের পদলেহন করে না, তাহারাই সেই প্রকার জীবন যাপনের অধিকারী, যাহা সম্পূর্ণরূপে সমুদায় অবস্থার

উপযোগী। যে বিধান সকলে সমভাবে পালন করিতে বাধ্য, কিন্তু অসমান ধনবিভাগের অনুকূল, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

(৪০) ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসিবৃন্দ সাত জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম জাতি পণ্ডিতগণ (Philosophoi sophistai)। তাঁহারা অবশিষ্ট জাতিসমূহ হইতে সংখ্যায় ন্যূন হইলেও মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার রাজকীয় কার্য সম্পাদন করিতে হয় না; সুতরাং তাঁহারা কাহারও প্রভু বা ভৃত্য নহেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবিতকালে যে সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়, সে সমুদায়, ও পরলোকগত ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, তাঁহারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা দেবতাদিগের অতি প্রিয়; এবং পরলোক সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান আছে। এই সকল অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য তাঁহারা প্রচুর সম্মান ও মহামূল্য উপহার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা জনসাধারণেরও যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা বর্ষারম্ভে মহতী সভায় সমবেত হইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে অনাবৃষ্টি, বর্ষা, সুবাতাস, ব্যাধি ও শ্রোতৃবর্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় গণনা করিয়া বলিয়া দেন। সুতরাং রাজা ও প্রজা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া পূর্বেই অভাবের জন্য সুব্যবস্থা ও অন্যান্য, আবশ্যকীয় বিষয়ের যথাবিহিত প্রতিকার করিতে সমর্থ হন। যে পণ্ডিত ভবিষ্যৎ গণনায় ভ্রম করেন, তাঁহাকে আর কোনও দণ্ড ভোগ করিতে হয় না; কেবল তিনি জনসমাজে নিন্দিত হন, ও অবশিষ্ট জীবনের জন্য তাঁহাকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হয়।

দ্বিতীয় জাতি কৃষকগণ। ইহারা সংখ্যায় অপরাপর জাতি অপেক্ষা অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধ বা অপর কোনও রাজকীয় কার্য করিতে হয় না; সুতরাং ইহাদিগের সমুদায় সময়ই কৃষিকার্যে নিয়োজিত হয়। অরিগণ ক্ষেত্রে কৃষিনিরত কৃষকের সন্নিহিত হইলেও তাহার কোনও অনিষ্ট করে না। সাধারণের হিতকারী

বলিয়া কৃষক সর্ববিধ অনিষ্ট হইতে সুরক্ষিত। সুতরাং শস্যক্ষেত্রের কোনও ক্ষতি না হওয়াতে উহা অপর্যাপ্ত শস্য প্রদান করে, এবং যাহা কিছু মানবের সুখের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অধিবাসীগণ সে সমুদায়ই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। কৃষকগণ স্ত্রী পুত্র লইয়া গ্রামে বাস করে, কখনও নগরে গমন করে না। তাহারা রাজাকে কর প্রদান করে, কারণ সমগ্র ভারতভূমি রাজার সম্পত্তি, প্রজাসাধারণের ভূমিতে কোনও স্বত্ব নাই। কর ভিন্ন তাহারা উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ রাজকোষে প্রদান করে।

তৃতীয় জাতি গোপাল ও মেষপাল, এবং মোটামুটি সেই রাখাল জাতি, যাহারা কখনও গ্রামে বা নগরে বাস করে না, কিন্তু সমস্ত জীবন শিবিরে যাপন করে। ইহারা পশুপক্ষী শিকার ও জীবিতাবস্থায় ধৃত করিয়া দেশকে আপন্মুক্ত রাখে। ভারতবর্ষ সর্বপ্রকার বন্য পশুপক্ষীতে পরিপূর্ণ—এই সকল পক্ষী কৃষকগণের বীজ উদরসাৎ করে। ব্যাধগণ অশেষ শ্রমসহকারে শিকারে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতবর্ষকে এই সকল আপৎ হইতে রক্ষা করে।

(৪১) শিল্পিগণ চতুর্থ জাতি। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করে, কেহ কেহ কৃষকগণ ও অপরের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকে। ইহারা তো কোনও প্রকার কর প্রদান করেই না; অধিকন্তু রাজকোষ হইতে ভরণপোষণের ব্যয় প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম জাতি যোদ্ধৃগণ। ইহারা সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই জাতি যুদ্ধার্থ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত, কিন্তু ইহাঁরা শান্তির সময় কেবল আলস্যে ও আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করেন। সৈন্য, যুদ্ধাশ্ব ও যুদ্ধের হস্তী—এ সমুদায়েরই ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

ষষ্ঠ জাতি অমাত্য বা মহামাত্র। ইহাঁদিগকে দেশের সমুদায় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া রাজার নিকটে, এবং যে

রাজ্যের রাজা নাই, সেখানে শাসনকর্তাদিগকে তাহার বিবরণ প্রদান করিতে হয়।

সপ্তম জাতি মন্ত্রী—ইহাঁরা মন্ত্রণা সভায় মিলিত হইয়া রাজ্য সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিয়া থাকেন। ইহারা সংখ্যায় অপর সমুদায় জাতি অপেক্ষা ন্যূন; কিন্তু বংশমর্যাদা ও জ্ঞানে সর্বাপেক্ষা সম্মানার্হ। কারণ ইহাদিগের মধ্য হইতেই রাজমন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ ও বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারক নিযুক্ত হন, এবং সাধারণতঃ সেনাপতি ও শাসনকর্তৃগণও এই জাতিভুক্ত।

মোটমুটী ভারতীয় রাজ্যের অধিবাসীগণ এই সাত জাতিতে বিভক্ত। এক জাতির লোক অপর জাতিতে বিবাহ করিতে পারে না, কিংবা অপর জাতির শিল্প বা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। যেমন, যোদ্ধা কৃষিকার্য করিতে পারে না; অথবা শিল্পী ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞানচর্চা করিতে পারে না।

(৪২) ভারতবর্ষে অগণ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী আছে—তাহারা আকার ও বলে সুবিখ্যাত। ইহারা ঘোটক ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় সন্তান উৎপাদন করে—এ বিষয়ে যে বিশেষত্ব আছে বলিয়া শুনা যায়, তাহা ঠিক নহে। হস্তিনী ন্যূন কল্পে ষোড়শ ও খুব অধিক হইলে, অষ্টাদশ মাস গর্ভ ধারণ করে। ঘোটকীর ন্যায় হস্তিনীরাও সাধারণতঃ একটী সন্তান প্রসব করে, ও তাহাকে ছয় বৎসর স্তন্যদান করে। অধিকাংশ হস্তী অতি দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের ন্যায় সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে, কিন্তু যাহাদের পরমায়ুঃ অত্যন্ত অধিক তাহারা দুই শত বৎসর বাঁচে।

ভারতবাসীরা বিদেশাগত ব্যক্তিদিগের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকে। তাঁহারা তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করেন, ও সর্বদা দৃষ্টি রাখেন, যাহাতে তাহাদিগের প্রতি কোনও অত্যাচার না হয়। কোনও বৈদেশিক লোক পীড়িত হইলে তাঁহারা তাহার জন্য চিকিৎসক প্রেরণ করেন, ও অন্যান্য প্রকারে তাহার যত্ন করিয়া

থাকেন ; এবং সে পরলোক গমন করিলে তাহার মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহার আত্মীয়গণের নিকট পাঠাইয়া দেয়। যে সকল বিবাদে বৈদেশিকগণের সংস্রব আছে, বিচারকগণ অতি সূক্ষ্ম ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন, এবং কেহ তাঁহাদিগের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিলে তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করেন। [ভারতবর্ষ ও তাহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, আমাদের অভিপ্রায়ের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।]

১ম অংশ । খ ।

ডায়োডোরস। ৩।৬৩
ডায়োনীসসের কাহিনী।

পূর্বেই বলিয়াছি, কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত নামে বিভিন্ন যুগে তিন বিভিন্ন ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন ; ইহাঁদের প্রত্যেকের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ কার্যাবলী আরোপিত হইয়াছে। ইহাঁরা বলেন, এই তিন জনের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাঁহার নাম ইন্দু (Indos)। ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট জলবায়ুতে স্বভাবতঃই অপর্যাপ্ত দ্রাক্ষালতা উৎপন্ন হইত ; ইনিই সর্বপ্রথম দ্রাক্ষাফল নিষ্পেষিত করেন এবং মদ্যের গুণ আবিষ্কার করিয়া উহার ব্যবহার শিক্ষা দেন। এইরূপ, কি প্রকারে ফিগ ও অন্যান্য ফলের বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণ করিতে হয় তাহা আবিষ্কার করিয়া পরবর্তীদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান করেন। এক কথায়, কিরূপে এই সকল ফল আহরণ করিতে হয় তাহাও তিনিই শিক্ষা দেন। এই জন্য ইনি লীনায়স্ (Lenaios) অর্থাৎ মদ্য যন্ত্রের দেবতা আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাঁর আর এক নাম

Katapogon অর্থাৎ শ্মশ্রুর দেবতা, কারণ, ভারতবাসীদিগের মধ্যে আমরণ যত্নের সহিত শ্মশ্রু রাখিবার প্রথা আছে। ডায়োনীসস্ সসৈন্যে বহির্গত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন, এবং মানব-জাতিকে দ্রাক্ষালতা রোপণ করিতে ও মদ্যযন্ত্রে দ্রাক্ষাফল নিষ্পেষিত করিতে শিক্ষা দেন, এজন্য ইনি লীনায়স নামে অভিহিত হন। এই প্রকারে, তিনি সকলকে স্বীয় অপরাপর উদ্ভাবিত তত্ত্ব শিক্ষা দেন; এবং এজন্য ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া উপকৃত জনমণ্ডলীর নিকট অমররোচিত সম্মান লাভ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই দেবতা ভারতবর্ষে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এবং প্রাদেশিক ভাষায় অনেক নগর তাঁহার নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার আরও অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে লিখিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

প্রথম ভাগ

২য় অংশ

আরিয়ান্।

(Arr. Exp. Alex, V. 6. 2—11)

ভারতবর্ষের সীমা, নৈসর্গিক অবস্থা ও নদ নদী।

(১ম অংশ দ্রষ্টব্য)

এরাটস্থেনীস ও মেগাস্থেনীসের মতে, এসিয়ার দক্ষিণ ভাগ যে চারি অংশে বিভক্ত, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই মেগাস্থেনীস, আরাখোসিয়ার শাসনকর্তা সিবীর্টিয়সের গৃহে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিনি বলেন যে তিনি ভারতবর্ষের রাজা চন্দ্র গুপ্তের* নিকট অনেকবার গমন করিয়াছিলেন। ইয়ুফ্রাটীস নদী ও ও আমাদিগের সমুদ্রের মধ্যস্থ ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। অবশিষ্ট দুই ভাগ ইয়ুফ্রাটীস ও সিন্ধু নদের মধ্যে অবস্থিত ; এই দুই ভাগ মিলিত করিলেও কিছুতেই ভারতবর্ষের সমতুল্য হয় না। উক্ত লেখকগণ বলেন যে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমায় বরাবর দক্ষিণ দিক্ পর্যন্ত মহা-সমুদ্র ; উত্তরে ককেসস্ পর্বত শ্রেণী টরস পর্বতের সহিত মিলনস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ; পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম সীমায় মহাসমুদ্র পর্যন্ত সিন্ধু নদ। ভারতবর্ষে বিস্তৃত সমতলভূমি বর্তমান। ইহাঁরা অনুমান করেন, এই সমতলভূমি নদী সমূহের পলিদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। অন্যান্য দেশেও সমুদ্র হইতে দূরে সমতলভূমি আছে, উহা প্রায়শঃ তন্মধ্যস্থ নদী সমূহের পলিদ্বারা রচিত ; এজন্য প্রাচীন কালে ঐ সকল দেশও স্ব স্ব নদীর নামে অভিহিত হইত। যেমন, হারমস্ (Hermos) নামক সমতল ভূমি ; হারমস্ এসিয়ার (অর্থাৎ এসিয়া মাইনরের) একটী নদী, মাতা

* গ্রীক লেখকগণ চন্দ্রগুপ্তের নাম নানারূপে লিখিয়া গিয়াছেন। দ্র. দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম স্তবক।—ব. স.

ডিণ্ডুমীনী (Mother Dindymene) নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ঈয়োলিক জাতির নগর স্মীর্ণার নিকট সমুদ্রে পতিত হইতেছে। এইরূপ, লীডিয়াদেশীয় সমতলভূমি কৌষ্ট্রস্ (Kaustros) ঐ দেশীয় নদীর নামে অভিহিত। অপর একটী সমতল ভূমি মীসিয়া দেশীয় কৈকস (Koikos); কারিয়া দেশে আর একটী সমতল ভূমি আছে। উহার নাম মৈয়ণ্ড্রস (Maiandros), উহা আয়োনীয় জাতির নগর মিলীটস পর্যন্ত বিস্তৃত। [হীরডটস্ ও হেকটেয়স্ (অথবা, যদি ঈজিপ্ট সম্বন্ধীয় গ্রন্থের রচয়িতা হেকটেয়স্ না হইয়া অপর কেহ হন, তবে তিনি), এই উভয় ঐতিহাসিক বলেন যে ঈজিপ্ট দেশ নীল নদের দান, সুতরাং উহা ঐ নদের নামেই অভিহিত হইত। হীরডটস্ দেখাইয়াছেন যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখন ঈজিপ্টবাসিগণ ও অপরাপর জাতি যাহাকে নীল নদ বলে, প্রাচীন কালে তাহা ঈজিপ্ট নামে অভিহিত হইত। হোমর ইহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছেন; তিনি একস্থলে বলিতেছেন, মেনেলেয়স্ ঈজিপ্ট নদীর মুখে আপনার জাহাজগুলি রাখিয়াছিলেন।] এক একটী সমতল ভূমিতে যদি এক একটী নদী থাকে, তবে, উহা খুব বড় না হইলেও, সমুদ্রে পতিত হইবার সময় স্বীয় উৎপত্তি স্থান উচ্চতর ভূমি হইতে কর্দম ও মৃত্তিকা বহন করিয়া নুতন স্থল রচনা করে;—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, ভারতবর্ষের যে বিস্তৃত সমতল ভূমি আছে, তাহা নদী সমূহের পলিদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। কারণ, হারমস্ ও কৌষ্ট্রস্ ও মৈয়ণ্ড্রস্ এবং এসিয়ার অন্যান্য বহু যে সকল নদী ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে, সে সমুদায় একত্রিত করিলেও জলরাশি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সাধারণ একটি নদীর সহিত তুলিত হইতে পারে না—ভারতের সর্বপ্রধান নদী গঙ্গার সহিত তুলনা তো দূরের কথা। ঈজিপ্টের নীল নদ ও ইয়ুরোপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ডানিয়ুবও গঙ্গার সহিত কিছুতেই তুলিত হইতে পারে না। এই সকল নদী

মিলিত করিলে সিন্ধুরও সমতুল্য হয় না। সিন্ধু স্বীয় উৎপত্তি স্থানেই বৃহৎ, তৎপর পনরটী উপনদী ইহাতে পতিত হইয়াছে, ইহাদিগের প্রত্যেকটী এসিয়ার নদীগুলি হইতে বড়। সিন্ধু এই সকল উপনদী লইয়া, এবং ভারতবর্ষকে স্বীয় নাম প্রদান করিয়া গঙ্গার উপর জয়-যুক্ত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। *

৩য় অংশ

আরিয়ান্।

(Arr. Ind. II. 1—7.)

ভারতবর্ষের সীমা।

যে দেশ সিন্ধুর পূর্বে অবস্থিত, আমি তাহাকেই ভারতবর্ষ, ও তাহার অধিবাসীদিগকে ভারতবাসী (Indoi) বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। ভারতবর্ষের উত্তর সীমা টরস্ পর্বত, কিন্তু এই দেশে উহা টরস নামে অভিহিত হয় না। এই পর্বতশ্রেণী পাম্ফিলিয়া, লাইকিয়া ও কিলিকিয়া দেশের সমুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র এসিয়া ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ** বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক দেশে ইহার নাম পরপমিসস্ (Paropamisos), আর এক দেশে হীমোডস্ (Hemodos-হীমদ অর্থাৎ হিমালয়)। অন্য একস্থানে হীমায়স্

* ষ্ট্রাবো। ১৫। ১। ৩২; পৃঃ ৭০০ [যে সকল নদী উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমুদায়ই সিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে, হাইপানিস তন্মধ্যে সর্বশেষ।] শুনা যায়, সর্বশুদ্ধ পনরটি উল্লেখযোগ্য নদী ইহাতে পতিত হইয়াছে।

** কালিদাস হিমালয়ের ঠিক্ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য। স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥ (অনুবাদক।)

(Hemaos) নামে আখ্যাত হইয়াছে, এবং বোধ হয়, ইহার আরও বিভিন্ন নাম আছে। যে সকল মাকেদনীয় সেকেন্দরের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল তাহারা ইহাকে কৌকেসস্ নামে অভিহিত করিয়াছে। ইহা আর এক কৌকেসস্—স্কাইথিয়া দেশীয় কৌকেসস্ নহে। ইহা হইতেই এই জনশ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছে যে সেকেন্দর কৌকেসসের পরপারে গমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় বরাবর সমুদ্র পর্যন্ত সিন্ধু নদ। ইহা দুই মুখে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ডানিয়ুব নদীর পঞ্চমুখের ন্যায় এই দুই মুখ পরস্পরের নিকটবর্তী নহে। উহারা নীল নদের মুখগুলির ন্যায়, যদ্দারা ঈজিপ্টের ব-দ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছে। সিন্ধুও এই রূপ ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে, উহা ঈজিপ্ট হইতে ক্ষুদ্র নহে। ভারতীয় ভাষাতে উহার নাম পট্টল। ভারতবর্ষের দক্ষিণে ও দক্ষিণ পশ্চিমে পূর্বোল্লিখিত মহাসমুদ্র, এবং উহাই ঐ দেশের পূর্ব সীমা।

৪র্থ অংশ

ষ্ট্রাবো

(Strabo, XV I. II. P. 689.)

ভারতবর্ষের সীমা ও আয়তন

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় টরস্ পর্বতমালার শেষভাগ, এবং আরিয়ানা হইতে পূর্ব মহাসাগর পর্যন্ত পর্বতশ্রেণী। বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণ উহা যথাক্রমে পরপমিসস্, হীমোডস্, হীমায়স্ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছে। পরন্তু মাকেদনীয়েরা উহাকে ককেসস্ নাম দিয়াছে। পশ্চিম সীমায় সিন্ধুনদ। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্ব আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত সংলগ্ন। ঐ দুই

পার্শ্ব অপর দুই পার্শ্ব অপেক্ষা বৃহৎ। সুতরাং ভারতবর্ষের আকার রম্বভের ন্যায়, কারণ ইহার বৃহত্তর পার্শ্ব দুটি অপর দুইটি পার্শ্ব অপেক্ষা তিন হাজার ষ্টাডিয়ম্ অধিক দীর্ঘ। দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূল সমভাবে বিস্তৃত; এই উভয় উপকুলের মধ্যবর্তী অন্তরীপের দৈর্ঘ্য ঐ তিন হাজার ষ্টাডিয়াম্। [কাহারও মতে, ককেসস্ পর্বত হইতে বরাবর সিন্ধুনদ দিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে উহার মুখ পর্যন্ত পশ্চিম পার্শ্বের দৈর্ঘ্য তের হাজার ষ্টাডিয়ম্; সুতরাং পূর্বপার্শ্ব ঐ অন্তরীপের তিন হাজার ষ্টাডিয়ম্ লইয়া ষোল হাজার ষ্টাডিয়ম্ হইবে। ইহাই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা ও সর্ব ন্যূন বিস্তার।] উহার দৈর্ঘ্য পূর্ব হইতে পশ্চিমে; পাটলিপুত্র পর্যন্ত উহা নিশ্চিততররূপে বলা যাইতে পারে। কারণ, ঐ নগর পর্যন্ত রাজপথ আছে, উহা রজ্জু দ্বারা পরিমাপ করা হইয়াছে; উহার দৈর্ঘ্য দশ হাজার ষ্টাডিয়ম্। * পাটলিপুত্রের অপর পার্শ্ববর্তী ভূভাগের দৈর্ঘ্য অনুমানসাপেক্ষ; সমুদ্র হইতে গঙ্গা-বক্ষে নৌকাযোগে ঐ নগরে উপনীত হইতে যে সময় লাগে, তাহাতে মনে হয়, ঐ ভূভাগের দৈর্ঘ্য ছয় হাজার ষ্টাডিয়ম্ হইতে পারে। সুতরাং সর্বসাকুল্যে ভারতবর্ষের নিম্নতম দৈর্ঘ্য ষোল হাজার ষ্টাডিয়ম্। এরাটস্থেনীস্ বলেন, রাজপথের বিভিন্ন অংশের যে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণী আছে প্রধানতঃ তাহা হইতেই তিনি এই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মেগাস্থেনীসও তাঁহার সহিত একমত [কিন্তু পাট্রক্লীসের মতে ভারতের দৈর্ঘ্য এক হাজার ষ্টাডিয়ম্ কম্।]

* শোয়ানবেক্ অনুমান করেন, দশ ষ্টাডিয়াম্ এক ক্রোশের সমান হইতে পারে। (অনুবাদক।)

৫ম অংশ

ষ্ট্রাবো

(Strabo, II. 1. 7. P. 69.)

ভারতবর্ষের আয়তন

পুনশ্চ, হিপার্খস তাঁহার স্মৃতিলিপির দ্বিতীয় ভাগে এরাট-স্থেনীসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে তিনি পাট্রক্লীসের বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু পাট্রক্লীস ভারতবর্ষের উত্তর পার্শ্বের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মেগাস্থেনিসের সহিত একমত হন নাই মেগাস্থেনীস বলেন উহা ষোল হাজার ষ্টাডিয়ম্, পাট্রক্লীস বলেন, এক হাজার ষ্টাডিয়ম্ কম।

৬ষ্ঠ অংশ

ষ্ট্রাবো

Strabo. XV. I. 12. pp. 689-690.

ভারতবর্ষের আয়তন

[এই সমুদায় হইতে দৃষ্ট হইবে, ভিন্ন ভিন্ন লেখকের বিবরণ কেমন বিভিন্ন ! ক্টীসিয়স বলেন, ভারতবর্ষ এসিয়ার অবশিষ্ট ভাগ অপেক্ষা আয়তনে ন্যূন নহে। অনীসিক্রিটস মনে করেন, উহা মানবাধ্যুষিত পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ। নেয়ার্খস বলেন, উহার কেবল সমতল ভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে চারিমাস সময় লাগে।] মেগাস্থেনীস ও ডীমখস্ অপেক্ষা-কৃত সঙ্গত পরিমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ককেসস্ হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত বিশ হাজার ষ্টাডিয়ামের অধিক। [কিন্তু ডীমখস বলেন, কোন কোন স্থলে উক্ত উভয়ের দূরত্ব বিশ হাজার ষ্টাডিয়ামের অধিক এই সকল বিষয় ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।]

৭ম অংশ

ষ্ট্রাবো

(Strabo, 11. 1, 4. pp. 68-69.)

ভারতবর্ষের আয়তন

হিপার্খস এই সকল প্রমাণ অবিশ্বাস করিয়া বিরুদ্ধ মত প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাট্রক্লিস বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ ডীমখস ও মেগাস্থেনীস্ তাঁহার উক্তির বিরোধী মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন, দক্ষিণ সমুদ্র হইতে (উত্তর সীমা পর্যন্ত) দূরত্ব কোন কোন স্থলে বিশ হাজার ষ্টাডিয়াম্, কোন কোন স্থলে ত্রিশ হাজার ষ্টাডিয়ম্। হিপার্খস বলেন, উক্ত গ্রন্থকারদিগের প্রদত্ত বিবরণ এই ; প্রাচীন তালিকাসমূহের সহিত উহার ঐক্য আছে।

৮ম অংশ

আরিয়ান্

(Arr. Ind. III. 7-8.)

ভারতবর্ষের আয়তন

মেগাস্থেনীসের মতে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ভারতবর্ষের বিস্তার কিন্তু অন্যান্য লেখকগণ উহা দৈর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মেগাস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষের বিস্তার যে স্থলে সর্বাপেক্ষা অল্প সেস্থলেও ষোল হাজার ষ্টাডিয়াম। তাঁহার মতে উত্তর হইতে দক্ষিণে উহার দৈর্ঘ্য ; উহা যেস্থলে সর্বাপেক্ষা অল্প, সেস্থলেও বাইশ হাজার তিনশত ষ্টাডিয়ম্।

৯ম অংশ

ষ্ট্রাবো

(Strabo, II. 1, 19, p, 76,)

সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমন ও বিপরীত দিকে ছায়াপাত

পুনশ্চ, এরাটস্থেনীস ডীমখসের অজ্ঞানতা ও এই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ, ডীমখস মনে করেন, ভারতবর্ষ, হরিপদ (autumnal equinox) ও হিমক্রান্তির (winter tropic) মধ্যে অবস্থিত, এবং মেগাস্থেনীস যে বলেন, ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না, ও ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয়, ডীমখস তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষের কোন স্থানেই এই প্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে না, এতদ্বারা তিনি নিজের অজ্ঞানতারই পরিচয় দিয়াছেন। এরাটস্থেনীস ডীমখসের সহিত একমত হইতে পারন নাই। তিনি মনে করেন, মেগাস্থেনীসের উপর্য্যুক্ত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া— অর্থাৎ ভারতবর্ষের কুত্রাপি সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় না, ও ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয় না, এইরূপ বলিয়া, ডীমখস স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

১০ম অংশ

প্লীনি।

(Pliny, Hist. Nat. VI. 22. 6.)

সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমন

প্রাচ্যদিগের (Prasii) পরেই অভ্যন্তর ভাগে মোনেডীস্ (Monedes) ও সোয়ারী* (Suari) জাতির বাস। তাহাদিগের দেশে মলয় (Maleus) পর্ব্বত অবস্থিত। মলয় পর্ব্বতে ছায়া শীতকালে ছয় মাস উত্তর দিকে ও গ্রীষ্মকালে ছয় মাস দক্ষিণ দিকে পতিত হয়। বীটন বলেন, এই ভূভাগে সপ্তর্ষিমণ্ডল সংবৎসরের মধ্যে কেবল একবার দৃষ্ট হয়, তাহাও পনর দিনের অধিক কাল নহে। মেগাস্থেনীসের মতে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

সলিনাস। ৫২।১৩

পাটলিপুত্রের পরে মলয় পর্ব্বত। উহাতে ছায়া শীতকালে উত্তর দিকে ও গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে পতিত হয়। যথাক্রমে ছয় মাস কাল এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বীটন বলেন, এই ভূভাগে সপ্তর্ষি-মণ্ডল বৎসরে কেবল একবার দৃষ্ট হয়—তাহাও পনর দিনের অধিক-কাল নহে। তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

* Cunningham অনুমান করেন, Monedes মুণ্ডা ও Suari শবর জাতি। Maleus, ভাগলপুরের দক্ষিণস্থ মন্দার পর্বত। (অনুবাদক।)

১১শ অংশ

ষ্ট্রাবো।

(Strabo, XV, 1. 20 p, 693.)

ভারতবর্ষের উর্বরতা

ভারতবর্ষে বৎসরে দুইবার ফল শস্য উৎপন্ন হয় ; ইহা দ্বারা মেগাস্থেনীস ঐ দেশের উর্বরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। [এরাটস্থেনীসও এইরূপ বলেন। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুতে শস্য উপ্ত হয় এবং এই দুই ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, এমন বৎসর দেখা যায় না, যাহাতে শীত ও গ্রীষ্ম, উভয় ঋতুই বৃষ্টিহীন। সুতরাং (প্রতি বৎসরই) প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ, ভূমি কখনও অনুর্বর হইতে পারে না। তৎপর, বৃক্ষে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন হয় ; এবং তরুলতার মূল—বিশেষতঃ দীর্ঘ নলের মূলগুলি—স্বভাবতই মিষ্ট, সিদ্ধ করিলেও মিষ্ট ; কারণ তাহারা বৃষ্টিধারা বা নদীজল হইতে যে রস গ্রহণ করে, তাহা সূর্য কিরণে উত্তপ্ত হয়। এরাটস্থেনীস এস্থলে একটী বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য জাতির মধ্যে যাহা ফল রসের "পরিপক্কতা" বলিয়া অভিহিত, ভারতবর্ষীয়েরা তাহাকে "পাক" (বা রন্ধন) বলে ; কারণ, অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে (রস) যেমন মিষ্ট হয়, ইহাতেও তাহাই হয়। তিনি আরও বলেন, উপর্যুক্ত কারণেই বৃক্ষশাখাগুলি এমন নমনীয় ; উহা দ্বারা চক্র নির্ম্মিত হয়, এবং ঐ কারণেই একজাতীয় বৃক্ষে পশম শোভা পায় ।*]

ষ্ট্রাবো, (১৫।১।১৩) ৬৯০ পৃষ্ঠায় এরাটস্থেনীস হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

এরাটস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষে অসংখ্য নদনদী হইতে বাষ্প উত্থিত হইতেছে, এবং সংবৎসর ব্যাপিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ;

---

* হীরডটসও তাঁহার ইতিহাসের একস্থানে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে একজাতীয় বৃক্ষে পশম উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, কার্পাস সম্বন্ধে এরূপ লিখিত হইয়াছে।

এজন্য উহা গ্রীষ্মকালীন বারিপাতদ্বারা সিক্ত, ও সমতল ভূমি জল-প্লাবিত হয়। এই বৃষ্টিপাত কালে শন, তিসি, চীনা, যোয়ার, তিল, ধান্য, বস্মরম্ প্রভৃতি উপ্ত হয়, এবং শীতকালে গোধুম, যব, ডাল, ও আমাদিগের নিকট অপরিচিত অন্যান্য আহার্য ফল-শস্য উপ্ত হয়।

১২শ অংশ

ষ্ট্রাবো।

(Strabo, XV. 1. 37. p. 703.)

ভারতবর্ষের কতিপয় বন্যজন্তু।

মেগাস্থেনীস বলেন, প্রাচ্যগণের দেশে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়; উহারা আয়তনে সিংহের প্রায় দ্বিগুণ; এবং এরূপ বলবান্ যে একটী পালিত ব্যাঘ্র চারিজন লোক কর্তৃক নীত হইবার সময় একটী অশ্বতরকে পশ্চাতের পদ দ্বারা ধরিয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া নিজের নিকটে টানিয়া লইয়া আসিয়াছিল। বানরগুলি খুব প্রকাণ্ড কুকুর অপেক্ষাও বড়; তাহাদিগের মুখ ভিন্ন সর্বাঙ্গ শাদা; মুখ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অন্যত্র অন্য প্রকারও দেখা যায়। তাহাদিগের লাঙ্গুল দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ! তাহারা হিংস্র নহে, এবং অতি সহজেই পোষ মানে; সুতরাং তাহারা কাহাকেও আক্রমণ করে না, বা চুরি করে না। এদেশে খনি হইতে এক প্রকার প্রস্তর উত্তোলিত হয়, তাহার রং ধুনার মত এবং তাহা ফিগ্ নামক ফল ও মধু অপেক্ষাও মিষ্ট। কোন কোন স্থানে দুই হস্ত দীর্ঘ সর্প দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের বাদুড়ের মত পাতলা চামড়ার পাখা আছে। ইহারা রাত্রিকালে উড়িয়া বেড়ায়, তখন ইহারা বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসরণ করে, উহা কোনও অসতর্ক ব্যক্তির গাত্রে পতিত হইলে দুর্গন্ধ ক্ষত উৎপন্ন হয়। এদেশে অত্যন্ত বৃহৎ পক্ষযুক্ত বৃশ্চিকও আছে। এখানে আবলুস বৃক্ষ

জন্মে। ভারতে অতিশয় বলবান্ ও সাহসী কুকুর আছে—উহারা কাহাকেও কামড়াইয়া ধরিলে যতক্ষণ না নাসারন্ধ্রে জল ঢালিয়া দেওয়া যায়, ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়ে না। ইহারা এমন ব্যগ্রভাবে কামড়াইয়া ধরে, যে কাহারও বা চক্ষু ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। একটা কুকুর একটি সিংহ ও একটি বৃষকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিল। বৃষটীকে মুখে ধরিয়াছিল, এবং কুকুরটীকে ছাড়াইয়া দিবার পূর্বেই উহা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৩শ অংশ

এলিয়ান্।

(Ælian, Hist. Anim. XVII. 39.)

ভারতীয় বানর।

মেগাস্থেনীস বলেন, প্রাচ্যগণের* দেশে—এ দেশ ভারতবর্ষে—এমন প্রকাণ্ড বানর আছে, যে তাহারা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কুকুর অপেক্ষাও আকারে ন্যূন নহে। উহাদের লাঙ্গুল পাঁচ হস্ত দীর্ঘ। মস্তকের সম্মুখভাগে কেশগুচ্ছ, এবং বক্ষের উপর ঘন শ্মশ্রু বিলম্বিত। তাহাদিগের মুখ সমস্তই শাদা, এবং শরীরের অবশিষ্ট ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা পোষ মানে, ও মানুষ অত্যন্ত ভালবাসে; অন্যান্য দেশের বানরের ন্যায় তাহাদিগের স্বভাব হিংস্র নহে।

---

* গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকারদিগের নিকটে মগধের অধিবাসীগণ এই নামে পরিচিত ছিল। নামটি নানারূপে লিখিত হইত।

১৩শ অংশ । খ।

এলিয়ান্।

(AElian, Hist. Anim. XVI. 10.)

ভারতীয় বানর।

শুনা যায়, ভারতবর্ষে প্রাচ্যগণের দেশে এক জাতীয় বানর আছে, তাহারা মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিমান্, এবং দেখিতে হার্কানিয়া* দেশীয় কুকুরের ন্যায় বৃহৎ। তাহাদিগের মস্তকের পুরোভাগে কেশগুচ্ছ দৃষ্ট হয়; যে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে; সে মনে করিতে পারে যে উহা কৃত্রিম। তাহাদিগের চিবুক সাটীরের** মত উর্দ্ধমুখ, এবং লাঙ্গুল সিংহের লাঙ্গুলের ন্যায় বলশালী। তাহাদিগের মুখ ও লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ঈষৎ লাল, তদ্ভিন্ন শরীরের সমুদায় অংশ শাদা। তাহারা অতিশয় বুদ্ধিমান ও স্বভাবতঃ শান্ত। তাহারা জন্মাবধি বনে বাস করে, এবং পর্বতোপরি বন্যফল ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া লটগী নামক ভারতীয় নগরের উপকণ্ঠে গমন করে এবং সেখানে রাজাদেশে তাহাদিগের জন্য যে ভাত রাখা হয়, তা ভক্ষণ করে। প্রতিদিনই তাহাদিগকে সযত্ন প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন প্রদত্ত হয়। জনশ্রুতি এই যে তাহারা আকণ্ঠ ভোজন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে বনে স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করে, পথে একটি বস্তুরও কোনও প্রকার অনিষ্ট করে না।

* হার্কানিয়া (Hyrcania), কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ তীরবর্ত্তী প্রদেশ (অনুবাদক।)

** Satyr—গ্রীকপুরাণবর্ণিত এক শ্রেণীর জীব,—ডায়োনীসসের সঙ্গী। তাহাদিগের কেশ কণ্টকিত, নাসিকা গোল, কর্ণ পশু কর্ণের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র; কপালে দুইটী শৃঙ্গ; অধিকন্তু তাহাদিগের একটী লেজ আছে, তাহা ঘোড়া বা ছাগলের লেজের মত। (অনুবাদক।)

১৪শ অংশ

এলিয়ান্।

(AElian, Hist. Anim. XVI. 41.)

সপক্ষ ও বৃশ্চিক ও সর্প।

মেগাস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষে অত্যন্ত বৃহৎ সপক্ষ বৃশ্চিক আছে, তাহারা ইয়ুরোপীয় ও ভারতবাসী উভয়কেই সমভাবে দংশন করে। এদেশে পক্ষবিশিষ্ট সর্পও জন্মিয়া থাকে। তাহারা দিবাভাগে গমনাগমন করে না; কিন্তু রাত্রিকালে বিচরণ করে। তখন তাহারা মূত্র নিঃসরণ করে; উহা কাহারও গাত্রে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ গলিত ক্ষত উৎপন্ন হয়। মেগাস্থেনীসের বর্ণনা এইরূপ।

১৫শ অংশ

ষ্ট্রাবো।

(Strabo, XV. 1.56. pp. 710-711.)

ভারতীয় বন্যজন্তু ও নল।

মেগাস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষে এক প্রকার প্রস্তর-বর্ষণকারী বানর আছে, কেহ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তাহারা পর্বতে আরোহণ করিয়া তাহার উপর প্রস্তর বর্ষণ করে। আমাদিগের মধ্যে যে সকল জন্তু গৃহপালিত, ভারতবর্ষে তাহার অধিকাংশই বন্য। তিনি বলেন, এদেশে একশৃঙ্গ অশ্ব আছে, তাহাদিগের মস্তক হরিণের মত। তিনি কয়েক জাতীয় নলের বর্ণনা করিয়াছেন; উহার কোন কোনটী ঊর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হইয়া ১২০ হাত উচ্চ হয়; কোন কোনটী ভূতলে বর্দ্ধিত হইয়া ২০০ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। বেধ সকলের একরূপ নহে; কোন কোনটীর ব্যাস তিন হাত, কোন কোনটির ব্যাস ইহার দ্বিগুণ।

১৫শ অংশ । খ ।

এলিয়ান্ ।

(AElian, Hist, Anim. XVI. 20. 211.)

কতিপয় ভারতীয় বন্যজন্তু ।

(২০) শুনা যায়, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে (আমি অভ্যন্তরস্থিত প্রদেশ সমূহের কথা বলিতেছি) দুরারোহ ও বন্যজন্তু-সমাকীর্ণ শৈলমালা আছে। উহাতে, আমাদের দেশে যে সকল জন্তু দৃষ্ট হয়, তাহাও আছে, কিন্তু তাহারা বন্য। কারণ, আমরা শুনিতে পাই, তথায় মেষও বন্য ; তদ্ভিন্ন, কুকুর ও ছাগ ও বৃষ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে—তাহারা মেষপাল বা গোপালের শাসন কাহাকে বলে, জানে না। তাহারা সংখ্যায় গণনাতীত—ইহা কেবল উক্ত দেশ সম্বন্ধীয় লেখকগণের উক্তি নহে, কিন্তু তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণও এইরূপ বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিতগণের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত। ইহারাও এই সকল বিষয়ে একমত। জনশ্রুতি এই যে ভারতবর্ষে এক প্রকার একশৃঙ্গ জন্তু আছে, ভারতবাসীরা তাহাকে কর্তাজোন (Kortazon) বলে। এই জন্তু পূর্ণাবয়ব ঘোটকের ন্যায় বৃহৎ। ইহার শিখা ও পীতবর্ণ, কোমল রোম আছে। ইহার পদগুলি অত্যুৎকৃষ্ট এবং ইহা অত্যন্ত দ্রুতগামী। ইহার পদগুলি সন্ধিবিহীন, হস্তীর পদের ন্যায় গঠিত; লাঙ্গুল শূকরের মত। ইহার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় ; উহা সরল নহে, কিন্তু অতি স্বাভাবিক কুণ্ডলাকারে আবর্তিত, এবং কৃষ্ণবর্ণ। প্রবাদ এই যে এই শৃঙ্গ অতিশয় তীক্ষ্ণ। আমি শুনিয়াছি, যে ইহার রব সর্বাপেক্ষা কর্কশ ও উচ্চ। ইহা অপর জন্তুকে আপনার নিকট আসিতে দেয় ; তাহাদিগের পক্ষে ইহা শান্ত ; কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, এই জন্তু স্বগোত্রের সহিত বিলক্ষণ কলহপরায়ণ। পুংজাতীয় জন্তুগুলি শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংঘর্ষণ করিয়া কেবল পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা নহে ; কিন্তু স্ত্রীজাতীয় জন্তুগুলির সহিতও যুদ্ধের আগ্রহ প্রকাশ করে। ইহাদিগের যুদ্ধপ্রিয়তা এত অধিক যে পরাজিত প্রতিপক্ষ হত না হওয়া পর্যন্ত ইহারা কিছুতেই যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

ইহার দেহের সমস্তই অত্যন্ত বলশালী, কিন্তু শৃঙ্গের শক্তি অপরাজেয়। ইহা নির্জনে আহার ও একাকী বিচরণ করিতে ভালবাসে। সঙ্গমেচ্ছাকালে ইহা স্ত্রীজাতীয় জন্তুর সহিত শান্ত ব্যবহার করে, এমন কি তখন ইহারা একত্র আহার বিহার করে। কিন্তু এই কাল অতীত ও স্ত্রী-কর্তাজোন গর্ভবতী হইলে, পুং-কর্তাজোন পুনরায় হিংস্রস্বভাব হয় ও নির্জনতা অন্বেষণ করে। শুনা যায়, ইহাদিগের শাবকগুলি অতি শৈশবে প্রাচ্যগণের রাজার নিকট আনীত হয়, ও আড়ম্বরপূর্ণ মহোৎসবে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক জন্তু কখনও ধৃত হইয়াছে বলিয়া কাহারও স্মরণ হয় না।

(২১) শুনা যায়, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থিত প্রদেশের সীমাস্থিত পর্বত উত্তীর্ণ হইলে বনাকীর্ণ খাত দৃষ্ট হয়; ভারতবাসীরা ঐ অঞ্চলকে করূদ (Korouda) বলে। এই খাতগুলিতে সাটীরের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এক প্রকার জন্তু বাস করে; ইহাদিগের দেহ কর্কশ রোমাবৃত, এবং কটিদেশ হইতে ঘোটকের মত লাঙ্গুল বাহির হইয়াছে। উত্যক্ত না হইলে ইহারা গুল্মবনে বাস করে ও বন্যফল আহার করিয়া প্রাণধারণ করে; কিন্তু শিকারীর হুঙ্কার ও কুকুরের চীৎকার শুনিবামাত্রই ইহারা অসম্ভব দ্রুতগতিতে উচ্চস্থানে আরোহণ করে,—কারণ ইহারা পর্বতারোহণে অভ্যস্ত। ইহারা প্রস্তর গড়াইয়া আক্রমণকারীর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করে, এবং বহুজনকে প্রস্তরাঘাতে হত করে। ইহাদিগকে ধৃত করাই অত্যন্ত কঠিন। শুনা যায় যে দীর্ঘকাল ব্যবধানে, বহু কষ্টে, কয়েকটী জন্তু ধৃত হইয়া প্রাচ্যগণের নিকট আনীত হইয়াছিল; কিন্তু এগুলি হয় পীড়িত ছিল, নতুবা গর্ভবতী স্ত্রীজাতীয় জন্তু ছিল; সুতরাং যেগুলি পীড়িত, সেগুলিকে পীড়ানিবন্ধন, ও যেগুলি গর্ভবতী, সেগুলিকে গর্ভভারবশতঃ ধৃত করা সম্ভব হইয়াছিল।

১৬শ অংশ

প্লীনি

(Pliny, Hist. Nat. VIII. 14. 1.)

অজগর সর্প

মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে সর্প এমন প্রকাণ্ড আয়তন প্রাপ্ত হয় যে তাহারা সম্পূর্ণ হরিণ ও বৃষ গ্রাস করে।

সলিনাস ৫২।৫৩

সর্পগুলি এমন প্রকাণ্ড যে তাহারা হরিণ ও তদ্রূপ বৃহৎ অন্যান্য জন্তু গ্রাস করে।

১৭শ অংশ

এলিয়ান

(Ælian., Hist. Anim, VIIi, 7,)

বৈদ্যুতিক মৎস্য।

মেগাস্থেনীসের গ্রন্থ হইতে অবগত হইলাম যে, ভারতীয় সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, উহা কখনও জীবিতাবস্থায় দেখা যায় না, কারণ উহা গভীর জলে সন্তরণ করে, এবং মরিলে উপরে ভাসিয়া উঠে। কেহ উহা স্পর্শ করিলে প্রথমে অবসন্ন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এমন কি, পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৮শ অংশ

প্লীনি

(Pliny, Hist, Nat, VI, 24. 1.)

তাম্রপর্ণী ।*

মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন যে, তাম্রপর্ণী একটী নদী দ্বারা (ভারতবর্ষ হইতে) ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই দেশের অধিবাসিগণের নাম পালিজন (Palaegonos)। এখানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও বৃহৎ মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সলিনাস ৫৩।৩

তাম্রপর্ণী ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটী নদী প্রবাহিত হইয়া উভয়কে ব্যবছিন্ন করিয়াছে। ইহার এক ভাগ বন্যজন্তু ও হস্তীদ্বারা পরিপূর্ণ। (হস্তীগুলি ভারতবর্ষজাত হস্তী সকলের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।) অপর ভাগ মনুষ্য কর্ত্তৃক অধিকৃত।

---

* এই দ্বীপ অনেক নামে পরিচিত হইয়াছে।

(১) লঙ্কা : সংস্কৃতে ইহাই একমাত্র নাম; গ্রীক ও রোমকদিগের নিকট একেবারে অপরিচিত।

(২) Simundu, Palesimundu, বোধ হয় সংস্কৃত পালিসীমন্ত। ভৌগোলিক টলেমির পূর্ব্বেই এই নাম অপ্রচলিত হইয়াছিল।

(৩) তাম্রপর্ণী (Taprobane); পালি, তংবপঞ্ঞী, অশোকের গীর্ণার শিলালিপিতে এই নাম দৃষ্ট হয়।

(৪) Salice (বা Saline), Serendivus, Sirlediva, Serendib, Zeilan, Ceylon—এ সমুদায়ই পালি সিঞ্জল (সংস্কৃত সিংহল) শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।—McCrindle.

১৯শ অংশ

আন্টিগোনস্

Antigon. Caryst. 147.)

সামুদ্রিক বৃক্ষ

"ভারত বিবরণ" (Indika) নামক গ্রন্থের লেখক মেগাস্থেনীস বলেন যে ভারতীয় সমুদ্রে বৃক্ষ জন্মে।

২০তম অংশ

আরিয়ান্।

(Arr. Ind. IV. 2. 13.)

সিন্ধু ও গঙ্গা।

মেগাস্থেনীস বলেন যে গঙ্গা ও সিন্ধু এই উভয়ের মধ্যে গঙ্গা অনেক বড়। অপর যে সকল লেখক গঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও মেগাস্থেনীসের সহিত একমত। কারণ এই নদী উৎপত্তি-স্থলেই বিশাল, তৎপর কাইনাস্ (Kainas), এরন্নবোয়াস্ (Erannoboas) ও কস্সয়ানস্, (Kossoanos)—এই সকল উপনদী ইহাতে পতিত হইয়াছে; এগুলি সমুদায়ই নৌচলনোপযোগী। এতদ্ব্যতীত, সোন্স—(Sonos) ও সিট্টকাটিস্ (Sittakatis) ও সলমাটিস্ (Solomatis) নামক নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে—এগুলিও নৌচলনোপযোগী। অধিকন্তু, কণ্ডখাটীস (Kondochates), সাম্বস্ (Sambos), মাগোন (Magon), আগরানিস্ (Agoranis), এবং ওমালিস্ (Omalis) গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। এবং কম্মেনাসীস (Kommenases) নামক মহানদী, কাকৌথিস (Kakouthis) ও অণ্ডোমাটিস (Ando-

matis) ইহাতে পতিত হইয়াছে। অণ্ডোমাটিস (Anidomatis) মণ্ডিয়াডিনাই (Mandiadinai) নামক ভারতীয় জাতির দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল উপনদী ভিন্ন, কাটাডৌপ (Katadoupa) নগরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত অমুষ্টিস (Amystis), পজালাই (Pazalai) নামক জাতির দেশে উৎপন্ন অক্সুমাগিস (Oxymagis), মাথাই (Mathai) নামক ভারতীয় জাতির দেশে উৎপন্ন এরেন্নেসিস (Erennesis) ও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।* এই সকল নদী সম্বন্ধে মেগাস্থেনীস বলেন যে ইহাদিগের কোনটিই মৈয়ণ্ড্রস (Maiandros) অপেক্ষা হীন নহে, এমন কি ঐ নদী যে স্থলে নৌচলনোপযোগী, সেই স্থলের সহিত তুলনায়ও হীন নহে। ইনি গঙ্গার বিস্তার সম্বন্ধে বলেন যে উহা যে স্থলে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সেখানেও এক শত ষ্টাডিয়াম্; কিন্তু দেশের যে ভাগে ভূমি সমতল ও উচ্চপর্বতবর্জিত, তথায় অনেক সময়েই গঙ্গা হ্রদাকারে বিস্তৃত হইয়াছে, সুতরাং সেখানে একতীর হইতে অপর তীর দৃষ্টিগোচর হয় না।

সিন্ধুও গঙ্গার লক্ষণাক্রান্ত। হাইড্রাওটিস (Hydraotes) কাম্বিস্থল (Kambistholoi) দিগের দেশে উৎপন্ন হইয়া আকেসিনীস (Akesines) নদীতে পতিত হইয়াছে। হাইড্রাওটীস

---

* আরিয়ান্ এস্থলে গঙ্গার সতেরটী উপনদীর উল্লেখ করিয়াছেন। প্লীনি প্রিনস্ (Prinas) ও যোমনীস্ (Jomanes) নামক আরও দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন; আরিয়ানের মতে শেষোক্তটীর নাম যোবারীস (Jobares)। উপনদী গুলির সংস্কৃত নাম পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক যেরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে, নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

Kainas—কণ্, কণে কিংবা কেন=শেন। কায়ন (St. Martin)

Erannoboas—আরিয়ান্ দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, পাটলিপুত্র এই নদীর উপর অবস্থিত; সুতরাং ইহা শোণনদী। সংস্কৃত হিরণ্যবাহ বা হিরণ্যবাহু। কিন্তু মেগাস্থেনীস ও আরিয়ান্ উভয়েই এরণ্ণবোয়স ও শোণ বিভিন্ন বলিয়া লিখিয়াছেন। বোধ হয় প্রাচীন কালে শোণ দুই শাখায় গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা হইতেই এই ভ্রমের উৎপত্তি।

Kossoanos—প্লীনি লিখিয়াছেন Cosoagus, সংস্কৃত কৌশিক। শোয়ানবেকের মতে কোষবাহ, শোণের নামান্তর; হিরণ্যবাহ ও ইহার একই অর্থ। Sonos, শোণ, সংস্কৃত সুবর্ণ। বোধ হয় ইহার বালুকায় স্বর্ণ রেণু পাওয়া যাইত বলিয়া এই নাম।

Sittokatis—কোন্ নদী, নির্ণীত হয় নাই। St. Martin মনে করেন, ইহা মহাভারতে উল্লিখিত সদাকান্তা। বোধ হয়, উত্তর বঙ্গের কোনও নদী।

Solomatis—এটি কোন্ নদী তাহাও ঠিক্ বলা যায় না। General Cunningham এর মতে ঘগরার করদা সরজু বা সরয়ূ; Benfey ও অন্যান্যের মতে সরস্বতী। Lassen বিবেচনা করেন, ইহা শ্রাবস্তীর পাদবাহী শরাবতী।

Kondochates—গণ্ডক; সংস্কৃত গণ্ডকী বা গণ্ডকবতী। অর্থ, গণ্ডারবহুল। ইহা শৃঙ্গবৎ নাসাবিশিষ্ট একজাতীয় কুম্ভীরে পরিপূর্ণ ছিল, সেই জন্য এই নাম।

Sambos—ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ নাই। বোধ হয় গুম্‌তী (=গোমতী)।

Magon—রামগঙ্গা (Mannert); মহানদ, বর্ত্তমান নাম মহোন বা মোহন; মগধের প্রধান নদী।

Agoranis—ঘগরা (Rennel) সংস্কৃত ঘরঘরা। St. Martin-এর মতে গৌরী নামক কোনও নদী।

Omalis—কোন্ নদী, জানা যায় নাই। শোয়ান্‌বেক্ মনে করেন, উহা বিমলা; নদী সমূহের একটী প্রচলিত বিশেষণ।

Kommenases—কর্ম্মনাশা, বক্সারের নিকটে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে; প্রবাদ এই যে ইহার জল স্পর্শ করিলে সমুদায় পুণ্য বিনষ্ট হয়।

Kakouthes—Lassen-এর মতে বৌদ্ধ ইতিহাসে উল্লিখিত ককোষ্ঠ, বর্ত্তমান নাম বাঘমতী, সংস্কৃত ভগবতী।

Andomatis—Lassen বলেন ইহা সংস্কৃত অন্ধমতী=তমসা (বর্ত্তমান নাম তংসা); কিন্তু উহা Madyandini (সংস্কৃত মধ্যন্দিন) দিগের দেশে অর্থাৎ দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং Wilford মনে করেন উহা বর্ধমানের নিকটে প্রবাহিত Dammuda (সংস্কৃত ধর্ম্মোদয়)। (ধর্ম্মোদয় না বলিয়া দামোদর বলিলে বোধ হয় ঠিক হইত। —অনুবাদক)

Amystes—অজবতী, বর্ত্তমান নাম অদজী। Katadoupa, কতদ্বীপ= কাটোয়া।

অষ্ট্রাবাই (Astrabai)-দিগের দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং উহাতে হাইফাসিস (Hyphasis), ও কীকয়দিগের (Kekeis) দেশোৎপন্ন সরঙ্গীস (Saranges) এবং অট্টকীনাই (Attakenai) দিগের দেশোৎপন্ন নেয়ুড্রস (Neudros) পতিত হইয়াছে। হাউডাস্পীস (Hydaspes) অক্ষুদ্রক (Oxydrakoi) দিগের বসতিস্থলে উৎপন্ন হইয়া ও অরিস্পাই (Arispai) দিগের দেশ হইতে সিনরস (Sinaros) নদী সঙ্গে লইয়া আকেসিনীসে প্রবেশ করিয়াছে ; আকেসিনীস (Akesines) (Malloi) দিগের রাজ্যে সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে,* এবং তায়তাপস্ (Tou-

---

Oxymagis—ইক্ষুমতী। Pazalai, পঞ্চাল। Erennesis—বারাণসী। Mathai, St. Martin-এর মতে গুমতী ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশবাসী একটা জাতি।

Prinas—তামসা পর্ণাসা। Jomanes—যমুনা ;—McCrindle.

*আরিয়ান্ এস্থলে সিন্ধুর তেরটি উপনদীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেকেন্দরের অভিযান (Anabasss) নামক গ্রন্থে (৫।৬) তিনি বলিয়াছেন যে উপনদীগুলির সংখ্যা পনর। ষ্ট্রাবোও তাহাই বলেন। প্লীনির মতে উনিশ।

Hydraotes—রাবী, সংস্কৃত ঐরাবতী নামের সংক্ষিপ্তাকার। Kambistholoi, কপিস্থল (Schwanbeck); কাম্বোজ (Wilson)। Hyphasis-কে Hydraotes-এর উপনদী বলিয়া আরিয়ান্ ভ্রম করিয়াছেন। উহা Akesines-এ পতিত হইয়াছে।

Hyphasis—বিপাশা, বর্ত্তমান নাম ব্যাস বা বিয়াস। শতদ্রুর সহিত মিলিত হইবার পর এই নাম লুপ্ত হইয়াছে।

Saranges=সারঙ্গ (Schwanbeck), কোন্ নদী, বলা যায় না। Kekian=শেকয় (Lassen)। কীকয় বলিলে দোষ কি ?

Neudros—অজ্ঞাত। Attakenaiও অজ্ঞাত। Hydaspes—বিতস্তা; বর্ত্তমান নাম বেহুৎ বা ঝিলম। AKesines—চেনাব, সংস্কৃত অসিক্নি (অর্থাৎ কৃষ্ণ), বেদে এই নাম পাওয়া যায়,। পরবর্তী কালে ইহা চন্দ্রভাগা নাম প্রাপ্ত হয়। Malloi—মালব। Toutapos—বোধ হয়, শতদ্রুর নিম্নভাগ। Kophen

tapos) নামক বিশাল নদী আকেসিনীসে পতিত হইয়াছে। আকেসিনীস এই সমুদায় উপনদী দ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া মিলিত নদী সমুহকে স্বীয় নাম প্রদান করিয়াছে, ও আপনার নাম রক্ষা করিয়া সিন্ধুনদে প্রবেশ করিয়াছে। কোফীন (Kophen) পিয়ুকেলাইটিস (Peukelaitis) দিগের দেশে উৎপন্ন হইয়া, মলমন্তস (Malamantos), সোয়াষ্টস (Soatstos) ও গরয়িয়স্ (Garroias) সমভিব্যাহারে সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাদিগের পূর্বে প্টারেনস্ (Ptarenos), ও সপর্ণস (Saparnos) পরস্পর হইতে অল্পদূরে সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়াছে। এবং সোয়ানস (Soanos) অবিস্‌সার দিগের (Abissareis) পার্বত্য দেশে উৎপন্ন হইয়া একাকী সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে। মেগাস্থেনীস বলেন, এই সকল নদীর অধিকাংশই নৌচলনোপযোগী। [তিনি যে সিন্ধু ও গঙ্গাসম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে ইষ্টার (ড্যানিয়ুব) ও নীল নদ উহাদিগের সহিত তুলনীয় নহে, তাহা সুতরাং অবিশ্বাস করা উচিত নহে।]

কাবুল নদী। বৈদিক কুভা। মহাভারতোক্ত সুবাস্তু গৌরী ও কম্পনা উহাতে পতিত হইয়াছে। Soastos বর্তমান Svat, Garroias, Panjkora (Lassen), Malamantos—প্রাচীন Choes, বর্তমান Khona; ইহা অনুমান মাত্র।

Parenos, বোধ হয় বর্তমান Burindu, Soparnos সম্ভবত: Abbasin, Soanos—সংস্কৃত সুবন (—সূর্য, অগ্নি), বর্তমান Svan Abissaraeans—সংস্কৃত অভিসার।—McCrindle.

২০তম অংশ। খ।

প্লীনি।

(Pliny, Hist. Nat. VI. 21.9—22.1.)

গঙ্গা।

প্রিনস্ (Painas) ও কাইনস্ (Cainas), এই দুই নদী গঙ্গায় পতিত হইয়াছে; দুইটীই নৌচলনোপযোগী। গঙ্গাতীরবাসী, সমুদ্রের নিকটবর্তী জাতির নাম কলিঙ্গ; তদুত্তরে মন্দ্য (Mandei) ও মল্ল (Malli) জাতি; এই দেশে মলয় (Mallus) পর্বত। এই ভূভাগের সীমা গঙ্গা।

কেহ কেহ বলেন, এই নদী, নীলনদের ন্যায় অপরিজ্ঞাত উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উহারই ন্যায় পার্শ্ববর্তী ভূভাগকে প্লাবিত করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, শকদেশীয় পর্বতমালা উহার উৎপত্তিস্থল। ইহাতে উনিশটী উপনদী প্রবেশ করিয়াছে, তন্মধ্যে পূর্বোল্লিখিত নদীগুলি ব্যতীত গণ্ডকী (Gondochates), হিরণ্যবাহ (Erannoboas) কোষবাহ (Cosoagus) ও শোণ (Sonus) নৌচলনোপযোগী। অপর কেহ কেহ লিখিয়াছেন, গঙ্গা প্রচণ্ড রবে উৎস হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ বেগে উচ্চ পর্বতগাত্র বহিয়া পতিত হইতেছে, এবং সমতল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ইহার বিশাল জলরাশি হ্রদে পরিণত হইয়াছে, তদনন্তর ইহা শান্তভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ স্থলে ইহার বিস্তার যেখানে সর্বাপেক্ষা কম, সেখানেও আট মাইল; গড়ে বিস্তার একশত ষ্টাডিয়ম্। গভীরতা কোন স্থানেই একশত ফুটের কম নহে।

সলিনাস্।

(Solinus, 52. 6-7.)

ভারতবর্ষে গঙ্গা ও সিন্ধু সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। কাহারও কাহারও মতে, গঙ্গা অপরিজ্ঞাত উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও ইহা নীলনদের ন্যায় দুই কুল প্লাবিত করিয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন, ইহা শক দেশীয় পর্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে। ঐ দেশে হাইপানিস্ (Hypanis = বিপাশা) নামকও একটী বিশাল নদী আছে; উহা সেকেন্দরের অভিযানের শেষ সীমা; উহার তীরে প্রতিষ্ঠিত বেদী হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে। গঙ্গার সর্বনিম্ন বিস্তার আট মাইল, সর্বাধিক বিস্তার কুড়ি মাইল। গভীরতা যে স্থলে সর্বাপেক্ষা অল্প, সে স্থলেও একশত পাদ।

নিম্নোদ্ধৃতস্থল ২৫শ অংশের প্রথম উক্তির সহিত তুলনীয়।

কেহ কেহ বলেন, যে (গঙ্গার) সর্বনিম্ন বিস্তার ত্রিশ ষ্টাডিয়ম্; কেহ কেহ বলেন, মোটে তিন ষ্টাডিয়ম্। কিন্তু মেগাস্থেনীস বলেন যে গড়ে বিস্তার একশত ষ্টাডিয়ম্ ও সর্বনিম্ন গভীরতা একশত ফুট।

২১তম অংশ।

আরিয়ান্।

(Arr. Ind. VI. 2-3.)

শিলা নদী।

কারণ, একটী ভারতীয় নদী সম্বন্ধে মেগাস্থেনীস এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—এই নদীর নাম শিলা (Silas); ইহা শিলা নামক নির্ঝরিণী হইতে বহির্গত হইয়া শিলাজাতির দেশ দিয়া প্রবাহিত

হইতেছে। এই জাতির নামও উক্ত নির্ঝরিণী ও নদীর নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই নদীর জলের বিচিত্র প্রকৃতি এই। ইহাতে কিছুই প্লবমান হয় না, কিছুই সন্তরণ করিতে পারে না, কিছুই ভাসে না, কিন্তু সমস্তই তলদেশ পতিত হয়, সুতরাং পৃথিবীতে এই জলের অপেক্ষা পাতলা ও দুর্নিরীক্ষ্য আর কিছুই নাই।

২২তম অংশ।

(Boissonade, Anecd. Graec. I. p. 419.)

শিলা নদী।

ভারতবর্ষে শিলানামক একটী নদী আছে। যে উৎস হইতে ইহা বহির্গত হইয়াছে, তাহার নামে ইহা অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে যাহাই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, তাহা ভাসে না, কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার প্রমাণিত করিয়া তলদেশ পতিত হয়।

২৩তম অংশ।

ষ্ট্রাবো।

(Strabo. XV. I. 38. p. 793.)

শিলা নদী।

(মেগাস্থেনীস বলেন), পার্বত্যদেশে একটি নদী আছে, তাহার নাম শিলা, ইহার জলে কিছুই ভাসে না। ডীমক্রিটস এসিয়ার বহু প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি ইহা বিশ্বাস করেন নাই। আরিষ্টটলও ইহা অবিশ্বাস করিয়াছেন।

২৪তম অংশ

আরিয়ান্

(Arr. Ind. V. 2.)

ভারতবর্ষের নদীসমূহের সংখ্যা।

মেগাস্থেনীস অন্যান্য নদীরও নাম লিখিয়া গিয়াছেন; এগুলি সিন্ধু ও গঙ্গার বাহিরে পূর্ব ও দক্ষিণ মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মতে ভারতবর্ষে পঞ্চান্নটী নদী, সমস্তই নৌচলনোপযোগী। (কিন্তু আমার বোধ হয় না যে মেগাস্থেনীস ভারতবর্ষে অধিক দূর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।)

দ্বিতীয় ভাগ।

২৫তম অংশ

ষ্ট্রাবো।

(Strabo. XV. 1. 35. 36. P. 702.)

পাটলিপুত্র নগর।

মেগাস্থেনীস বলেন, গঙ্গার বিস্তার গড়ে এক শত ষ্টাডিয়ম্ ও সর্ব ন্যূন গভীরতা একশত ফুট।

গঙ্গা ও অপর একটি নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র (Palibothra) অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য আশী ষ্টাডিয়ম্ ও বিস্তার পনর ষ্টাডিয়ম্। ইহার আকার সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহা চতুর্দিকে কাষ্ঠময় প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, উহাতে তীর নিক্ষেপের জন্য রন্ধ্র আছে। ইহার সম্মুখে নগর রক্ষা ও উহার দূষিতজল গ্রহণের উদ্দেশ্যে, পরিখা রহিয়াছে। যে জাতির রাজ্যে এই নগর অবস্থিত, তাহা ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত; উহার নাম প্রাচ্য (Prasioi)। ইহার রাজাকে স্বীয় বংশের নাম ভিন্ন পাটলিপুত্র নামও গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, চন্দ্রগুপ্তকে এই নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ;—মেগাস্থেনীস ইহারই নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। [পার্থিয়ানদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা আছে; কারণ, সকলের নামই আর্‌সাকাই (Arsakai), যদিচ প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ নাম আছে; যথা, অরোডীস্ (Orodes), ফ্রাটীস (Phraates), অথবা অপর কিছু।]

তৎপর নিম্নোদ্ধৃত স্থল ঃ—

[সকলেই বলেন যে হাইপানিসের পরে সমুদায় দেশ অত্যন্ত উর্বর ; কিন্তু এ বিষয়ের সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান হয় নাই। অজ্ঞতা ও দূরত্ব, এই উভয় কারণবশতঃ এই ভূভাগ সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনাই অত্যুক্তিপূর্ণ, কিংবা অত্যদ্ভুতরূপে অনুরঞ্জিত। যেমন, স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা, বিচিত্র আকারের অদ্ভুতশক্তিবিশিষ্ট মানুষ ও অন্যান্য

জন্তুর উপাখ্যান। তাহার দৃষ্টান্ত এই। শুনা যায় সীর (Seres) জাতি এমন দীর্ঘজীবী যে তাহারা দুই শত বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকে। আরও শুনা যায় (এই ভূখণ্ডে) অভিজাতবর্গদ্বারা গঠিত এক রাষ্ট্রতন্ত্র আছে, উহার পাঁচ শত সদস্য। সদস্যগণের প্রত্যেকে ঐ রাজ্যকে এক একটি হস্তী প্রদান করেন।)

মেগাস্থেনীস বলেন যে প্রাচ্যগণের দেশেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়। ইত্যাদি। ১২শ অংশ দ্রষ্টব্য।

২৬তম অংশ।

আরিয়ান।

(Arr. Ind. X.)

পাটলিপুত্র। ভারতবাসীর আচার ব্যবহার।

এই প্রকারও কথিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্যে কোনও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে না। তাহারা মনে করে, মানুষের গুণ, ও যে সকল সঙ্গীতে তাহাদিগের কীর্তি গীত হয়, তাহাই মৃত জনের স্মৃতিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। শুনা যায় যে ভারতবর্ষে নগরের সংখ্যা এত অধিক যে উহা নিশ্চিতরূপে গণনা করা যায় না ; কিন্তু যে সকল নগর নদীতীরে কিংবা সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত, তাহা কাষ্ঠনির্মিত, কারণ ইষ্টকনির্মিত হইলে উহা অল্পদিন স্থায়ী হয়, যেহেতু বর্ষাপাত অত্যন্ত প্রবল ; এবং নদী সকলের জল-রাশি দুকূল প্লাবিত করিয়া সমতলভূমি নিমজ্জিত করে। কিন্তু যে সমুদায় নগর উচ্চ ভূমিতে ও উন্নত শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত, তাহা ইষ্টক ও কর্দমনির্মিত। ভারতবর্ষে পাটলিপুত্র (Palibothra) নামক নগর সর্বশ্রেষ্ঠ ; উহা প্রাচ্য-রাজ্যে, হিরণ্যবাহ নদ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গঙ্গা ভারতীয় নদীসমূহের মধ্যে সর্ব প্রধান। হিরণ্যবাহ বোধ হয় তৃতীয় স্থানীয়, কিন্তু অন্য দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী

অপেক্ষাও বৃহৎ। কিন্তু উহা যে স্থলে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে, তথায় ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। মেগাস্থেনীস আরও বলেন যে এই নগরের যে ভাগে লোকের বসতি, তাহার উভয় দিকে সর্বাধিক দৈর্ঘ্য আশী ষ্টাডিয়ম্ এবং বিস্তার পনর ষ্টাডিয়ম্। এই নগর চতুর্দিকে পরিখাবেষ্টিত, পরিখার বিস্তার ছয়শত ফুট ও গভীরতা ত্রিশ হাত। নগরপ্রাচীরের পাঁচ শত সত্তর বুরুজ ও চৌষট্টি দ্বার। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই একটি আশ্চর্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারত-বাসিগণ সকলেই স্বাধীন, কেহই ক্রীতদাস নহে। [স্পার্টান ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্য আছে, কিন্তু স্পার্টাবাসীরা হীলটদিগকে ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করে, এবং তাহারা যাবতীয় দাসের কার্য সম্পাদন করে। ভারতবর্ষে ভিন্নদেশীয় দাসও নাই, ভারতবর্ষীয় দাস ত দূরের কথা]।

২৭তম অংশ।

ষ্ট্রাবো।

(Strabo, XV. I. 53—56. P. 709-710.)

ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার।

ভারতবাসিগণ সকলেই আহার সম্বন্ধে মিতাচারী—বিশেষতঃ শিবিরে। তাহারা বিপুল-জনসঙ্ঘ ভালবাসে না এজন্য তাহাদের জীবন সুসংযত ও সুশৃঙ্খল। চৌর্য অত্যন্ত বিরল। মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন যে যাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিয়াছিলেন (উহাতে চারিলক্ষ লোক অবস্থিতি করিত), তাঁহারা বলেন, ঐ শিবিরে কোন দিনই ত্রিশ মুদ্রার (Drachma) অধিক মূল্যের বস্তু অপহৃত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। ভারতবর্ষে লিখিত বিধির ব্যবহার নাই—তাহাতেই এইরূপ। ভারতবাসীরা লিখিতে জানে না, সুতরাং সমস্ত কার্যেই তাহাদিগকে স্মৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। তথাপি তাহারা সরলচিত্ত ও মিতাচারী বলিয়া সুখেই

কালযাপন করে। তাহারা এক যজ্ঞের সময় ভিন্ন আর কখনও মদ্যপান করে না। তাহারা যে মদ্য পান করে, তাহা যব হইতে প্রস্তুত নহে, অন্ন হইতে প্রস্তুত।

তাহাদিগের প্রধান খাদ্য অন্নব্যঞ্জন। তাহাদিগের বিধি ও পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার, সমুদায়ই সরল; তাহার প্রমাণ এই যে তাহারা কখনও রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে না। তাহারা যাহা গচ্ছিত বা আবদ্ধ রাখে, তৎসম্পর্কে কোনও অভিযোগ করিতে হয় না। তাহাদিগের সাক্ষী কিংবা মোহরের আবশ্যক হয় না, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়াই বস্তু গচ্ছিত রাখে। তাহাদিগের গৃহ সচরাচর অরক্ষিত থাকে। এ সমস্তই সুসংযত বুদ্ধিসঙ্গত। কিন্তু অপর কতকগুলি বিষয়ের অনুমোদন করা যায় না। যেমন, তাহারা আজীবনই একাকী ভোজন করে; দিবসে কিংবা রাত্রিতে এমন কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই, যখন সকলে মিলিত হইয়া ভোজন করিতে পারে; কিন্তু যখন যাহারা ইচ্ছা, তখন সে আহার করে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে ইহার বিপরীত নিয়মই শ্রেষ্ঠ।

শরীর ঘর্ষণপূর্বক ব্যায়ামই ভারতবাসীদিগের বিশেষ প্রিয়; ইহা নানারূপে সম্পন্ন হয়; তন্মধ্যে মসৃণ হস্তিদন্তের দণ্ড ঘর্ষণ করিয়া ত্বক মসৃণ করিবার প্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাদিগের সমাধিস্থান অলঙ্কৃত ও মৃতদেহোপরি স্থাপিত মৃত্তিকা স্তূপ অনুচ্চ। তাহারা অন্যান্য বিষয়ে আড়ম্বরপ্রিয় নহে, কিন্তু অলঙ্কারে সজ্জিত হইতে ভালবাসে। তাহারা স্বর্ণ ও মূল্যবান্ প্রস্তরের অলঙ্কার ব্যবহার করে ও কৃত্রিম পুষ্পসজ্জিত মস্‌লিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। ছত্রধর তাহাদিগের অনুগমন করে। তাহারা সৌন্দর্যের সম্মান করে, এবং সুন্দর হইবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করে। তাহারা সত্য ও ধর্মের তুল্যরূপে আদর করিয়া থাকে। এজন্য, জ্ঞানে

শ্রেষ্ঠ না হইলে তাহারা বৃদ্ধদিগকে বিশেষ অধিকার প্রদান করেনা।* তাহারা বহু বিবাহ করিয়া থাকে, এবং যুগ্ম গো বিনিময়ে পিতা-মাতার নিকট হইতে কন্যা গ্রহণ করে। তাহারা পত্নীগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও গৃহকর্মে সাহায্যের উদ্দেশ্যে, কাহাকে কাহাকেও সুখ ও সন্তান প্রাপ্তির আশায়, বিবাহ করে। তাহারা সতী হইতে বাধ্য না হইলে ব্যাভিচারিণী হয়। কেহই মস্তকে মালা ধারণ করিয়া বলিদান কিংবা যজ্ঞ সম্পাদন করে না। তাহারা বলির পশু খড়্গ দ্বারা ছেদন না করিয়া শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করে, কারণ তাহাতে পশুটি অঙ্গহীন না হইয়া সমগ্রভাবে দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত।

যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহাদিগের হস্তপদ ছেদন করা হয়। যে অপরের অঙ্গ হানি করে সে কেবল সেই অঙ্গে বঞ্চিত হয়, তাহা নহে, কিন্তু তাহার হস্তও ছেদন করা হইয়া থাকে। যদি কেহ কোনও শিল্পীর হস্ত কিংবা চক্ষু বিনষ্ট করে, তবে সে প্রাণ হারায়। এই লেখক বলেন যে কোন ভারতবাসীই ক্রীতদাস রাখে না। [অনীসিক্রিটস্ বলেন যে মূষিকানস্ (Mousikanos) যে প্রদেশের রাজা, উক্ত প্রথা সেই প্রদেশেরই বিশেষত্ব। ইত্যাদি।]

রাজার শরীর রক্ষার জন্য স্ত্রী-রক্ষী নিযুক্ত হইয়া থাকে; তাহারাও পিতামাতার নিকট হইতে ক্রীত হয়। শরীররক্ষী ও অন্যান্য সৈন্যগণ দ্বারের বাহিরে অবস্থান করে। যে স্ত্রী মদ্যাভিভূত রাজাকে হত্যা করে, সে তাঁহার উত্তরাধিকারীর পত্নীরূপে গৃহীত হয়। পুত্রগণ পিতার উত্তরাধিকারী। রাজা দিবসে নিদ্রা যাইতে পারেন না; এবং রাত্রিতেও তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের ভয়ে দণ্ডে দণ্ডে শয্যা পরিবর্তন করিতে হয়।

---

* ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।
মনু, ২।১৫৬ (অনুবাদক।)

নৃপতি কেবল যুদ্ধের সময়ে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাকে বিচারকার্য নির্বাহের জন্যও প্রাসাদ ত্যাগ করিতে হয়; তখন তিনি শেষ পর্যন্ত বিচারকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত দিন বিচারালয়ে অতিবাহিত করেন; এমন কি, দেহ পরিচর্যার সময় উপস্থিত হইলেও নিরস্ত হন না। দণ্ড দ্বারা দেহ ঘর্ষণ করাই দেহ পরিচর্যা। তিনি বাদানুবাদ শুনিতে থাকেন, এবং চারিজন পরিচারক দণ্ড দ্বারা তাঁহার দেহ ঘর্ষণ করিতে থাকে। তিনি যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যও প্রাসাদের বাহিরে গমন করেন। তৃতীয়তঃ, মহা জাঁকজমকে শিকারের অভিপ্রায়ে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করেন। তখন তিনি রমণীবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া গমন করেন; রমণী-শ্রেণীর বাহিরে বর্শাধারিগণ মণ্ডলাকারে সজ্জিত থাকে। রজ্জুদ্বারা পথ চিনিতে হয়; পুরুষ, এমন কি স্ত্রীলোকও রজ্জুর মধ্যে গমন করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাঁসর ও দুন্দুভিধারিগণ অগ্রে অগ্রে গমন করে। রাজা বেষ্টিত স্থানে শিকার করেন ও মঞ্চ হইতে তীর নিক্ষেপ করেন। নিকটে দুই তিনজন সশস্ত্র স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান থাকে। তিনি উন্মুক্ত স্থানে হস্তি-পৃষ্ঠে শিকার করেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ রথে, কেহ অশ্বোপরি, কেহ বা হস্তি-পৃষ্ঠে, যুদ্ধযাত্রার মত সর্ব-প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, অবস্থান করে।*

[আমাদিগের প্রথাগুলির সহিত তুলনায় এ সমস্তই অত্যন্ত অদ্ভুত, কিন্তু নিম্নলিখিত প্রথাগুলি আরও অদ্ভুত।] মেগাস্থেনীস বলেন যে ককেসস বাসিগণ প্রকাশ্যে স্ত্রীসঙ্গম করে ও আত্মীয়

---

* কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে এই বর্ণনার সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে বিদূষক দুষ্যন্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন…এসো বাণাসনহত্থাহিং জঅনীহিং বনপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আআচ্ছই পিঅবঅস্সা। (এষঃ বাণাসনহস্তাভিঃ যবনীভিঃ বনপুষ্পমালাধারিণীভিঃ পরিবৃতঃ ইতঃ এব আগচ্ছতি প্রিয়বয়স্য।) (অনুবাদক।)

স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে।* এবং এক প্রকার বানর আছে, তাহারা প্রস্তর বর্ষণ করে। ইত্যাদি। (অতঃপর ১৫শ ও তাহার পর ২৯তম অংশ।)

২৭তম অংশ। খ।

এলিয়ান্।

(Ælian. V. L. 1V. 1.)

ভারতবাসিগণ কুসীদ গ্রহণ করিয়া ঋণ দিতে জানে না ; ঋণ করিতেও জানে না। অপরের অপকার করা কিংবা অপকার সহ্য করা ভারতবাসীর নিয়ম নহে। এজন্য তাহারা কখনও লিখিত অঙ্গীকার পত্রে আবদ্ধ হয় না ; এবং তাহাদিগের কখনও প্রতিভূর আবশ্যক হয় না। (Suidas, Indoi শব্দ দ্রষ্টব্য।)

২৭তম অংশ। গ।

নিকলাস।

(Nicol. Damasc. 44.) (Stob. Serm. 42.)

ভারতবাসীদিগের মধ্যে যদি কেহ ঋণস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ, কিংবা অপরের নিকট গচ্ছিত দ্রব্য, পুনঃ প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহার কোনও প্রতিকার নাই, অপরকে বিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া সে কেবল আপনাকে ধিক্কার দিতে পারে।

* হীরডটসও বলেন, প্রথমোক্ত প্রথা কালাতীয় (Calateis) ও পদয় (Padaeis) জাতি ও দ্বিতীয় প্রথা অপর কোনও ভারতীয় জাতীর মধ্যে বর্ত্তমান আছে। (৩য় ভাগ, ৩৮, ৯৯, ১০১ অধ্যায়। মার্কো-পলো বলেন, বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী কোনও জাতি আত্মীয়স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে, সুতরাং মনে করা যাইতে পারে মেগাস্থেনীস যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে ভারতবাসীরা বর্ব্বর আদিম নিবাসীদিগের বর্ণনায় সমুদায় মাত্রা অতিক্রম করিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

২৭তম অংশ। ঘ।

নিকলাস।

(Nicol. Damasc.) 44. (Stob. Serm. 42.)

যদি কেহ কোনও শিল্পীর চক্ষু বা হস্ত নষ্ট করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। কেহ নিরতিশয় গর্হিত অপরাধ করিলে রাজা তাহার কেশ ছেদন করিতে আদেশ করেন—ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড।

২৮তম অংশ।

আথীনেয়স।

(Athen. IV. P. 153.)

ভারতবাসীর আহারপ্রণালী।

মেগাস্থেনীস "ভারতবিবরণ" দ্বিতীয়ভাগে বলেন যে ভারতবাসিগণ যখন আহার করে, তখন প্রত্যেকের সম্মুখে ত্রিপদের মত একটা মেজ রাখা হয়; উহার উপরে স্বর্ণপাত্র স্থাপিত হয়। ঐ পাত্রে যবের ন্যায় সিদ্ধ ভাত রাখিয়া উহার সহিত ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত বিবিধ সুস্বাদু খাদ্য মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

২৯তম অংশ।*

ষ্ট্রাবো।

(Strabo, XV. 1. 57. P. 711.)

অবাস্তব জাতিসমূহ।

কিন্তু উপাখ্যান বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিতেছেন যে, (ভারতে) পঞ্চবিঘস্ত, এমন কি ত্রিবিঘস্ত দীর্ঘ মানুষ আছে: তাহাদিগের মধ্যে

---

* ষ্ট্রাবো (২।১।৯।৭০ পৃঃ) বলেন "ডিমখস ও মেগাস্থেনীস একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য। ইহাঁরা নানা অলৌকিক জাতির উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। কোন জাতির কর্ণ এত বৃহৎ যে তাহাতে শয়ন করা যায়; কোনটীর মুখ নাই; কোনটীর নাসাবর্জিত; কোনটীর পদ ঊর্ণনাভের পদের ন্যায়; কোনটীর আঙ্গুল পশ্চাদ্দিকে। বামন সারসের যুদ্ধ সম্বন্ধে হোমরের যে আখ্যায়িকা আছে, ইহাঁরা তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন; ইহাঁরা বলেন যে এই বামনেরা ত্রিবিঘস্ত দীর্ঘ ছিল। স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা, কীলকাকার মস্তকবিশিষ্ট নরপশু (Pans), সশৃঙ্গ গো ও হরিণ উদরসাৎ করে, এই প্রকার অজগর ইত্যাদি অনেক উপাখ্যান ইহাঁরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; অথচ এরাটস্থেনীস বলেন, ইহাঁরা এই সকল বিষয়ে একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

কাহারও কাহারও নাক নাই, কেবল মুখের উপরে দুইটি রন্ধ্র আছে, তাহারা তদ্বারা নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। ত্রিবিঘস্ত জাতির সহিত সারসেরা যুদ্ধ করে (হোমরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন), তিত্তির পক্ষীও যুদ্ধ করে, এগুলি রাজহংসের ন্যায় বৃহৎ।* ইহারা সারসদিগের ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট করে, কারণ সারসেরা ইহাদিগেরই দেশে ডিম্ব প্রসব করে, এজন্য আর কোথায়ও সারসের ডিম্ব ও শাবক দৃষ্ট হয় না। এদেশে প্রায়শঃ সারস আহত হয়, ও দেহে নিবদ্ধ ধাতবাস্ত্রের সূক্ষ্মাগ্র লইয়া পলায়ন করে। কর্ণপ্রাবরণ (Enoctokoitni) বনমানুষ ও অন্যান্য রাক্ষসের বৃত্তান্তও এইরূপ।** বনমানুষগুলিকে

---

* ক্টীসিয়সও (ভারতবিবরণ। ১১) বলেন, বামজাতি ভারতবাসী। ভারতবাসীদিগের মতে এই বামনেরা কিরাত জাতি; তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে কিরাত বলিতেই বামন বুঝায়। প্রবাদ এই যে তাহারা গৃধ্র ও গরুড়ের (ঈগলের) সহিত যুদ্ধ করে, এজন্য, বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের একটী নাম, কিরাতাশী (১) কিরাতগণ মঙ্গোলীয় জাতি, এজন্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় জাতীর ন্যায় বর্ণনা করিতে যাইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কদর্যতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। 'মুখ-বিহীন প্রভৃতি অভিধানের ইহাই মূল। —Schwanbeck.

(১) আদিপর্বের ২৮ অধ্যায়ে গরুড়ের প্রতি বিনতার উক্তি—

সমুদ্রকুক্ষাবেকান্তে নিষাদালয়মুত্তমম্।
নিষাদানাং সহস্রাণি তান্ ভুক্ত্বাহমৃতমানয়॥

(অনুবাদক)।

** Enoctokoitai—ইহাদিগের কর্ণ এত বৃহৎ যে তাহাতে শয়ন করা যায়। মহাভারতোক্ত কর্ণপ্রাবরণ জাতি।

বশে চক্রে মহাতেজা দণ্ডকাশ্চ মহাবলঃ।
সাগরদ্বীপবাসাংশ্চ নৃপতিন্ ম্লেচ্ছযোনিজান্।
নিষাদান্ পুরুষাদাশ্চ কর্ণপ্রাবরণানপি।
যে চ কালমুখা নাম নররাক্ষসযোনয়ঃ।

সভাপর্ব। ৩১শ অধ্যায়, ৬৬।৬৭ শ্লোক।

ভারতবর্ষে আপামর সাধারণের বিশ্বাস এই যে বর্বর জাতির কর্ণ অত্যন্ত বৃহৎ; এজন্য কর্ণপ্রাবরণ, কর্ণিক, লম্বকর্ণ, মহাকর্ণ, উষ্ট্রকর্ণ পাণিকর্ণ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রগুপ্তের নিকটে আনিতে পারা যায় নাই, কারণ তাহারা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করে। ইহাদিগের পায়ের গোড়ালি সম্মুখের দিকে, পাতা ও আঙ্গুলগুলি পশ্চাদ্দিকে।* কয়েকটা মুখবিহীন মানুষ আনীত হইয়াছিল, তাহারা শান্ত ছিল। তাহারা গঙ্গার উৎপত্তি-স্থলে বাস করে। তাহারা দগ্ধ মাংসের ঘ্রাণ ও ফলপুষ্পের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করে, কারণ, তাহাদিগের মুখ নাই। তৎপরিবর্তে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের রন্ধ্র আছে। তাহারা দুর্গন্ধ দ্রব্য হইতে অতিশয়

ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা।
চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা॥
খরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীস্বনমহাস্বনা।
* * *
নৌকর্ণী মুখকর্ণীচ বশিরা মত্থিনী তথা॥

শল্যপর্ব। ৪৬ অধ্যায়।

অন্ধ্রাং স্তালবনাংশ্চৈব কলিঙ্গান্ উষ্ট্রকর্ণিকান্।

সভাপর্ব। ৩১ম অধ্যায়।

কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।

ঐ ৫২ম অধ্যায়।

* ক্টীসিয়স এবং বীটোও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা Antipodes নামে ঈথিয়পীয়গণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতীয় মহাকাব্যে ইহা "পশ্চাদঙ্গুলয়ঃ নামে পরিচিত।

তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষাংসি পিশাচাশ্চ পৃথগ্‌বিধাঃ।
খাদন্তো নরমাংসানি পিবন্তঃ শোনিতানিচ॥
করালাঃ পিঙ্গলা নিদ্রাঃ শৈলদন্তা রজস্বলাঃ।
জটিলা দীর্ঘসক্‌থাশ্চ পঞ্চপাদা মহোদরাঃ॥
পশ্চাদঙ্গুলয়ো রুক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনাঃ।
ঘণ্টাজালাবন্ধাশ্চ নীলকণ্ঠা বিভীষণাঃ॥
সপুত্রদারাঃ সুক্রূরাঃ সুদুর্দশা সুনির্ঘৃণাঃ।
বিবিধানিচ রূপাণি তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষসাম্॥

সৌপ্তিকপর্ব। ৮ম অধ্যায়।
১২৯—১৩২ শ্লোক।

ক্লেশ পায়। এজন্য তাহাদিগের পক্ষে জীবনরক্ষা করা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ শিবিরে।*

অন্যান্য অলৌকিক বিষয়ের প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে একপদ (Okupodas) জাতির কথা বলিয়াছিলেন, ইহারা ঘোটক অপেক্ষাও দ্রুতগামী।** তাঁহারা কর্ণপ্রাবরণগণের (Enoctokoitai) উপাখ্যানও উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের কর্ণ পদপর্যন্ত বিলম্বিত, সুতরাং ইহারা তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে, এবং ইঁহারা এমন বলবান্ যে বৃক্ষ উৎপাটিত ও ধনুর্গুণ ছিন্ন করিতে পারে। অপর একজাতির নাম একাক্ষঃ (Monommatoi); তাহাদিগের কর্ণ কুকুরের কর্ণের মত, এবং চক্ষু একটিমাত্র, ললাটের মধ্যভাগে অবস্থিত, তাহারা ঊর্ধ্বকেশ, তাহাদিগের বক্ষঃ রোমশ।*** আর এক জাতি নাসাবিহীন,

---

* মুখবিহীন জাতির উল্লেখ ভারতীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্বরজাতিসমূহ সর্বভক্ষ, বিশ্বাসভাজন, মাংসভক্ষক, আমিষাশী, ক্রব্যাদ, আমভোজী প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

** একপাদজাতি কিরাতগণের একশাখা। ক্টীসিয়াসও ইহাদিগের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহাদিগকে "ছায়াপদ"গণের সহিত এক মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

> দ্ব্যক্ষাংস্ত্র্যক্ষান্ ললাটাক্ষাান্নাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতান্।
> ঔষ্ণীকানন্তবাসাংশ্চ রোমকান্ পুরুষাদকান্॥
> একপাদাংশ্চ তত্রাহমপশ্যং দ্বারিবারিতান্।
> রাজানো বলিমাদায় নানাবর্ণাননেকশঃ॥

সভাপর্ব। ৫১ম অধ্যায়, ১৭।১৮ শ্লোক।

রামায়ণ ও হরিবংশেও একপদ জাতির উল্লেখ আছে। 'একচরণ' নামও দৃষ্ট হয়।

*** এস্থলে মেগাস্থেনীস যেগুলি একজাতির লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মতে সেগুলি বিভিন্ন জাতির লক্ষণ। Monommatos = একাক্ষঃ বা একবিলোচনঃ। Orthochaitos = ঊর্ধ্বকেশঃ। Metopophthalmos = ললাটাক্ষঃ, ইহারা ভারতীয় Cyclopes.

তাহার সর্বভুক্, আমভোজী, স্বল্পজীবী, বার্ধক্যের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের মুখের উপরিভাগ (অর্থাৎ ওষ্ঠ) (অধর অপেক্ষা) অনেক অধিক প্রসারিত। সহস্রবর্ষজীবী* উত্তরকুরুদিগের

দিদেশ রাক্ষসাস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাসাসিশূলপরশুমুদ্গরালাতধারিণীঃ॥
দ্ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দীর্ঘজীহ্বামজিহ্বকাম্।
ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাম্॥
এতাশ্চান্যাশ্চ দীপ্তাক্ষ্যঃ করভোৎকটমূর্দ্ধজাঃ।
পরিবার্যসতে সীতাং দিবারাত্রমতন্দ্রিতা॥

বনপর্ব, ২৭৯ অধ্যায়। ৪৪—৪৬ শ্লোক।

* উত্তরকুরুগণের কাহিনী অতিপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে নীত হইয়াছিল। মেগাস্থেনীস ইহা অবগত ছিলেন; সুতরাং তিনি তাহাদিগকে Hyperborean নামে অভিহিত করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

দেবলোকচ্যুতাঃ সর্বে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্বে সুপ্রিয়দর্শনাঃ॥
এবমেবায়ুরূপঞ্চ চক্রবাকসমং বিভো।
নিরাময়াশ্চ তে লোকা নিত্যং মুদিতমানসঃ॥
দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
জীবন্তি তে মহারাজ ন চান্যোন্যং জহত্যুত॥

ভীষ্মপর্ব। ৭ম অধ্যায়, ৭, ১০, ১১ শ্লোক। উত্তরকুরুগণের এই বর্ণনার সহিত পিণ্ডাররচিত Hyperborean দিগের বর্ণনার ঐক্য আছে—

With braids of golden bays entwined
Their soft resplendent locks they bind,
And feast in bliss the genial hour :
Nor foul disease, nor wasting age,
Visit the sacred race, nor wars they wage,
Nor toil for wealth or power.

10th Pythian Ode; translated by A. Moore (quoted by McCrindle.)

[এই অংশের পাদটীকাগুলি ডাঃ শোয়ান্বেকের; সংস্কৃত শ্লোকগুলি তাঁহার নির্দেশানুসারে অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত।]

(Hyperboreans) সম্বন্ধে তাঁহারা সিমোনিডীস, পিণ্ডার ও অন্যান্য উপাখ্যান লেখকগণের ন্যায়ই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। টিমাগেনীস বলেন, (এদেশে) তাম্ররেণুর বৃষ্টি হয়, (লোকে) উহা সংগ্রহ করে; ইহা কাল্পনিক উপাখ্যান। মেগাস্থেনীস বলেন, অনেক নদীতে স্বর্ণরেণু প্রবাহিত হয়, এবং ইহার একভাগ রাজস্বরূপে রাজাকে প্রদত্ত হয়; ইহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য; কারণ ইবীরিয়া দেশেও এইপ্রকার দৃষ্ট হয়।

৩০তম অংশ।

প্লীনি।

(Pliny, H. N. VII. 2. 14—22.)

মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন, নীল (Nulo) নামক পর্বতে এক জাতি বাস করে, তাহাদিগের পায়ের পাতা পশ্চাদ্দিকে এবং প্রত্যেক পায়ে আটটা আঙ্গুল।

অনেক পর্বতে এক জাতীয় মনুষ্য বাস করে, তাহাদিগের মস্তক কুকুরের ন্যায়; তাহারা পশুচর্ম পরিধান করে; কুকুরবৎ চীৎকারই তাহাদিগের ভাষা; তাহারা নখরবিশিষ্ট, পশু পক্ষী শিকার করিয়া প্রাণ ধারণ করে।*

[ক্টীসিয়স্ বিনা প্রমাণেই বলেন যে এই জাতির লোক সংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজারের অধিক। তিনি আরও বলেন যে ভারতবর্ষে এক জাতি বাস করে; এই জাতির স্ত্রীলোকেরা কেবল একবার সন্তান

---

* ক্টীসিয়সও কুকুরের ন্যায় মুখবিশিষ্ট জাতির উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি তাহাদিগকে Kunokephaloi বলিয়াছেন; উহা সংস্কৃত শুনমুখ বা শ্বামুখ শব্দের অনুবাদ।

ফলমূলাসনা যে চ কিরাতাশ্চর্মবাসসঃ।
ক্রূরশস্ত্রাঃ ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ পশ্যাম্যহং প্রভো॥

সভাপর্ব। ৫২ম অধ্যায়, ৯ম শ্লোক।

(শোয়ানবেক ও অনুবাদক।)

প্রসব করে ; এবং ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানগণের কেশ শুক্ল হয়। ইত্যাদি।]

* * * *

মেগাস্থেনীয় ভারতীয় যাযাবরগণের মধ্যে এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহাদিগের নাকের পরিবর্তে কেবল রন্ধ্র আছে, এবং তাহাদিগের পদ সর্পের মত আকুঞ্চিত। এই জাতি Soyritae (কিরাত) নামে অভিহিত। আর এক জাতি ভারতের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গার উৎপত্তি স্থলে বাস করে ; তাহাদিগের নাম Astomi (মুখ-বিহীন) ; তাহাদিগের মুখ নাই ; তাহারা স্বীয় রোমশ দেহ বৃক্ষোৎপন্ন পশমে আচ্ছাদন করে, এবং কেবল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া ও নাসারন্ধ্র দ্বারা সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া জীবিত থাকে। তাহারা কিছুই আহার করে না, কিছুই পান করে না। মূল ও পুষ্প ও বন্য ফলের (wild apples) বিবিধ গন্ধ ভিন্ন তাহারা আর কিছুই চাহে না। দূর স্থানে যাইতে হইলে, গন্ধের অভাব না হয়, এই উদ্দেশ্যে তাহারা ফলগুলি সঙ্গে লইয়া যায়। গন্ধ অত্যন্ত উগ্র হইলে তাহারা সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মুখবিহীন জাতির পরে, পর্বতমালার দূরতম ভাগে ত্রিবিঘস্ত ও বামনগণের বাস। তাহারা প্রত্যেকে তিন বিঘস্ত দীর্ঘ, অর্থাৎ কেহই ২৭ ইঞ্চ অতিক্রম করে না। এ দেশের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর এবং এথায় চিরবসন্ত বিরাজমান ; উত্তরে পর্বতমালা। হোমর সারস কর্তৃক উৎপীড়িত যে জাতির কথা বলিয়াছেন, এ সেই জাতি। জনশ্রুতি এই যে ইহারা বসন্তকালে ধনুর্বাণ লইয়া মেষ ও ছাগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করে, এবং সারসদিগের ডিম্ব ও শাবক বিনষ্ট করে। এই অভিযানে তিন মাস অতিক্রান্ত হয়। এইরূপ যুদ্ধ না করিলে তাহারা পরবর্তী বৎসরের সারসকুল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। ইহাদিগের কুটীর কর্দম, পালক ও ডিমের খোসা দ্বারা নির্মিত। [আরিষ্টটল বলেন

যে বামনেরা গহ্বরে বাস করে ; অন্যান্য বিষয়ে তিনি অপর লেখক-গণের ন্যায় বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।]

* * * *

[আমরা ক্টীসিয়াসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ভারতবর্ষে পাণ্ডর (Pandori) নামক এক জাতি আছে, তাহারা উপত্যকা ভূমিতে বাস করে, ও দুই শত বৎসর জীবিত থাকে। যৌবনে তাহাদিগের কেশ শুক্ল, কিন্তু বার্দ্ধক্যে উহা কৃষ্ণবর্ণ হয়। পক্ষান্তরে মাক্রোবী (Macrobi) দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ এক জাতি আছে, তাহাদিগের কেহই চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে না ; এই জাতির রমণীগণ একবার সন্তান প্রসব করে। Agatharchidesও এইরূপ লিখিয়াছেন ; তিনি অধিকন্তু বলেন যে ইহারা অতিদ্রুতগামী, ও শলভ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।] ক্লিটার্থ'স ও মেগাস্থেনীস মন্দ (Mandi)* নামক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহাঁদিগের গণনানুসারে ইহাদিগের গ্রামের সংখ্যা তিন শত। এই জাতির নারীগণ সাত বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব করে এবং চল্লিশ বৎসরে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হয়।

---

* বোধ হয় 'পাণ্ড্য' হইবে (Sch.) ; কিংবা মেগাস্থেনীস এস্থলে মন্দার পর্বতবাসীদিগের কথা বলিতেছেন। (McCr.)

৩০তম অংশ। খ।

সলিনাস।

(Solin. 52. 26–30.)

নীল (Nulo) নামক পর্বতের সন্নিকটে এক জাতি বাস করে, তাহাদিগের পায়ের পাতা পশ্চাদ্দিকে এবং এক এক পায়ে আট আটটী আঙ্গুল। মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন। যে ভারতের বিভিন্ন পর্বতে কয়েকটী জাতি আছে। তাহাদিগের মস্তক কুকুরের মত; তাহারা নখরবিশিষ্ট; পশুচর্ম তাহাদিগের পরিচ্ছদ; তাহারা মানুষের ভাষায় কথা বলে না, কেবল কুকুরের ন্যায় চীৎকার করে; তাহাদিগের চিবুক ভীষণ। [আমরা ক্টীসিয়সের গ্রন্থে দেখিতে পাই, এক জাতীয় স্ত্রীলোক আছে তাহারা কেবল একবার সন্তান প্রসব করে ও সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শুক্লকেশ হয়। ইত্যাদি।] যাহারা গঙ্গার উৎপত্তিস্থলে বাস করে, তাহাদিগের খাদ্যের আবশ্যক হয় না; তাহার বন্য ফলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রাণধারণ করে। দূরদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে তাহারা জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে ফলগুলি সঙ্গে লইয়া যায়, কারণ, তাহারা গন্ধ-সাহায্যেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যদি তাহারা দৈবাৎ দুর্গন্ধ বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, তবে মৃত্যু অনিবার্য।

৩১তম অংশ।

প্লুটার্ক।

(Plutarch, de facie in orbe lunae,
Works, Vol. IX. p. 701.)

মুখবিহীন জাতি।

মেগাস্থেনীস বলেন, (ভারতবর্ষে) এক জাতীয় মানুষ আছে, তাহারা পানাহার করে না, এমন কি তাহাদিগের মুখই নাই; তাহারা এক প্রকার মূল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায় দগ্ধ করে, এবং তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। ভারতবর্ষের এই মূল যদি চন্দ্র হইতে রস গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত না হয়, তবে আর কিরূপে উহা বর্দ্ধিত হইতে পারে।

———

তৃতীয় ভাগ

৩২তম অংশ।

আরিয়ান।

(Arr. Ind. XI. 1.—XII. 9.)

ভারতবর্ষের সাতটী জাতি।

(১১) সমগ্র ভারতবাসী প্রায় সাতটি জাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ (Sophistai = পণ্ডিতগণ) সংখ্যায় অপর জাতি অপেক্ষা ন্যূন হইলেও মানমর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহাঁদিগকে কোনও প্রকার দৈহিক শ্রম করিতে হয় না; কিংবা শ্রম দ্বারা ধন উপার্জন করিয়া রাজকোষে প্রদান করিতেও হয় না। রাজ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে দেবতাগণের যজ্ঞ সম্পাদন ভিন্ন ইহাঁদিগের অবশ্যকরণীয় আর কোনও কর্তব্য নাই। যদি কোনও ব্যক্তি স্বীয় ইষ্টসিদ্ধির জন্য যজ্ঞ করিতে চাহে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করাইতে হয়। অন্যথা তাহা দেবগণের প্রীতিপ্রদ হয় না; ভারতবাসিগণের মধ্যে কেবল ইহাঁরাই ভবিষ্যৎ গণনা করিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও ভবিষ্যৎ গণনা করিবার অধিকার নাই। ইহাঁরা বৎসরের বিভিন্ন ঋতু ও রাজ্যে কোনও বিপৎপাত হইবে কিনা, এতদনুরূপ বিষয়ে গণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য গণনা করিতে তাঁহাদিগের অভিরুচি হয় না। তাহার কারণ এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের সহিত ভবিষ্যদ্‌গণনার কোনও সম্পর্ক নাই, কিংবা এজন্য শ্রম করা তাঁহারা অগৌরবের বিষয় মনে করেন। যিনি গণনায় তিনবার ভ্রম করেন, তাঁহাকে আর কোনও দণ্ড ভোগ করিতে হয় না, কেবল অবশিষ্ট জীবনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হয়। যিনি এই মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য করিতে পারে, এমন জন সংসারে নাই। [এই পণ্ডিতগণ উলঙ্গ হইয়া বিচরণ

করেন। ইহাঁরা শীতকালে রৌদ্রসম্ভোগের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত বায়ুতে বাস করেন; গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে, মাঠে ও নিম্নভূমিতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় কালাতিপাত করেন। নেয়ার্খ‍ স বলেন, এই সকল বৃক্ষের ছায়া চতুর্দিকে পাঁচ শত ফুট বিস্তৃত, এবং উহাতে দশ সহস্র লোক স্থান পাইতে পারে। এই বৃক্ষগুলি এমন প্রকাণ্ড। তাঁহারা প্রতি ঋতুর ফল ও বৃক্ষের ত্বক্ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করেন; এই ত্বক্ খর্জুর ফল অপেক্ষা কম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর নহে।]

ইহাঁদিগের পরে দ্বিতীয় জাতি কৃষকগণ; ইহারা সংখ্যায় ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ করিতে হয় না, কিংবা যুদ্ধের সাহায্যার্থ কোনও কার্য করিতে হয় না; কিন্তু ভূমি কর্ষণ করাই ইহাদিগের একমাত্র কর্ম। ইহারা রাজাকে, ও যে সকল নগরে রাজার পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্য (Autonomy) প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগকে কর প্রদান করে। ভারতবাসীদিগের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্যগণের পক্ষে কৃষকদিগকে উৎপীড়িত কিংবা ক্ষেত্র উচ্ছিন্ন করিবার বিধি নাই। তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বধ করে, আর অদূরে কৃষকগণ নিরুপদ্রবে আপন আপন কর্ম করে এবং ভূমি কর্ষণ, শস্য সংগ্রহ, বৃক্ষপল্লব ছেদন কিংবা শস্য কর্তনে নিযুক্ত থাকে।

ভারতবাসীদিগের তৃতীয় জাতি রাখাল অর্থাৎ গোপাল ও মেষপাল। ইহারা গ্রামে কিংবা নগরে বাস করে না, ইহারা যাযাবর, পর্বতোপরি অবস্থান করে। ইহারাও কর প্রদান করে; তাহা গো মেষ। তাহারা পক্ষী ও বন্য পশুর জন্য দেশময় বিচরণ করে।

(১২) চতুর্থজাতি শিল্পী ও পণ্যজীবী। ইহারা রাজভৃত্য; ইহাদিগকে শ্রমলব্ধ ধন হইতে কর প্রদান করিতে হয়; কিন্তু যাহারা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করে, তাহাদিগকে কর দিতে হয় না, বরং

তাহারা রাজকোষ হইতে বেতন পায়। নৌ-নির্মাতৃগণ এবং নদী-বক্ষে নৌকা-পরিচালনে নিযুক্ত নাবিকগণও এই জাতির অন্তর্ভূত।

পঞ্চমজাতি ভারতবর্ষের যোদ্ধৃগণ। ইহাঁরা সংখ্যায় কৃষকগণেরই নিম্নে অর্থাৎ দ্বিতীয়স্থানীয়; কিন্তু ইহাঁরা যৎপরোনাস্তি স্বাধীনতা ও সুখসম্ভোগে কালযাপন করেন। ইহাঁদিগকে কেবল যুদ্ধ ও তৎ-সম্পর্কিত কর্ম করিতে হয়। অপরে ইহাঁদিগের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে; অপরে ইহাঁদিগের জন্য অশ্ব আহরণ করে; শিবিরে অপরে ইহাঁদিগের সেবা করে, ঘোটকের পরিচর্যা করে, প্রহরণ মার্জিত করে, হস্তী পরিচালন করে, রথ সজ্জিত করে ও সারথি হইয়া রথ চালায়। আর ইহাঁরা যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করেন এবং সন্ধি-স্থাপিত হইলে সুখসম্ভোগে নিমগ্ন হন। ইহাঁরা রাজকোষ হইতে এমত প্রচুর বেতন প্রাপ্ত হন যে তাহাতে স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের ও অপরের ভরণপোষণ নির্বাহিত হয়।

ষষ্ঠজাতি পর্যবেক্ষক (Episcopoi) নামে অভিহিত ব্যক্তিগণ। গ্রামে ও নগরে কখন কি হইতেছে, তাহারা তাহার অনুসন্ধান করেন; এবং অনুসন্ধানের ফল, যে সকল রাজ্যে রাজা আছে তথায় রাজার নিকট, ও যে সকল রাজ্য স্বতন্ত্র্য, তথায় শাসনকর্তাদিগের নিকট প্রেরণ করেন।

ইহাঁদিগের পক্ষে মিথ্যা সংবাদ করিবার বিধি নাই; বস্তুতঃ কোন ভারতবাসীই মিথ্যাকথন দোষে দোষী নহে।

সপ্তম জাতি সচিবগণ; ইহাঁরা রাজাকে, ও স্বতন্ত্র নগরসমূহে শাসনকর্তাদিগকে, রাজকার্যে পরামর্শ প্রদান করেন। এই জাতি সংখ্যায় অল্প, কিন্তু জ্ঞানে ও ন্যায়পরায়ণতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁরাই মণ্ডলাধিপতি (Nomarchai), অধস্তন শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, পোতাধ্যক্ষ, কার্যাধ্যক্ষ (Tamiai) ও কৃষিপরিদর্শক নিযুক্ত করেন।

একজাতির সহিত অপরজাতির বিবাহ বিধি-সঙ্গত নহে। যেমন,

কৃষক শিল্পীদিগের মধ্যে, কিংবা শিল্পী কৃষকদিগের মধ্যে, বিবাহ করিতে পারে না। কাহারও পক্ষে দুই ব্যবসায় অবলম্বন করা, কিংবা এক জাতি হইতে অপর জাতিতে প্রবেশ করাও বিধিসঙ্গত নহে; যেমন রাখাল কৃষক হইতে পারে না, কিংবা শিল্পী রাখাল হইতে পারে না। কেবল জ্ঞানী (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) সকল জাতির লোকেই হইতে পারে, কেননা জ্ঞানীর জীবনযাত্রা সহজসাধ্য নহে, প্রত্যুত উহা সর্বাপেক্ষা কঠিন।

৩৩তম অংশ

ষ্ট্রাবো।

(Strabo, XV. 1. 39—41, 46—49. pp. 703-4, 707.)

ভারতবাসীগণের সাতটি জাতি।

মেগাস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সাতটি জাতিতে বিভক্ত। পণ্ডিতগণ (Philosophoi) মানমর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা ন্যূন। কেহ যজ্ঞ কিংবা অপর কোনও ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদন করিতে চাহিলে ইহাঁদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। রাজাও ইহাঁদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। রাজাও ইহাঁদিগকে মহাসমিতি নামে অভিহিত প্রকাশ্য সভাতে আহ্বান করেন। তদুপলক্ষে সমুদায় পণ্ডিতগণ নববর্ষের প্রারম্ভে রাজপ্রসাদের দ্বারদেশে রাজার সম্মুখে সমবেত হন; তখন কেহ সাধারণের হিতকর কিছু লিখিয়া থাকিলে, কিংবা শস্য ও পশু, ও রাজ্যের উন্নতি বিধায়ক কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকিলে, তাহা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন। যদি কাহারও গণনা তিনবার মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী থাকিতে হয়, ইহাই বিধি। কিন্তু যাহারা হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা কর ও শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় জাতি কৃষকগণ ; ইহারা সর্বাপেক্ষা নিরীহ ও সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না ; ইহারা নির্ভয়ে আপন আপন কর্মে নিযুক্ত থাকে। ইহারা কখনও নগরে গমন করে না—তথাকার বিবাদ কোলাহলে যোগ দিবার জন্যও নহে, অপর উদ্দেশ্যেও নহে। সুতরাং প্রায়শঃই দেখা যায়, একই সময়ে একই স্থানে যোদ্ধৃগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছে ও জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম করিতেছে, আর কৃষকগণ নির্বিঘ্নে ভূমিখনন ও কর্ষণ করিতেছে, কারণ সৈন্যগণই তাহাদিগের রক্ষক। সমুদায় ভূমিই রাজার। কৃষকগণ শ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় জাতি পশুপালক ও ব্যাধগণ। কেবল ইহারাই শিকার, পশুপালন এবং ভারবাহী পশু ক্রয় ও তাহার ব্যবসায় করিতে পারে। ইহারা দেশকে বন্যপশু ও বীজভোজী পক্ষী হইতে মুক্ত রাখে, এবং তজ্জন্য রাজার নিকট হইতে শস্য প্রাপ্ত হয়। ইহারা যাযাবর, শিবিরে জীবন যাপন করে।

[অতঃপর ৩৬তম অংশ।]

[বন্যপশু সম্বন্ধে এই পর্যন্ত কথিত হইল। আমরা এক্ষণে মেগাস্থেনীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব, ও যে স্থান হইতে প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই স্থলে প্রস্তাব আরম্ভ করিব।]

পশুপালক ও ব্যাধগণের পরে চতুর্থ জাতি। শিল্পী, পণ্যজীবী ও দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এই জাতিভুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও কর দিতে হয় ও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। কিন্তু যাহারা অস্ত্র শস্ত্র ও নৌকা নির্মাণ করে তাহারা রাজকোষ হইতে বেতন ও আহার্য প্রাপ্ত হয়। কারণ ইহারা কেবল রাজার জন্য শ্রম করে। সেনাপতি সৈন্যদিগকে অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করেন, এবং পোতাধ্যক্ষ উপযুক্ত অর্থ লইয়া যাত্রী ও পণ্যজাত বহনের জন্য নৌকা যোগাইয়া থাকেন।

পঞ্চম জাতি যোদ্ধৃগণ। ইহাঁরা যুদ্ধ ভিন্ন অপর সময়ে আলস্যে ও

মগুপানে জীবন অতিবাহিত করেন। রাজকোষ হইতে ইহাঁদিগের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহিত হয়, সুতরাং ইহাঁরা আবশ্যক হইলেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে প্রস্তুত আছেন; কারণ, ইহাঁদিগকে স্বীয় দেহ ভিন্ন আর কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে হয় না।

ষষ্ঠ জাতি পর্যবেক্ষকগণ। ইহাঁদিগকে রাজ্যের সমুদায় ঘটনা অনুসন্ধান করিয়া গোপনে রাজাকে জানাইতে হয়। ইহাঁরা কেহ নগরে কেহ শিবিরে স্থাপিত হন, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নগরের ও শিবিরের বারাঙ্গনাদিগকে সহায় রূপে গ্রহণ করেন। সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরাই এই কর্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সপ্তম জাতি রাজার সচিব ও মন্ত্রিগণ। রাজ্যের সর্বোচ্চপদ-সমূহ, ন্যায়াধিকরণ ও দেশশাসনের সাধারণ কর্ম—সমুদায়ই ইহাঁ-দিগের হস্তে।

একজাতির লোক অপর জাতিতে বিবাহ করিতে পারে না, কিংবা অপর জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না, এবং পণ্ডিতগণ ভিন্ন কেহই একাধিক কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩৪তম অংশ।

স্ট্রাবো।

(Strabo, XV. 1. 50—52. pp. 707—9.)

শাসনপ্রণালী।

ঘোটক ও হস্তীর ব্যবহার।

[ইহার পূর্বে ৩৩তম অংশ]

শাসনকর্তৃগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্রয় বিক্রয়ের স্থানে, কেহ কেহ নগরে, এবং কেহ কেহ শিবিরে প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ নদী-সমূহ পর্যবেক্ষণ করেন, ঈজিপ্ট দেশের মত ভূমি পরিমাপ করেন;

যাহাতে সকলেই সমভাবে জল প্রাপ্ত হয়, এতদুদ্দেশ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বৃহত্তর প্রণালী হইতে জলধারা আনীত হয়, ইহাঁরা সেগুলির তত্ত্বাবধান করেন। এই সকল পয়ঃপ্রণালী ইচ্ছানুরূপ বন্ধ করা যায়। ইহাঁরা শিকারীদিগের উপরও কর্তৃত্ব করেন, এবং যে যেমন উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ পুরস্কৃত বা দণ্ডিত করেন। ইহাঁরা কর সংগ্রহ করেন, এবং ভূমি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য—যথা, কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্মকার ও খনি খননকারীদিগের কার্য—পরিদর্শন করেন। ইহাঁরা পথ নির্মাণ করেন, ও প্রতি দশ ষ্টাডিয়ম্ [অর্থাৎ এক ক্রোশ] অন্তর এক একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন ; তাহাতে পথের দূরত্ব ও শাখা পথগুলি বুঝিতে পারা যায়।

নগরের শাসনকর্তৃগণ ছয় দলে বিভক্ত ; এক এক দলে পাঁচজন লোক। প্রথম দল শ্রমজাতশিল্প পর্যবেক্ষণ করেন। দ্বিতীয় দল বিদেশাগত ব্যক্তিগণের সৎকার করেন। ইহাঁরা তাহাদিগকে বাসগৃহ প্রদান করেন, ও তাহারা কিরূপ জীবনযাপন করে, ভৃত্যগণের সাহায্যে তাহার উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চাহিলে ইহাঁরা সঙ্গে গমন করেন ; কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি (তাহার আত্মীয়গণের নিকট) পাঠাইয়া দেন। তাহারা পীড়িত হইলে ইহাঁরা তাহাদিগের সেবাশুশ্রূষা করেন, ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহাদিগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। তৃতীয় দল, কোথায় কিরূপে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইল, তাহা অনুসন্ধান করেন ; শুধু কর ধার্যকরণের উদ্দেশ্যে নহে ; কিন্তু উচ্চ নীচ কাহারও জন্ম বা মৃত্যু অজ্ঞাত না থাকে, এই অভিপ্রায়ে। চতুর্থ দল ব্যবসায় বাণিজ্য পর্যবেক্ষণ করেন। ইহাঁরা তৌল ও পরিমাণ পরিদর্শন করেন, এবং প্রত্যেক ঋতুর শস্য যাহাতে প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। দ্বিগুণ শুল্ক প্রদান না করিলে কেহই একাধিক বস্তুর ব্যবসায় করিতে পারে না। পঞ্চম দল সূক্ষ্ম বা যন্ত্রোৎপন্ন শিল্পের তত্ত্বাবধান করেন, এবং এগুলি

প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা* বিক্রয় করেন। নূতন দ্রব্য একস্থানে ও পুরাতন দ্রব্য অপর স্থানে বিক্রীত হয়; উভয়কে মিশ্রিত করিলে অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। সর্বশেষে, ষষ্ঠ দল সেই সকল ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত, যাঁহারা বিক্রীত পণ্যের মূল্যের দশমাংশ সংগ্রহ করেন। যে এই শুল্ক প্রদানে প্রবঞ্চনা করে, তাহার দণ্ড মৃত্যু। স্বতন্ত্রভাবে এই সমুদায় দল কার্য করিয়া থাকেন। মিলিতভাবে ইহাঁরা আপন আপন বিশেষ কর্ম ভিন্ন রাজ্যের সাধারণ কার্যও সম্পাদন করেন; যেমন রাজকীয় হর্ম্যগুলি সংস্কৃত অবস্থায় রক্ষা করা, পণ্যদ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ, এবং ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, বন্দর ও দেবমন্দির সমূহের তত্ত্বাবধান।

নগরের শাসনকর্তৃগণের পরে, তৃতীয় এক দল রাজপুরুষ আছেন; ইহাঁরা সৈন্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নির্বাহ করেন। ইহাঁরাও পাঁচ পাঁচজন করিয়া ছয় দলে বিভক্ত। এক দল পোতাধ্যক্ষের সহিত, ও আর এক দল বলীবর্দ যুগগুলির তত্ত্বাবধায়কের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হন। বলীবর্দ যুগগুলি যুদ্ধের যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যগণের আহার্য, গবাদির জন্য ঘাস ও যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ বহন করে। ইহাঁরা ভেরীবাদক ও ঘণ্টাবাহক ভৃত্য যোগাইয়া থাকেন। ইহাঁরা অশ্বের পরিচারক, যন্ত্রনির্মাতা ও তাহাদিগের সহযোগীও সংগ্রহ করেন। ইহাঁরা ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘাস সংগ্রহের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, এবং এই কার্য যাহাতে সত্বর ও নিরাপদে সম্পন্ন হয়, দণ্ড ও পুরস্কার দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দল পদাতিক সৈন্যের, চতুর্থ দল অশ্বারোহীদিগের, পঞ্চম দল রথের ও ষষ্ঠ দল হস্তীসকলের তত্ত্বাবধান করেন। রাজকীয় অশ্বশালা ও হস্তীশালা আছে;

---

* গ্রীক apo syssemoy—by public notice (McCr.); with official stamp, রাজকীয় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া (V. A. Smith)। ইনি বলেন, চাণক্যের গ্রন্থে পণ্যদ্রব্য মুদ্রাঙ্কিত করিবার অনুজ্ঞা আছে।—অনুবাদক।

রাজকীয় অস্ত্রাগারও আছে; তাহাতে প্রত্যেক সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে হয়। এইরূপ, হস্তী ও অশ্বও প্রত্যর্পণ করিতে হয়। ভারতবাসীরা বল্গা ব্যতীতই হস্তী চালায়। যুদ্ধযাত্রাকালে বলীবর্দগুলি রথ টানে, ঘোটকগুলিকে গলদেশে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, নতুবা রথ টানিলে তাহাদিগের পদে ক্ষত ও তেজ খর্ব হইতে পারে। প্রত্যেক রথে, সারথির পার্শ্বে দুই জন যোদ্ধা দণ্ডায়মান থাকে। হস্তি-পৃষ্ঠে চারি জন লোক থাকে, একজন মাহুত, অবশিষ্ট তিন জন তীর বর্ষণ করে।

৩৫তম অংশ।

এলিয়ান্‌।

(Ælian, Hist. Anim. XIII. 10.)

ঘোটক ও হস্তীর ব্যবহার

একজন ভারতবাসী দৌড়াইয়া ঘোড়ার অগ্রে যাইতে ও তাহার বেগ থামাইতে পারে, এইরূপ উক্তি সকলের সম্বন্ধে সত্য নহে; যাহারা বাল্যাবধি ঘোটক চালাইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধেই ইহা সত্য। বল্গাদ্বারা অশ্ব সংযত করা ও তাহাকে সরল পথে চলিতে শিক্ষা দেওয়াই ইহাদিগের নিয়ম! কিন্তু ইহারা কণ্টকময় মুখাবরণ দ্বারা ঘোটকগুলির জিহ্বায় যন্ত্রণা দেয় না, ও তালু ক্ষতবিক্ষত করে না। ঘোটকশিক্ষায় সুনিপুণ ব্যক্তিগণ ঘোটকগুলিকে,—বিশেষত যদি তাহারা দেখে যে ঘোটকগুলি অশান্ত, তাহা হইলে,—গোলক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ চক্রাকারে দৌড়িতে বাধ্য করে। যাহারা এই কার্য করে, তাহাদিগের হস্তের বল ও অশ্ব সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান আবশ্যকীয়। যাহারা এই বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ, তাহারা গোলক্ষেত্রে চক্রাকারে রথ চালাইয়া বিস্তার পরীক্ষা করে। বস্তুত চারিটি তেজস্বী অশ্ব যখন এক সঙ্গে চক্রাকারে দৌড়িতে থাকে, তখন তাহাদিগকে অক্লেশে পরিচালনা করা একটি তুচ্ছ কর্ম নহে। এক একটি রথ দুই জন লোক বহন করে, তাহারা সারথির পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে। যুদ্ধহস্তী, হাওদাতে, কিংবা অনাবৃত ও উন্মুক্ত পৃষ্ঠে, তিন জন যোদ্ধা বহন করে; দুই জন পার্শ্বে ও একজন পশ্চাৎ হইতে শর নিক্ষেপ করে। চতুর্থ একব্যক্তি হস্তে অঙ্কুশ লইয়া উপবিষ্ট থাকে, ও তদ্দারা পশুটিকে চালায়; যেমন সুনিপুণ কর্ণধার ও পোতাধ্যক্ষ কর্ণ সাহায্যে নৌকা পরিচালিত করে।

———

৩৬তম অংশ।

ষ্ট্রাবো।

(Strabo, XV. 1. 41—43. pp. 704-5.)

হস্তী

[ইহার পূর্বে ৩৩তম অংশের ষষ্ঠ বাক্য।]

প্রজাসাধারণ ঘোটক কিংবা হস্তী পালন করিতে পারে না। এগুলি রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য, এবং ইহাদিগের প্রতিপালনের জন্য পরিচারক নিযুক্ত হইয়া থাকে।

হস্তীর শিকার এই প্রকার। একটি অনাবৃত ক্ষেত্রের চতুর্দিকে চারি কি পাঁচ স্টাডিয়ম্ পরিমিত একটি গভীর পরিখা খনিত হয়; তদুপরি যাতায়াতের জন্য অতি সঙ্কীর্ণ একটি সেতু নির্মিত হয়। তৎপর ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে তিনটি কি চারিটি সুশিক্ষিত করিণী প্রেরিত হয়। শিকারীরা স্বয়ং গুপ্ত কুটিরে লুক্কায়িত থাকিয়া (বন্য হস্তীর জন্য) অপেক্ষা করে। উহারা দিবাভাগে (ফাঁদের) নিকটে আইসে না, কিন্তু রাত্রিকালে এক একটি করিয়া উহাতে প্রবেশ করে। সমস্তগুলি প্রবেশ করিলে শিকারীরা গোপনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। তার পর তাহারা সর্বাপেক্ষা বলবান যুদ্ধপটু পোষা হস্তী লইয়া গিয়া বন্য হস্তীগুলির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে, এবং যুগপৎ তাহাদিগকে অনাহারে রাখিয়া দুর্বল করিয়া ফেলে। উহারা অবসন্ন হইয়া পড়িলে সর্বাপেক্ষা সাহসী পরিচালকগণ গোপনে অবতরণ করিয়া আপন আপন হস্তীর উদরের নিম্নে গমন করে, ও তথা হইতে সত্বর বন্য হস্তীর তলদেশে যাইয়া উহার পদগুলি বাঁধিয়া ফেলে। বন্ধনের পর, আবদ্ধ-পদ হস্তীগুলি যতক্ষণ না ভূমিতে পতিত হয়, ততক্ষণ উহাদিগকে প্রহার করিবার জন্য তাহারা পোষা হস্তীগুলিকে উত্তেজিত করে। তৎপর তাহারা অপক্ক গোচর্মের রজ্জুদ্বারা পোষা হস্তীর গলার সহিত বন্য হস্তীর গলা বন্ধন করে। যাহারা ইহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করে, তাহাদিগকে শরীর

কম্পন দ্বারা যাহাতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে গলদেশে, গলদেশের চতুর্দিকে ক্ষত করিয়া তাহাতে চর্ম-রজ্জু স্থাপিত হয়, সুতরাং ইহারা যাতনাবশত শৃঙ্খলের নিকট আত্মসমর্পণ করে ও শান্ত থাকে। যে সকল হস্তী ধৃত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যেগুলি অতি বৃদ্ধ বা অতি নবীন বলিয়া কর্মের অনুপযোগী, সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া আর সমুদায়গুলিকে হস্তীশালায় লইয়া যাওয়া হয়। এখানে তাহারা একটির সহিত আর একটির পদ বন্ধন ও গলদেশ সুদৃঢ় স্তম্ভে আবদ্ধ করিয়া অনাহারদ্বারা ইহাদিগকে বশীভূত করে। তৎপর তাহাদিগকে নলের অগ্রভাগ ও ঘাস প্রদান করিয়া সবল করা হয়। ইহার পর কোন কোনটিকে বাক্য দ্বারা ও কোন কোনটিকে সঙ্গীত ও ভেরীর বাদ্য দ্বারা বশীভূত করিয়া আদেশ পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বশীভূত করা কঠিন, এমন হস্তীর সংখ্যা অত্যল্প; কারণ তাহারা স্বভাবতই এমন শান্ত ও নিরীহ যে তাহাদিগকে জ্ঞানবান্ প্রাণীর নিকটবর্তী বলা যাইতে পারে। হস্তীপক যুদ্ধে পতিত হইলে, কোন কোন হস্তী তাহাকে উঠাইয়া রণক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া যাইয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করে। এরপরও দেখা গিয়াছে যে হস্তীপক হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে, এবং হস্তী সংগ্রাম করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। যাহারা হস্তীগুলিকে আহার প্রদান করে, কিংবা যাহারা ইহাদিগকে শিক্ষা দেয়, তাহাদিগের কাহাকেও হঠাৎ ক্রোধের বশীভূত হইয়া হত্যা করিলে ইহারা তাহাদিগের জন্য এমন আকুল হয় যে শোকে আহার পরিত্যাগ করে, ও কখন কখনও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাহারা ঘোটকের ন্যায় সঙ্গত হয়। করিণী প্রধানত বসন্তকালে সন্তান প্রসব করে। বসন্ত ঋতুই গজের সময়; এই সময়ে সে মদমত্ত ও হিংস্র হইয়া উঠে; এবং এই সময়েই সে ললাটের রন্ধ্র হইতে মদ ক্ষরণ করে। করিণীর ললাটস্থ রন্ধ্রও এই সময়ে উন্মুক্ত হয়। করিণী

সচরাচর ষোল মাস, খুব অধিক হইলে আঠার মাস, গর্ভ ধারণ করে। মাতা শাবকের ছয় বৎসর স্তন্য দান করে। অধিকাংশ হস্তী সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু মনুষ্যের সমপরিমাণ কাল জীবিত থাকে, কোন কোনটি দুই শত বৎসরের অধিক কাল বাঁচে। কিন্তু তাহাদিগের অনেক প্রকার পীড়া হয়; পীড়া হইলে তাহারা সহজে আরোগ্য লাভ করে না। চক্ষুরোগ হইলে গোরুর দুগ্ধ দ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিতে হয়; ইহাই ঐ রোগের প্রতিকার। অন্যান্য অধিকাংশ রোগে কৃষ্ণবর্ণ মদ্যপান করিতে দেওয়া হয়। আহত হইলে নবনীত আহার করাইতে হয়, কারণ উহা লৌহ নিষ্কাশিত করে। ক্ষত স্থানে শূকরের মাংস দ্বারা সেক দেওয়া হইয়া থাকে।

৩৭তম অংশ। ক।

আরিয়ান্।

(Arr. Ind. XIII. XIV.)

হস্তী।

[৩২তম অংশ ইহার পূর্বে।]

(১৩) ভারতবর্ষীয়েরা অন্যান্য বন্যজন্তু গ্রীকদিগের ন্যায় শিকার করে। কিন্তু হস্তীর শিকার একেবারে বিভিন্ন; কারণ এই জন্তু অন্যান্য জন্তুর ন্যায় নহে। শিকারিগণ একটি সমতল ও উষর ক্ষেত্র নির্বাচন করিয়া উহার চতুর্দিকে পরিখা খনন করে। একটি বৃহৎ সেনাদল শিবির স্থাপন করিতে পারে, এই পরিমিত স্থান উহাতে পরিবেষ্টিত হয়। পরিখার বিস্তার ২৫ ফুট ও গভীরতা ২০ ফুট। পরিখা খনন করিবার সময় মৃত্তিকা উত্তোলিত হয়, তাহা উহার উভয় পার্শ্বে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখা হয়; উহা প্রাচীরের কার্য করে। তৎপর শিকারীরা পরিখার বহির্দেশে প্রাচীর কাটিয়া আপনাদিগের জন্য কুটীর নির্মাণ করে, ও তাহাতে অনেকগুলি রন্ধ্র পথে আলোক

প্রবেশ করে, এবং হস্তি-যূথ কখন আইসে ও ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহাও উহারা রন্ধ্র সাহায্যে দেখিতে পায়। পরে তাহারা খেদার মধ্যে তিন চারিটি সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত করিণী রাখিয়া দেয়। পরিখার উপর একটি সেতু নির্মিত হয়, উহাই খেদাতে প্রবেশ করিবার একমাত্র উপায়। হস্তীগুলি যাহাতে সেতুটী টের না পায়, ও কোনও প্রকার চাতুরি বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য উহা মৃত্তিকা ও প্রচুর তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। তৎপর শিকারিগণ সরিয়া যায়, ও মৃৎ-প্রাচীরে যে সকল কুটীর নির্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করে। বন্য হস্তীগুলি দিবাভাগে লোকালয়ের নিকটে গমন করে না, কিন্তু রাত্রিকালে সর্বত্র বিচরণ করে, ও যূথবদ্ধ হইয়া আহার করে; গাভী গণ যেমন বৃষের অনুগমন করে, ইহারাও তেমনি আপনাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সাহসী হস্তীর অনুসরণ করে। হস্তীগুলি যখন খেদার নিকটবর্তী হয় এবং করিণীদিগের রব শুনিতে পায়, ও তাহাদিগের গন্ধ অনুভব করে, তখন তাহারা বেষ্টিত ভূমি লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়; কিন্তু পরিখাপ্রান্তে উপনীত হইলেই তাহা-দিগের গতিরোধ হয়; তখন তাহারা উহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে ও পরিশেষে সেতু প্রাপ্ত হইয়া দ্রুতগতিতে ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এদিকে শিকারিগণ যখন বুঝিতে পারে যে বন্য হস্তীগুলি খেদায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাড়া-তাড়ি সেতু ধ্বংস করে; কেহ কেহ দৌড়িয়া নিকটবর্তী গ্রাম সকলে যাইয়া রাষ্ট্র করে যে হস্তী ফাঁদে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামিকগণ ইহা শুনিয়াই তাহাদিগের সর্বাপেক্ষা তেজস্বী ও সুশিক্ষিত হস্তীতে আরোহণ করে, এবং আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে খেদার নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহারা তথায় যাইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, প্রত্যুত যতদিন না বন্য হস্তীগুলি ক্ষুধায় অবসন্ন ও পিপাসায় অভিভূত হয়, ততদিন তাহারা অপেক্ষা করে। যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে হস্তীগুলির যথেষ্ট দুর্দশা হইয়াছে, তখন আবার সেতু

প্রস্তুত করিয়া তাহারা খেদার মধ্যে গমন করে; তার পর পোষা হস্তীগুলি ধৃত হস্তীগুলিকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে নিস্তেজ ও ক্ষুধায় কাতর বলিয়া বন্যহস্তী-গুলিই পরাজিত হয়। তৎপর শিকারীরা হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া অবসন্ন বন্য হস্তীদিগের পদশৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলে; এবং উহারা যতক্ষণ না পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, ততক্ষণ উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবার জন্য পোষা হস্তীদিগকে উত্তেজিত করে। তখন তাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া উহাদিগের গল-দেশে রজ্জুর ফাঁস পরাইয়া দেয়, ও ভূতলে শয়ান থাকিতে থাকিতেই উহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। উহারা যাহাতে আরোহীদিগকে ফেলিয়া দিতে না পারে, কিংবা অন্য কোনরূপ উপদ্রব না করে, তদুদ্দেশ্যে তাহারা উহাদিগের গলার চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা ক্ষত করিয়া ঐ ক্ষতে রজ্জু আবদ্ধ করে। এই ক্ষত নিবন্ধন উহারা মস্তক ও গ্রীবা না নাড়িয়া স্থির রাখে। কারণ, যদি তাহারা অশান্ত হইয়া ঘুরিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে রজ্জুদ্বারা ক্লিষ্ট হয়। এই জন্যই তাহারা সুস্থির থাকে এবং তাহারা পরাভূত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই, পোষা হস্তীগুলি তখন তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, তখন তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করে না।

(১৪) কিন্তু যে একেবারে শিশু, কিংবা যে গুলি দৌর্বল্যবশত রাখিবার অযোগ্য, শিকারীরা সে গুলিকে স্বীয় বিচরণ স্থানে ফিরিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেয়। তাহারা অবশিষ্ট ধৃত হস্তীগুলিকে গ্রামে লইয়া যায় ও প্রথমে তাহাদিগকে সবুজ নল ও ঘাস খাইতে দেয়। কিন্তু হস্তীগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়াতে খাইতে ইচ্ছা করে না। তখন ভারতবর্ষীয়েরা গোলাকারে তাহাদিগের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া দুন্দুভি ও করতাল সহ সঙ্গীত করিয়া তাহাদিগকে শান্ত ও প্রসন্ন করে; কারণ সমুদায় পশুর মধ্যে হস্তীই বুদ্ধিমান। ইহার দৃষ্টান্ত এই—হস্তীপক যুদ্ধে হত হইলে কোন কোন হস্তী তাহাকে

সমাধির জন্ত রণক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া গিয়াছে ; কোন কোন হস্তী ভূপতিত হস্তীপককে ঢাল দ্বারা আবরণ করিয়া রক্ষা করিয়াছে। একটি হস্তী হঠাৎ ক্রোধের বশীভূত হইয়া মাহুতকে বধ করিয়াছিল বলিয়া অনুতাপ ও শোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

[আমি নিজে দেখিয়াছি, একটী হস্তী মন্দিরা বাজাইতেছে, এবং অপর কতকগুলি হস্তী তালে তালে নৃত্য করিতেছে। উহার সম্মুখের পদদ্বয়ে এক একটি মন্দিরা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং উহা পর্যায়ক্রমে তালমানসহযোগে শুঁড়ের মন্দিরা পদদ্বয়ের মন্দিরার সহিত বাজাইতেছিল। নৃত্যশীল হস্তীগুলি বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ নৃত্য করিতেছিল। বাদক তাহাদিগকে যেমন চালাইতেছিল, তাহারা তেমনি পর্যায়ক্রমে তালমানসহযোগে সম্মুখের পদদ্বয় উঠাইতে ও বক্র করিতেছিল।

হস্তী, বৃষ ও অশ্বের ন্যায়, বসন্তকালে সন্তান উৎপাদন করে। তখন হস্তিনীর ললাটে রন্ধ্র উন্মুক্ত হয়, উহা দ্বারা সে প্রশ্বাস মোচন করে। হস্তিনী ন্যূনকল্পে ষোড়শ মাস, অত্যধিক হইলে, অষ্টাদশ মাস গর্ভ ধারণ করে। উহা ঘোটকীর ন্যায় একটি শাবক প্রসব করে ও অষ্টম বৎসর পর্যন্ত তাহাকে স্তন্য দান করে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু হস্তীগুলি দুইশত বৎসর জীবিত থাকে। কিন্তু অনেকেই রোগে অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে সকল হস্তী বার্ধক্যে (উপনীত হইয়া তন্নিবন্ধন) মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহাদিগের পরমায়ু ঐ প্রকার। গোরুর দুগ্ধ চক্ষুতে প্রক্ষেপ করাই ইহাদিগের চক্ষুরোগের ঔষধ। অন্যান্য পীড়া হইলে কৃষ্ণবর্ণ মদ্য পান করাইতে হয়। ক্ষতে দগ্ধ ও সিদ্ধ শূকরের মাংস প্রয়োগ করিলে উহারা আরোগ্য হইয়া থাকে। ভারতবাসীদিগের চিকিৎসাপ্রণালী এই প্রকার।

৩৭তম অংশ । খ ।

এলিয়ান।

(Ælian, Hist. Anim. XII. 44.)

হস্তী

ভারতবর্ষে কোনও হস্তী যদি যৌবনকালে ধৃত হয়, তবে তাহাকে বশীভূত করা কঠিন ; কারণ সে স্বাধীনতার জন্য লালায়িত ও শোণিত-পিপাসু হইয়া থাকে। তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলে সে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং অনুগত হইতে চাহে না। কিন্তু ভারতবাসীরা ইহাকে খাদ্য দ্বারা ভুলাইয়া রাখে ও বিবিধ লোভনীয় দ্রব্য দ্বারা ইহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করে ; এই উদ্দেশ্যে তাহারা ইহার উদর পূর্ণ ও প্রকৃতি শান্ত রাখিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু তথাপি ইহার ক্রোধের উপশম হয় না ; সে ইহাদিগের প্রতি দৃক্-পাতও করে না। তখন ইহারা কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া ইহার বুদ্ধিকে পরাস্ত করে ? তাহারা ইহার নিকট দেশীয় সঙ্গীত গান করে, এবং সর্বত্র প্রচলিত একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া ইহাকে মুগ্ধ করে। এই যন্ত্রটির নাম স্কিণ্ডাপ্‌সস (Skindapsos)। হস্তী তখন উৎকর্ণ হইয়া সুমিষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ করে, এবং তাহার ক্রোধ প্রশমিত হয়। যদিও ইহার ক্রোধ প্রচ্ছন্ন থাকে, ও সময়ে সময়ে সে লোককে আক্রমণ করে, তথাপি, ক্রমে ক্রমে সে খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করে। তখন ইহাকে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা হয়, কিন্তু সে সঙ্গীতে মুগ্ধ বলিয়া পলায়ন করে না ; বরং আগ্রহের সহিত আহার্য গ্রহণ করে। বিলাসী অতিথি যেমন প্রচুর ও সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যের নিকট আবদ্ধ থাকে, হস্তীও তেমনি গভীর সঙ্গীতস্পৃহা বশত পলায়নের ইচ্ছা ত্যাগ করে।

———

৩৮তম অংশ

এলিয়ান।

(Ælian,Hist. Anim, XIII. 7.)

হস্তীর রোগ

ভারতবাসীরা যে সকল হস্তী ধৃত করে, তাহাদিগের ক্ষত নিম্নলিখিত রূপে আরোগ্য করিয়া থাকে।—সুকবি হোমরের বর্ণানুসারে পাট্রক্লস ইয়ুরীপীলসেচ ক্ষতের যে প্রকার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ চিকিৎসা করে—অর্থাৎ ক্ষত স্থান ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া দেয়। তৎপর তাহারা উহার উপর মাখন ঘর্ষণ করে। ক্ষত গভীর হইলে স্ফীতি নিবারণের উদ্দেশ্যে ক্ষত স্থানে উষ্ণ অথচ রক্তাক্ত শূকরের মাংস প্রয়োগ করে ও ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। গোদুগ্ধ দ্বারা চক্ষুরোগ আরোগ্য করা হয়। প্রথমে গোদুগ্ধ দ্বারা চক্ষুতে সেক দেওয়া হয়; পরে উহা চক্ষুতে প্রক্ষিপ্ত হয়। হস্তীরা চক্ষু মেলিয়াই বুঝিতে পারে যে চিকিৎসায় তাহাদিগের উপকার হইয়াছে; ইহাতে তাহারা আনন্দিত হয়; কারণ, মানুষের ন্যায় তাহাদিগের বোধশক্তি আছে। যে পরিমাণে তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায়, সেই পরিমাণে তাহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়; ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে তাহাদিগের রোগের উপশম হইয়াছে। তাহাদিগের অন্যান্য যে সকল ব্যাধি হইয়া থাকে, তাহার ঔষধ কৃষ্ণবর্ণ মদ্য। ইহাতেও যদি রোগের প্রতিকার না হয়, তবে আর তাহাদিগের রক্ষা নাই।

৩৯তম অংশ

স্ট্রাবো।

(Strabo, XV. I. 44. p. 706)

স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা।

মেগাস্থেনীস এই পিপীলিকা সম্বন্ধে এই প্রকার বলেন। ভারতবর্ষের পূর্বসীমাস্থিত পর্বতে দরদ (Derdai) নামক একটী বিশাল জাতি বাস করে; তাহাদিগের দেশে তিন সহস্র ষ্টাডিয়ম বিস্তৃত একটী অধিত্যকা আছে। তথায় ভূগর্ভে স্বর্ণখনি আছে, এবং এই-স্থানে স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। এই পিপীলিকাগুলি আকারে বন্য শৃগাল অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। তাহাদিগের দ্রুতগমনের শক্তি অত্যাশ্চর্য; তাহারা শিকার করিয়া প্রাণধারণ করে। তাহারা শীতকালে ভূমি খনন করে। তাহারা ছুঁচার ন্যায় খনির মুখে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করে। সুবর্ণরেণুগুলি একটুকু জাল দিয়া ফুটাইতে হয়। পার্শ্ববর্তী স্থানের লোকেরা সংগোপনে ভারবাহী পশু লইয়া আসিয়া সুবর্ণ অপহরণ করে। প্রকাশ্যে আসিলে পিপীলিকা-গুলি তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ভারবাহী পশুসহ তাহাদিগকে বিনাশ করে। গোপনে অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাহারা স্থানে স্থানে পশুমাংস স্থাপন করে, এবং পিপীলিকাগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে স্বর্ণরেণু লইয়া প্রস্থান করে। তাহারা যে কোন ব্যবসায়ী দেখিতে পায়, তাহারই নিকট অপরিষ্কৃত অবস্থায় এই স্বর্ণ বিক্রয় করে, কারণ, তাহারা ধাতু গলাইতে জানে না।*

* হীরডটসও (৩য় ভাগ, ১০২-১০৫ অধ্যায়) এই উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন, এবং নেয়ার্খস তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, স্বয়ং এইরূপ পিপীলিকা দেখেন নাই বটে, কিন্তু মাকেদনীয়দিগের

৪০তম অংশ।

আরিয়ান্।

(Arr. Ind. XV. 5—7.)

স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা।

কিন্তু মেগাস্থেনীস বলেন যে পিপীলিকা সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি সম্পূর্ণ সত্য। এই পিপীলিকাগুলি স্বর্ণ খনন করে; ইহারা যে স্বর্ণের জন্যই স্বর্ণ খনন করে, তাহা নহে; কিন্তু ভূগর্ভে লুক্কায়িত থাকিবার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা খনন করে। যেমন আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি ছোট ছোট গর্ত খনন করে; তবে কিনা ভারতবর্ষের পিপীলিকাগুলি শৃগাল অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া স্বীয়

শিবিরে উহাদিগের অনেকগুলি চর্ম আনীত হইয়াছিল। মেগাস্থেনীস এস্থলে নেয়ার্খসের অনুসরণ করিয়াছেন; অধিকন্তু তিনি কেবল নিশ্চিতরূপে স্থান নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, "দরদদিগের দেশে" ইত্যাদি। (ষ্ট্রাবো, ৭০৬; আরিয়ান, ইণ্ডিকা, ১৫।৫-৬)। ইহার নিকট হইতেই উপাখ্যানটী গ্রহণ করিয়া বহু গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকার স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে পল্লবিত আকারে উহা নিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন কি আরবদেশীয় লেখকদিগের পুস্তকেও উহা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ষ্ট্রাবো প্রভৃতি প্রাচীন লেখক যে মেগাস্থেনীসকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কারণ পরস্পরের সহিত সংশ্রব নাই, এমন বহু জাতির মধ্যে এই উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। বিশেষত দেখা যাইতেছে যে মহাভারতেও স্বর্ণখননকারী পিপীলিকার উল্লেখ আছে—

খসা একাসনা হ্যর্হাঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ।
পারদাশ্চ কুলিন্দাশ্চ তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ॥
তদ্বৈ পিপীলিকং নাম উদ্ধৃতং যৎ পিপীলিকৈঃ।
জাতরূপং দ্রোণমেয়মহার্ষুঃ পুঞ্জশো নৃপাঃ॥

সভাপর্ব। ৫২ অধ্যায়। ৩।৪।

—শোয়ানবেকের ভূমিকা। (সংক্ষিপ্তীকৃত)। McCrindle বলেন, এই পিপীলিকা তিব্বত দেশীয় খনিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। (অনুবাদক।)

স্বীয় আকারের অনুরূপ গহ্বর খনন করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকা স্বর্ণ-মিশ্রিত, ভারতবাসীগণ এই মৃত্তিকা হইতেই স্বর্ণ আহরণ করে।

[কিন্তু মেগাস্থেনীস কিংবদন্তী মাত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমার এবিষয়ে নিশ্চিততর রূপে লিখিবার কিছুই নাই ; অতএব আমি স্বেচ্ছাক্রমেই এইখানে পিপীলিকা সম্বন্ধীয় উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি করিলাম।]

৪০তম অংশ। খ।

ডায়ো খ্রাইসস্ট।

(Dio Chrysost Or. 35 p, 436 Morell,)

স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা

তাহারা পিপীলিকা হইতে স্বর্ণ আহরণ করে। এই পিপীলিকাগুলি শৃগাল অপেক্ষাও বৃহৎ। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমাদের দেশের পিপীলিকার মত। অপরাপর পিপীলিকার ন্যায় তাহারা মৃত্তিকায় গর্ত খনন করে। তাহারা যে স্তূপ নির্মান করে, তাহা অতি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল স্বর্ণে পরিপূর্ণ। সুবর্ণ রেণুর শৈলমালার ন্যায় স্তূপগুলির পরস্পরের নিকটে দণ্ডায়মান থাকে, তাহাতে সমগ্র সমতল দেশ দীপ্তিমান্ হয়। সুতরাং সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না ; অনেকে সূর্য দেখিতে চেষ্টা করিয়া চক্ষু নষ্ট করিয়াছে। পিপীলিকাদিগের প্রতিবেশী মনুষ্যেরা শকটে অতি দ্রুতগামী অশ্ব জুড়িয়া উভয়ের মধ্যস্থিত অনতিবিস্তৃত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নকালে সুবর্ণ স্তূপগুলির নিকট উপস্থিত হয় ;—সেই সময়ে পিপীলিকাগুলি ভূগর্ভে প্রস্থান করে ; তৎপর তাহার স্বর্ণ অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। পিপীলিকাগুলিও উহা অবগত হইয়াই তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহাদিগকে ধরিয়া যতক্ষণ না তাহারা বিনষ্ট হয়, বা নিজেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ততক্ষণ যুদ্ধ করিতে থাকে, কারণ সমস্ত জন্তুর মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা

অধিক সাহসী। ইহা হইতেই মনে হয়, তাহারা সুবর্ণের মূল্য কি, তাহা জানে, এবং এই জন্যই না মারিলে তাহারা উহা ত্যাগ করে না।

৪১তম অংশ।

স্ট্রাবো।

(Strabo, XV. 1. 58-60. pp. 711-714)

ভারতীয় পণ্ডিতগণ।

(ইহার পূর্বে ২৯তম অংশ।)

পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন যে, ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা পর্বতে বাস করেন, তাঁহারা ডায়োনীসসের উপাসক। (ডায়োনিসস যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন), তাহার প্রমাণ, বন্য দ্রাক্ষা ;—উহা কেবল তাঁহাদের দেশেই জন্মে ;—আইভী (Ivy), লরেল (Laurel), মার্টল (Martle), বকস্-বৃক্ষ (Box-tree) এবং অন্যান্য চির হরিৎ তরুরাজি। এই সকল বৃক্ষের কোনটীই ইয়ুফ্রেটীস নদীর পূর্বদিকে জন্মে না ; কেবল উপবনে অল্পসংখ্যক জন্মিয়া থাকে ; সেখানেও ইহাদিগের রক্ষার জন্য সাতিশয় যত্ন আবশ্যক। ডায়োনিসসের উপাসকদিগের ন্যায় তাঁহারা মস্‌লিনবস্ত্র পরিধান করেন, মাথায় পাগড়ী পরেন ; গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করেন ; উজ্জ্বল বর্ণের ফুলতোলা কাপড়ে সজ্জিত করেন ; এবং রাজারা যখন বাহিরে আগমন করেন, তখন তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে দুন্দুভি ও ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে। কিন্তু যে সকল পণ্ডিত সমতলভূমিবাসী, তাঁহারা হীরাক্লিসের পূজা করেন। কিন্তু এ বৃত্তান্ত কাল্পনিক ; অনেক লেখক এ বিষয়ে, বিশেষত দ্রাক্ষা ও মদ্য সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, আর্মেনিয়ার অধিকাংশ, সমগ্র মেস-

পটমিয়া ও মিডিয়া, এবং পারস্য ও আর্মেনিয়া পর্যন্ত সমুদায় ভূভাগ ইয়ুফ্রেটিসের পূর্বদিকে অবস্থিত। শুনা যায়, এই সকল দেশের প্রত্যেকটীর অনেক স্থানেই উত্তম দ্রাক্ষা জন্মে ও উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয়।

মেগাস্থেনীস পণ্ডিতদিগকে অন্যরূপে বিভক্ত করিয়াছেন; তাঁহার মতে পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত; তিনি এক ভাগকে ব্রাহ্মণ ও অপর ভাগকে শ্রমণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন, কারণ তাঁহাদিগের ধর্মমত অধিকতর সঙ্গতি-বিশিষ্ট। তাঁহারা গর্ভস্থ হইবামাত্রই জ্ঞানী ব্যক্তিগণের যত্নলাভ করেন। ইহাঁরা মাতার নিকট গমন করিয়া, তাঁহার ও গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণোদ্দেশ্যে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার ছলে, তাঁহাকে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন। যে সকল রমণী আগ্রহের সহিত ইহাঁ-দিগের উপদেশ শ্রবণ করেন, তাঁহারা সুসন্তান লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই জনসাধারণের বিশ্বাস। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শিশুগণ একের পর অন্যের যত্নে লালিত পালিত হয়; তাহাদিগের বয়স যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি পূর্ববর্তীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ গুরু নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

পণ্ডিতগণ নগরে সম্মুখস্থ প্রাচীরবেষ্টিত নাতিবৃহৎ ক্ষেত্র মধ্যে উপবনে বাস করেন। তাঁহারা আড়ম্বরবিহীন জীবন যাপন করেন, এবং তৃণশয্যায় চর্মে শয়ন করেন। তাঁহারা মৎস্য মাংস আহার ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন, এবং জ্ঞানগর্ভ প্রসঙ্গ শ্রবণে ও যাহারা উহা শুনিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগের নিকট ঐরূপ প্রসঙ্গ করণে কালাতিপাত করেন। শ্রোতার পক্ষে কথা বলা, কাশা কিংবা থুথু-ফেলা নিষেধ; এরূপ করিলে সে আত্মসংযমহীন বলিয়া সেই দিনই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। সাঁইত্রিশ বৎসর এইরূপে জীবন ধারণ করিয়া প্রত্যেকেই আপন আপন সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং অবশিষ্ট জীবন স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে যাপন করেন। যখন তাঁহারা

উৎকৃষ্ট মস্‌লিন বস্ত্র পরিধান করেন এবং হস্তে ও কর্ণে কয়েকটী স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করেন ; তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন, কিন্তু শ্রমসাধ্য কর্মে নিযুক্ত পশুর মাংস ভক্ষণ করেন না, এবং উগ্র ও অত্যধিক স্বাদু খাদ্য বর্জন করেন। তাঁহারা বহুঅপত্যলাভের আশায় যত ইচ্ছা তত রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, কারণ বহু স্ত্রী থাকিলে অনেক প্রকারের সুবিধা হইয়া থাকে। আর তাঁহাদিগের ক্রীতদাস নাই, এজন্য প্রয়োজন মত উপস্থিত সন্তান সন্ততির সেবা তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

ব্রাহ্মণগণ স্বীয় পত্নীদিগকে তাঁহাদিগের দর্শন শিক্ষা দেন না, কারণ, তাহা হইলে, যাহারা দুষ্টা, তাহারা অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ ঐ জ্ঞান ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে ; আর, যাহারা সম্যক্ ব্যুৎপত্তি-সম্পন্না, তাহারা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে। যেহেতু, সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মরণ, যাহার নিকট তুচ্ছ, সে অপরের অধীন হইতে চাহে না ; জ্ঞানী পুরুষ ও জ্ঞানবতী রমণীর ইহাই লক্ষণ।

ইহাঁরা প্রায় সর্বদাই মৃত্যুসম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা মনে করেন, ঐহিক জীবন যেন গর্ভস্থ শিশুর বিকাশ-কাল ; মৃত্যুই জ্ঞানীগণের পক্ষে সত্য ও আনন্দপূর্ণ জীবনে জন্ম গ্রহণ। সুতরাং তাঁহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে বহুপ্রকার সাধন করেন তাঁহাদিগের মতে মানুষের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে ; ভাল মন্দ বলিয়া যাহা মনে হয়, তাহা স্বল্প-কালীন অনুভূতির ন্যায় অপ্রকৃত ; নতুবা একই বস্তু হইতে কাহারও বা সুখ বা কাহারও বা দুঃখ বোধ হয় কেন ? এবং একই বস্তু বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির বিপরীত ভাব উৎপাদন করেন কেন ?

এই লেখক বলেন, জড় জগৎ সম্বন্ধে ইহাঁদিগের মত বালকোচিত, কারণ ইহাঁরা যুক্তি অপেক্ষা কার্যেই অধিকতর সুদক্ষ ; যেহেতু ইহাঁরা যাহা বিশ্বাস করেন, তাহার অধিকাংশই উপাখ্যান হইতে

গৃহীত। কিন্তু অনেক বিষয়ে ইহাঁরা গ্রীকদিগের সহিত একমত। কারণ, গ্রীকদিগের ন্যায় ইহাঁরাও বলেন যে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহা ধ্বংসশীল ও গোলাকার। যে দেবতা ইহা রচনা করিয়াছেন ও ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি ইহার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের মূল স্বরূপ কয়েকটি ভূত বর্তমান রহিয়াছে, এবং জল হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। (গ্রীক দর্শনোক্ত ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ) এই চারি ভূত ব্যতীত একটী পঞ্চম ভূত (অর্থাৎ আকাশ) আছে, তাহা হইতেই দ্যুলোক ও তারাসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। জনন, আত্মা ও অন্যান্য বহু বিষয়ে ইহাঁদিগের ও গ্রীকদিগের মত এক। প্লেটোর ন্যায় ইহাঁরাও আত্মার অমরত্ব, প্রেতলোকে বিচার ও এতদনুরূপ বিষয়ে আপনাদিগের বিশ্বাস রূপকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রমণদিগের বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন, তাঁহাদিগের নাম বনবাসী (Hylobioi অর্থাৎ বানপ্রস্থাবলম্বী)। ইহাঁরা বনে বাস করেন, পত্র ও বন্যফল ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করেন; বৃক্ষবল্কল পরিধান করেন; এবং মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন। নৃপতিদিগের সহিত ইহাঁদিগের বাক্য বিনিময় হইয়া থাকে; তাহারা দূতদ্বারা ঘটনার কারণ সম্বন্ধে ইহাঁদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন, এবং ইহাঁদের দ্বারাই দেবতার আরাধনা ও তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন সম্পাদন করাইয়া থাকেন। বনবাসী-দিগের পরেই বৈদ্যগণ সম্মানে দ্বিতীয়স্থানীয়, কারণ ইহাঁরা মানব প্রকৃতিতে অভিজ্ঞ। ইহাঁরা সহজ জীবন যাপন করেন, কিন্তু মাঠে বাস করেন না। ইহাঁরা ভাত ও যব আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন; উহা যখন ইচ্ছা চাহিলেই প্রাপ্ত হন; কিম্বা কাহারও গৃহে অতিথি হইয়া লাভ করেন। ইহাঁরা ঔষধ দ্বারা রমণীকে বহু

সন্তানবতী ও সন্তানকে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী করিতে পারেন। ইহাঁরা সচরাচর ঔষধ অপেক্ষা পথ্য দ্বারাই আরোগ্য সম্পাদন করেন। ঔষধের মধ্যে মলম প্রলেপ সর্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। ইহাঁরা আর সমস্তই অত্যন্ত অপকারী বলিয়া বিবেচনা করেন। এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণই শ্রমসাধ্য কর্ম করিয়া ও দুঃখ সহিয়া সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন ; সুতরাং তাঁহারা সমস্ত দিন একই অবস্থায় নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত গণক, যাদুকর এরং প্রেতবিদ্যা ও প্রেতশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য ; তাহারা গ্রামে ও নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্যা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, তাহারাও পরলোক সম্বন্ধে এমন সব কুসংস্কার প্রচার করেন, যদ্দারা তাহাদিগের মতে ধর্মভীরুতা ও পবিত্রতা বর্দ্ধিত হয়। স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগের সহিত জ্ঞানচর্চা করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সেবা হইতে বিরত থাকে।

৪২তম অংশ।

ক্লিমেণ্ট।

(Clem. A'ex. Storm. 1. p. 305. D. Ed. Colon. 1688.)

পীথাগোরাসের সম্প্রদায়ভুক্ত ফিলো অনেক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে এই সকল জাতির মধ্যে ইহুদীগণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং তাহাদিগের দর্শন—উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—গ্রীক দর্শনের পূর্ববর্তী। পেরিপাটীটিক (অর্থাৎ আরিষ্টটল স্থাপিত) সম্প্রদায়ের আরিস্টব্যুলস এবং অপরাপর অনেকেও এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন ; আমি তাঁহাদিগের নাম করিতে যাইয়া সময় নষ্ট করিতে চাহিনা।

সেলিয়ুকস নিকাটরের সভাসদ মেগাস্থেনীস নামক গ্রন্থকার

স্বকৃত "ভারত বিবরণের" তৃতীয় ভাগে সুস্পষ্ট রূপে এইরূপ লিখিয়াছেন—

প্রাচীনগণ বিশ্বসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, গ্রীসের বাহিরেও দার্শনিকগণ সে সমস্তই ব্যক্ত করিয়াছেন। (সেই দার্শনিকগণ) এক দিকে ভারতের ব্রাহ্মণগণ, অপর দিকে সিরিয়া দেশের ইহুদী নামক জাতি।

৪২তম অংশ। খ।

ইয়ুসেবিয়স্।

(Euseb. Praep. Ev. IX. 6. p. 410 C. D. Ed. Colon. 1688.)

Ex. Clem. Alex.

এতদ্ব্যতীত পুনরায় অন্যত্র তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

সেলিয়ুকস নিকাটরের সভাসদ মেগাস্থেনীস নামক গ্রন্থকার স্বকৃত "ভারত বিবরণের" তৃতীয় ভাগে সুস্পষ্টরূপে এইরূপ লিখিয়াছেন—প্রাচীনগণ ইত্যাদি।

৪২তম অংশ। গ।

সীরিল্।

(Cyrill. Contra Julian IV. opp. ed. Paris, 1638, T. VI. P. 134 A.)

Ex. Clem, Alex.

পারিপাটীটিক সম্প্রদায়ভুক্ত আরিস্টব্যুলস কোন স্থলে লিখিয়াছেন —প্রাচীনগণ ইত্যাদি।

৪৩তম অংশ।

ক্লিমেণ্ট।

(Clem. Alex. Strom. I. p. 305, A. B. Ed. Colon. 1688.)

[অতএব, মানবের মহোপকারী দর্শন অতি প্রাচীন কালেই বর্বরগণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া জাতিসমূহের (অর্থাৎ ইহুদী ভিন্ন অপরাপর জাতির) মধ্যে স্বীয় আলোক বিস্তার করিয়াছিল; তৎপর উহা গ্রীসদেশে প্রবেশ করে। ইজিপ্টবাসীদিগের মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, আসীরীয়দিগের মধ্যে কাল্‌ডীয়ানেরা, গলদিগের মধ্যে ড্রুয়িডগণ; ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ ও কেল্‌ট্ জাতির দার্শনিক শ্রমণগণ, পারসীকদিগের মধ্যে মাগই নামক পুরোহিতগণ—সকলেই জানেন যে ইহাঁরা পরিত্রাতা ঈশার জন্মবার্ত্তা পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, একটি নক্ষত্রের অনুসরণ করিয়া জুডিয়াদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসীদিগের মধ্যে উলঙ্গ পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য বর্বর জাতির দার্শনিকগণ, দর্শনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।]

ইহাদিগের দুই সম্প্রদায়। একটী শ্রমণ ও অপরটী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। শ্রমণগণের মধ্যে বনবাসী (Hylobioi) নামক একদল পণ্ডিত আছেন; তাঁহারা নগরে কিংবা গৃহে বাস করেন না। তাঁহারা বৃক্ষবল্কল পরিধান করেন, ফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন ও অঞ্জলি দ্বারা জল পান করেন। তাঁহারা বিবাহ অথবা সন্তান উৎপাদন করেন না, যেমন ইদানীন্তন এঙ্ক্রাটীটাই নামক সন্ন্যাসিগণ। ভারতবাসীদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা বুদ্ধের উপদেশ পালন করে ও তাঁহার অনন্যসাধারণ পবিত্রতার জন্য তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সম্মান করে।

৪৪তম অংশ।

স্ট্রাবো।

(Strabo, XV. I. 68. p. 718.)

কলনস্ ও মন্দনীস্।

কিন্তু মেগাস্থেনীস্ বলেন যে আত্মহত্যা করা পণ্ডিতগণের মত নহে, প্রত্যুত, যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা অবিমৃষ্যকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যাহারা স্বভাবতই কর্কশপ্রকৃতি, তাহারা তরবারি দ্বারা, অথবা শৈলশিখর হইতে পতিত হইয়া আপনাদিগকে বিনাশ করে; যাহারা ক্লেশবিমুখ, তাহারা জলে ডুবিয়া মরে; যাহারা দুঃখসহিষ্ণু, তাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে; এবং যাহারা তেজস্বী, তাহারা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জন করে। কলনস্ এইরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আত্মসংযমবিহীন লোক ছিলেন, এবং সেকেন্দারসাহার গৃহে সুভোজ্যের দাস হইয়াছিলেন। তিনি এ জন্য নিন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু মন্দনীস্ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কারণ যখন সেকেন্দর সাহার দূতগণ তাঁহার নিকটে যাইয়া বলে "জিয়ুসের পুত্র আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন; আমরা প্রতিশ্রুত হইতেছি যে তাঁহার আদেশ পালন করিলে আপনি অনেক উপহার প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু অবাধ্য হইলে দণ্ডিত হইবেন;" তখন তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ইনি জিয়ুসের পুত্র নহেন, কারণ ইনি পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের অধিকও জয় করিতে পারেন নাই। যাঁহার নিজেরই বাসনার তৃপ্তি নাই, তাঁহার নিকট আমি আবার কি পুরস্কার চাহিব? আমি কোনও দণ্ডের ভয় করি না; কারণ যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, এই ভারতবর্ষেই আমি পর্যাপ্ত আহার্য প্রাপ্ত হইব; আর মরিলে জরাপীড়িত দেহ হইতে মুক্ত হইব, এবং উৎকৃষ্টতর ও পবিত্রতর জীবনে প্রবেশ করিব।" সেকেন্দার সাহা এজন্য তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তার্পণ করেন নাই।

৪৫তম অংশ

আরিয়ান্।

(Arr. Anab, VII. 2. 3-9,)

কলনস্ ও মন্দনীস্।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে যদিও সেকেন্দারসাহার হৃদয়ে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, তথাপি তিনি মহত্ত্ববোধ হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি যখন তক্ষশীলায় উপনীত হইয়া ভারতীয় উলঙ্গ সন্ন্যাসীদিগকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল যে ইঁহাদের একজন তাঁহার নিকটে আনীত হন, কারণ ইঁহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এই সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যিনি সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার নাম দন্দমীস্, আর সকলে তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বয়ং তো সেকেন্দরের নিকট যাইতে অস্বীকৃত হইলেন ; অপর কাহাকে যাইতেও অনুমতি দিলেন না। কথিত আছে, তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "সেকেন্দর যদি জিয়ুসের পুত্র হন, তবে আমিও জিয়ুসের পুত্র। আমার সেকেন্দরের নিকট হইতে কিছুই চাহিবার নাই (কারণ, আমার বর্তমান অবস্থাই আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট)। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে যাহারা তাঁহার সহিত জলে স্থলে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা কোন শ্রেয়ই লাভ করিতেছে না, এবং তাহাদিগকে বহু ভ্রমণেরও পরিসমাপ্তি হইতেছে না। সুতরাং, সেকেন্দর যাহা দিতে পারেন, আমি এমন কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করি না, এবং আমাকে তাঁহার পদানত করিবার জন্য তিনি যাহাই করুন না কেন, তাহাও ভয় করি না! কারণ, আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, ভারতবর্ষই প্রতি ঋতুতে আমার আহার যোগাইবার পক্ষে যথেষ্ট, এবং মরিলে আমি আমার দেহরূপ অপকৃষ্ট সঙ্গী হইতে মুক্তিলাভ করিব।" এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া

সেকেন্দরসাহা আর বলপ্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিলেন না, কারণ, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এই ব্যক্তি স্বাধীন। কিন্তু তিনি সেই স্থানের সন্ন্যাসী কলনস্‌কে স্বীয় অনুগামী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন যে ইনি একান্ত আত্মসংযমহীন ছিলেন। সন্ন্যাসীরা নিজেরাও কলনস্‌কে ধিক্কার দিয়াছেন; কারণ, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে যে আনন্দ সম্ভোগ করিতে ছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরভিন্ন অপর এক প্রভুর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ ভাগ।

৪৬তম অংশ

স্ট্রাবো।

(Strabo, XV, I 6-8, pp, 686-688)

ভারতবর্ষীয়েরা কখনও অপর জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, বা অপর জাতিকে আক্রমণ করে নাই।

[কিন্তু কাইরস্ সেমিরামিসের অভিযান হইতে ভারতবর্ষের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎপ্রতি আমরা ন্যায্যরূপে কি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি ?] মেগাস্থেনীসও এ বিষয়ে একমত ; তিনিও বলেন যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ, এদেশের অধিবাসীগণ কখনও বিদেশে যুদ্ধযাত্রা করে নাই, এবং এইদেশও হীরাক্লীস ও ডায়োনীসস্ এবং সম্প্রতি মাকেদনীয়গণ ব্যতীত, আর কাহারও কর্তৃক কখনও আক্রান্ত ও বিজিত হয় নাই। কিন্তু, ইজিপ্টের রাজা সেসোস্ট্রিস ও ঈথিয়োপিয়ার অধিপতি টেয়ার্কোন্ ইয়ুরোপ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নবকড্রসর স্তম্ভ* পর্যন্ত (সমুদায় ভূভাগ) জয় করিয়াছিলেন ;—গ্রীকদিগের মধ্যে হীরাক্লীস যেমন বিখ্যাত, কাল্ডীয়দিগের মধ্যে ইনি তদপেক্ষাও খ্যাতাপন্ন। টেয়ার্কোনও এই পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেসোস্ট্রিস ইবীরিয়া হইতে থে্স ও পন্টসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শকরাজ ইডান্থীর্সও এসিয়া পর্যুদস্ত করিয়া ইজিপ্ট পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁদিগের কেহই ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হন নাই। সেমিরামিস (যুদ্ধযাত্রার) আয়োজন পূর্ণ হইবার পূর্বেই পরলোক গমন করেন। পারসীকগণ

---

* The Pillars of Alexander—এসিয়ার অন্তর্গত সার্মাসিয়ার সীমান্তে অবস্থিত।—(অনুবাদক)।

ভারতবর্ষ হইতে ক্ষুদ্রক (Hydrakai) গণকে বেতনভোগী সৈন্য-রূপে আহ্বান করিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা সসৈন্যে ঐ দেশে প্রবেশ করে নাই ; এবং যখন কাইরস্ মস্‌সগেটাইদিগকে আক্রমণ করেন, তখন তিনি কেবল উহার সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ডায়োনীসস্ ও হার্ক্যুলিস (হীরাক্লীস)

মেগাস্থেনীস ও তৎসহ অল্প কতিপয় লেখক মনে করেন যে ডায়োনীসস্ ও হীরাক্লীসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য। [কিন্তু অধিকাংশ লেখক—এরাটস্থেনীস তাঁহাদিগের মধ্যে একজন—বিবেচনা করেন যে গ্রীসদেশে প্রচলিত উপাখ্যানমালার ন্যায় এই বৃত্তান্ত অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক—ইত্যাদি] * * * [এই সকল কারণে একটী জাতি নাইসায়িয়ান্ (Nyssaian) নামে অভিহিত হইয়াছে ; তাহাদিগের নগরের নাম নাইসা ; (Nyssa) উহা ডায়োনীসস্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; উহার উপকণ্ঠস্থিত শৈলের নাম মীরস্। এই সকল নাম প্রদানের কারণ এখানে আইভি এবং দ্রাক্ষা জন্মে। কিন্তু দ্রাক্ষার ফলগুলি পরিপুষ্ট হয় না, কারণ আঙ্গুরের গুচ্ছগুলি পরিপক হইবার পূর্ব্বেই অতিবৃষ্টিনিবন্ধন পড়িয়া যায়। প্রবাদ এই যে ক্ষুদ্রকগণ (Oxydrakai) ডায়োনীসসের বংশধর ; যেহেতু এদেশে দ্রাক্ষা উৎপন্ন হয় ; ইহাদিগের সংযাত্রা জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয় ; এবং রাজারা যুদ্ধযাত্রাকালে ও অন্যান্য সময়ে ডায়োনীসসের উপাসকগণের মত সমারোহসহকারে গমন করেন ; সঙ্গে সঙ্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে থাকে, এবং তাঁহারা বিচিত্রবর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হন। অন্যান্য ভারতীয় জাতির মধ্যেও এরূপ পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা বর্ত্তমান। পুনশ্চ, সেকেন্দরসাহা যখন প্রথম আক্রমণেই আয়োর্ণস (Aornos) নামক গিরিদুর্গ অধিকার করেন —সিন্ধুনদ উৎপত্তিস্থলের সন্নিকটে এই গিরির পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—তখন অনুগামিগণ তাঁহার বীরত্ব বাড়াইবার

জন্য বলিয়াছিল যে হীরাক্লীস এই গিরিদুর্গ তিনবার আক্রমণ করেন, এবং তিনবারই বিফলমনোরথ হন। তাহারা আরও বলে যে তাহারা এই যুদ্ধ-যাত্রায় হীরোক্লীসের সহিত গমন করিয়াছিল, শিবগণ (Sibai) তাহাদিগের বংশধর ; তাহারা স্বীয় জাতির বংশ রক্ষা করিয়াছে , কারণ, তাহারা হীরাক্লীসের ন্যায় চর্ম পরিধান করে, গদা ধারণ করে, এবং গো ও অশ্বতরের গাত্রে গদার চিহ্ন মুদ্রিত করে। তাহারা ককেসস্ প্রমীথেউসের আখ্যায়িকার দ্বারা এই কাহিনীর পোষকতা করিয়া থাকে, এবং এই উদ্দেশ্যে ককেসস পর্বতকে (Pontos) হইতে এই দেশে স্থানান্তরিত করে। ইহার অনুকূলে স্বল্পমাত্র যুক্তি এই যে তাহারা পরপমিসদগণের* দেশে একটী পবিত্র গুহা দেখিয়াছিল। তাহারা বলে যে এই গুহাতেই প্রমীথেয়ুস কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য হীরাক্লীস এই স্থানেই আগমন করিয়াছিলেন ; এবং যে ককেসস পর্বতে প্রমীথেয়ুস শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া গ্রীকগণ বর্ণনা করে, তাহা এই।]

৪৭তম অংশ

আরিয়ান্।

(Arr. Ind. V. 4-12)

ভারতবাসীগণ কখনও অপর জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, বা অপর জাতিকে আক্রমণ করে নাই।

এই মেগাস্থেনীস স্বয়ংই বলেন যে ভারতবাসীগণ অপর জাতিকে আক্রমণ করে না, এবং অপর জাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না। কারণ, ইজিপ্টবাসী সেসোস্ট্রিস্ এসিয়ার অধিকাংশ পর্যুদস্ত

* Paropanisadai, কাবুল ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রদেশের অধিবাসিগণ। Paropanisos, হিন্দুকুশ।—V. A. Smith (অনুবাদক)।

করিয়া ও সঙ্গেসঙ্গে ইয়ুরোপ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। শকরাজ ইণ্ডাথীর্স শকদেশ হইতে বহির্গত হইয়া এসিয়ার বহু জাতি পরাভূত করিয়া দিগ্বিজয়ীরূপে ঈজিপ্টের সীমান্তে উপস্থিত হন। আসীরিয়ার রাজ্ঞী সেমিরামিস ভারতবর্ষে যুদ্ধ-যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রণা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। সুতরাং একমাত্র সেকেন্দর সাহাই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ডায়োনীসস ও হার্কুলিস

ডায়োনীসসের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বর্তমান আছে। তাহার মর্ম এই যে তিনিও সেকেন্দর সাহার পূর্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবাসীগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু হীরাক্লীস সম্বন্ধে জনপ্রবাদ অধিক বর্তমান নাই। নাইসা-নগর ডায়োনীসসের অভিযানের সামান্য স্মৃতিচিহ্ন নহে, এবং মীরস পর্বত ও তদুৎপন্ন আইভি, অন্যতম স্মৃতিচিহ্ন। আর একটি চিহ্ন এই—ভারতবাসীরা যখন যুদ্ধে গমন করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে দুন্দুভি ও করতাল বাজিতে থাকে, এবং ডায়োনীসস্-পূজকগণের ন্যায় তাহারা চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করে। পক্ষান্তরে, হীরাক্লীসের স্মৃতিচিহ্ন অধিক বিদ্যমান নাই। সেকেন্দর সাহা কখন আয়োর্ণস-নামক শৈল বাহুবলে অধিকার করেন, তখন মাকেদনীয়েরা বলিয়াছিল যে হীরাক্লীস উহা তিনবার আক্রমণ করিয়া তিনবারই পরাস্ত হইয়াছিলেন; আমার মনে হয়, ইহা মাকেদনীয়দিগের মিথ্যা গর্বোক্তি,—তাহারা যেমন পরপমিসসকে ককেসস্ নামে অভিহিত করিয়াছে, যদিও ইহার ককেসসের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই—ইহাও সেই প্রকার। এইরূপ, তাহারা পরপমিসদদিগের রাজ্যে একটী গুহা দেখিয়া বলিয়াছিল যে ইহাই প্রমিথেয়ুস নামক দেবদ্বেষী (Titan)র গুহা, এই স্থানেই তাঁহাকে অগ্নিহরণের জন্য ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল।

এবং এইরূপ, তাহারা যখন শিব (Sibai) নামক ভারতীয় জাতির মধ্যে উপস্থিত হয়, ও দেখিতে পায় যে তাহারা চর্ম পরিধান করে, তখন তাহারা স্থির করে যে, যাহারা হীরাক্লীসের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিল, এবং পরে এ দেশেই থাকিয়া যায়, শিবগণ তাহাদিগের বংশধর। কারণ, শিবগণ চর্ম পরিধান তো করেই—অধিকন্তু তাহারা গদা ধারণ করে, এবং আপন আপন গোরুর গাত্রে গদার চিহ্ন অঙ্কিত করে। মাকেদনীয়দিগের মতে এ সমুদায়ই হীরাক্লীসের স্মৃতিচিহ্ন।

৪৮তম অংশ

জোসেফাস্।

(Joseph. Contra Apion. 1 20 T. II, p. 451. Haverc)

নবুকড্রসর।

মেগাস্থেনীসও তাঁহার "ভারত বিবরণের" চতুর্থ ভাগে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাতে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাবিলোনীয়দিগের পূর্বোক্ত রাজা (নবুকডনসর) সাহসে ও বীরোচিত কার্যে হীরাক্লীসকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, কারণ, (তিনি বলেন), ইনি ইবীরিয়াও জয় করিয়াছিলেন।

৪৮তম অংশ | খ |

জোসেফাস্।

(Joseph, Ant Jud, X, ii. I. T. I, p, 538 Haverc)

[এই রাজপুরীতে নবুকড্রসর প্রস্তরময় উচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করেন ; উহা দেখিলে পর্বত বলিয়া প্রতীয়মান হইত ; উহার চতুর্দিকে বিবিধ জাতীয় বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে তাঁহার পত্নী মাডিয়া দেশে লালিতপালিত হইয়াছিলেন, এজন্য

তিনি সেই দেশের দৃশ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন।] মেগাস্থেনীসও স্বপ্রণীত 'ভারতবিবরণের' চতুর্থ ভাগে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাতে প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন যে এই রাজা সাহসে ও বীরত্বের মহতী কীর্তিতে হীরাক্লীসকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, যেহেতু, (তিনি বলেন), ইনি লিবীয়া, এবং ইবীরিয়ার অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন।

৪৮তম অংশ | গ |

(Zonar ed. Basil. 1557. T. I. p. 87)

জোসেফাস্ বলেন যে বহু প্রাচীন ইতিহাস লেখক নবুকড্রসরের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বীরোসস্ মেগাস্থেনীস ও ডায়োক্লীস্ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪৮তম অংশ | ঘ |

(G. Syncell. T. 1. p. 419 Ep Bonn)

মেগাস্থেনীস "ভারতবিবরণের" একস্থানে বলিয়াছেন যে নবুকড্রসর বীরত্বে হীরাক্লীস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কারণ তিনি লিবীয়ার অধিকাংশ ও ইবীরিয়া জয় করেন।

৪৯তম অংশ

(Abyden ap Euseb, Praep, E, V, IX, 41, Ed, Colon 1 688, p 456 D)

নবুকড্রসর।

মেগাস্থেনীস বলেন যে নবুকড্রসর বীরত্বে হীরাক্লীস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি লিবীয়া ও ইবীরিয়া অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, এবং দুই দেশ জয় করিয়া পন্টসের দক্ষিণপার্শ্ববর্তী ভূভাগে উক্ত-দেশবাসী-দিগের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫০তম অংশ

আরিয়ান্।
(Arr, Ind, VII—IX,)

ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ।

(৭) মেগাস্থেনীস বলেন যে ভারতীয় জাতিসমূহের সংখ্যা একশত আঠার। [ভারতীয় জাতিসমূহের সংখ্যা বহু, এই পর্যন্ত আমি মেগাস্থেনীসের সহিত একমত; কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিতেছি না তিনি কি প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া এই সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিলেন, কারণ, তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশই দর্শন করেন নাই, এবং সমুদায় জাতির মধ্যেও আদানপ্রদান ও গতায়াত নাই।]

ডায়োনীসস্

(মেগাস্থেনীস বলেন যে) ভারতবাসিগণ প্রাচীনকালে শকদিকের ন্যায় যাযাবর ছিল। এই শকগণ ভূমি কর্ষণ করিত না; তাহারা ঋতু অনুসারে শকটে শকভূমির এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পরিভ্রমণ করিত; তাহারা নগরে বাস করিত না, কিম্বা মন্দিরে দেবতাদিগের আরাধনা করিত না। এইরূপ, ভারতবাসীদিগেরও আরাধনা করিত না। এইরূপ, ভারতবাসীদিগেরও নগর কিম্বা দেবমন্দির ছিলনা; তাহারা যে বন্য পশু হত্যা করিত তাহারই চর্ম-পরিধান করিত, এবং বৃক্ষবল্কল আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিত। ভারতীয় ভাষায় এই বৃক্ষের নাম তাল। খর্জুর বৃক্ষের মস্তকে যেমন ফল জন্মে, তেমনি এই বৃক্ষের মস্তকে পশমের গোলকের মত ফল জন্মে। তাহারা যে বন্যপশু ধরিতে পারিত, তাহা আহার করিয়াও প্রাণ ধারণ করিত; তাহারা আমমাংস ভোজন করিত—অন্তত ডায়োনীসসের ভারতবর্ষে গমনের পূর্বে এইরূপ প্রথা ছিল। কিন্তু ডায়োনীসস্ ভারতবর্ষে যাইয়া তদ্দেশবাসিগণের অধীশ্বর হন, অনেক

নগর প্রতিষ্ঠা করেন ও উহাদিগের জন্য বিধি প্রণয়ন করেন, যেমন গ্রীসে, তেমনি ভারতবাসীদিগের মধ্যে মদ্যের ব্যবহার প্রচলন করেন, এবং তাহাদিগকে ভূমিতে বীজ বপন করিতে শিক্ষা দেন ও তদর্থে স্বয়ং বীজ প্রদান করেন। ইহার কারণ—এই যে জ্যা-মাতা (Demeter) যখন ট্রিপ্টলেমসকে পৃথিবীর সর্বত্র বীজবপন করিতে প্রেরণ করেন, তখন তিনি এদেশে আগমন করেন নাই ; অথবা অপর কোনও ডায়োনীসস্ ট্রিপ্টলেমসের পূর্বে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতবাসীদিগকে কর্ষিত ফলশস্যের বীজ প্রদান করেন ডায়োনীসসই সর্বপ্রথম হলে বৃষ যোজনা করেন ; এবং বহু ভারত-বাসীকে যাযাবরের পরিবর্তে কৃষকে পরিণত করেন, ও তাহাদিগকে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেন। তাহারা করতাল ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে দেবতাগণের বিশেষতঃ ডায়োনীসসের পূজা করে, কারণ তিনি তাহাদিগকে সাটীরিক (Satyric) নৃত্য শিক্ষা দেন ; গ্রীকগণের মধ্যে উহা কর্ডাক্স নামে অভিহিত। তিনিই ভারতবাসীদিগকে দেবোদ্দেশে কেশ ধারণ করিতে, পাগড়ী পরিতে ও গন্ধদ্রব্যে দেহ অনুলিপ্ত করিতে শিক্ষা দেন, এইজন্য সেকেন্দারসাহার সময়েও ভারতবর্ষীয়েরা দুন্দুভি ও করতালধ্বনির সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইত।

(৮) কিন্তু ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যা-গমন করিবার সময়ে তিনি তাঁহার সঙ্গী ও বক্কসের পূজাভিজ্ঞ স্পার্টেম্বাস্ নামক এক ব্যক্তিকে এই দেশের রাজত্বে বরণ করেন। স্পার্টেম্বাসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বৌদ্য (Boudyrs) রাজ্য লাভ করেন। পিতা ভারতবাসীদিগের উপর ৫২ বৎসর ও পুত্র ২০ বৎসর প্রভুত্ব করেন। শেষোক্ত রাজার পুত্র ক্রাড্যুস (Kradeuas) তৎপর সিংহাসনে আরোহণ করেন ; এবং অতঃপর ইহাঁর বংশধরগণ সাধারণতঃ উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজ্যলাভ করেন ও পিতার পর পুত্র রাজত্ব করেন, কিন্তু এই অংশে উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে ভারতবর্ষীয়েরা গুণানুসারে রাজা নির্বাচন করে।

হার্কুয়্যলিস।

কিন্তু শুনা যায় যে হীরাক্লীস প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন, যদিও প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে তিনি ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আগমন করেন। এই হীরাক্লীসকে সৌরসেনীরা (Sourasenoi) বিশেষভাবে পূজা করে; ইহারা একটী ভারতীয় জাতি, মথুরা (Methora) ও কৃষ্ণপুর (Kleisobora) নামক ইহাদিগের দুইটী নগর আছে, যমুনা (Jobares) নামক নৌ-চলনোপযোগী নদী ইহাদিগের দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু মেগাস্থেনীস বলেন যে এই হীরাক্লীস থীবস্-দেশীয় হীরাক্লীসের মত বস্ত্র পরিধান করেন, ভারতবাসীরাও তাহা স্বীকার করে। ভারতবর্ষে ইহার বহুসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করে (কারণ থীব্সের হীরাক্লীসের ন্যায় ইনিও অনেক রমণীর পাণিপীড়ন করেন), কিন্তু কন্যা মাত্র একটী হয়। এই কন্যার নাম পাণ্ড্যা (Pandaia)। যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও হীরাক্লীস তাঁহাকে যাহার রাজত্ব প্রদান করেন, তাঁহার নামানুসারে তাহা পাণ্ড্য (Pandaia) নামে অভিহিত হয়। তিনি পিতার নিকট হইতে পাঁচশত হস্তী, চারি সহস্র অশ্বারোহী ও একলক্ষ ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য প্রাপ্ত হন। কোন কোনও ভারতীয় লেখক হীরাক্লীস সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন—যখন হীরাক্লীস পৃথিবীকে হিংস্রজন্তুশূন্য করিবার উদ্দেশ্যে জলে স্থলে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি সমুদ্রে নারীজাতির একটী ভূষণ প্রাপ্ত হন। [অদ্যাপি যে সকল ভারতীয় বণিক্ আমাদিগের নিকট পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, তাহারা আগ্রহাতিশয়সহকারে উহা ক্রয় করিয়া বিদেশে লইয়া যায়। প্রাচীনকালে ধনী ও বিলাসী গ্রীক-গণের ন্যায় বর্তমান সময়ে ধনী ও বিলাসী রোমকগণ ইহা অধিকতর আগ্রহের সহিত ক্রয় করে।] ভারতীয় ভাষায় ইহার নাম সামুদ্রিক মুক্তা (margarita)। অলঙ্কাররূপে পরিধান করিলে ইহা কেমন সুন্দর দেখায়, তাহা অনুভব করিয়া হীরাক্লীস কন্যার দেহ সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্র হইতে এই মুক্তা আহরণ করেন।

মুক্তা।

মেগাস্থেনীস বলেন যে যে সকল শুক্তিকায় এই মুক্তা পাওয়া যায় তাহা এদেশে জাল দ্বারা ধরা হয়, এবং সেগুলি মৌমাছির ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। মৌমাছির দলের ন্যায় ইহাদিগেরও রাজা বা রাণী আছে, যদি কেহ সৌভাগ্যবশত রাজাকে ধরিতে পারে, তবে সহজেই সমুদায় শুক্তিকার ঝাঁক জালে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু রাজা পলায়ন করিলে অপর সকলকে ধরিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। শুক্তিকাগুলি ধৃত হইলে যতক্ষণ তাহাদিগের মাংস পচিয়া পড়িয়া না যায় ততক্ষণ সেগুলি রাখিয়া দেওয়া হয়, পরে উহাদিগের অস্থি অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের মুক্তার মূল্য সমান ওজনের বিশুদ্ধ স্বর্ণের তিন গুণ। এদেশে খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়।

পাণ্ড্যদেশ।

(৯) শুনা যায়, হীরাক্লীসের কন্যা যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তথায় রমণীগণ সাত বৎসর বয়সে বিবাহযোগ্য হয়, এবং পুরুষেরা অত্যন্ত অধিক হইলে চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকে। এ বিষয়ে ভারতবাসীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে। হীরাক্লীস বয়সে একটী কন্যা লাভ করেন। যখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী, অথচ মানমর্য্যাদায় আপনার সমকক্ষ এমন কেহ নাই যাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন, তখন যাহাতে উভয়ের বংশধর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি সপ্তবর্ষবয়স্কা কন্যায় অভিগমন করেন, এই জন্য তিনি কন্যাকে বিবাহযোগ্যা করেন, এবং এই জন্যই যে জাতির উপর পাণ্ড্যা রাজত্ব করেন, তাহারা সকলেই হীরাক্লীসের নিকট হইতে এই অধিকার প্রাপ্ত হয়। [এখন আমার মনে হয়, হীরাক্লীস যদি এমন একটা অত্যাশ্চর্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন, তবে তিনি যথা-

কালে কন্যায় অভিগমন করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে আরও দীর্ঘজীবী করিতেও পারিতেন। কিন্তু বাস্তবিক, রমণীদিগের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে, আমার বোধ হয়, পুরুষদিগের বয়স সম্বন্ধে যে কথিত হইয়াছে, যাহারা অত্যধিক দীর্ঘজীবী, তাহারাও চল্লিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তাহাও সর্বথা সঙ্গত। কারণ, যাহারা এত শীঘ্র বার্ধক্যে উপনীত হয়, এবং বার্ধক্যে উপনীত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শীঘ্র শীঘ্র যৌবনে পদার্পণ করিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং এদেশে পুরুষগণের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়সেই বার্ধক্যের প্রথম চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, যুবকেরা কুড়ি বৎসর বয়সেই যৌবন অতিক্রম করিবে এবং প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়সেই তাহারা পূর্ণযৌবন লাভ করিবে। এবং এই নিয়মানুসারেই নারীজাতি সাত বৎসর বয়সে বিবাহযোগ্যা হইবে।] কেন না, মেগাস্থেনীস স্বয়ংই লিখিয়াছেন যে এ দেশে ফলশস্যও অপরাপর দেশাপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র পরিপক্ক ও বিনষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস

ভারতবর্ষীয়গণের গণনানুসারে ডায়োনীসস্ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত ৬০৪২ বৎসরে ১৫৩ জন নৃপতি রাজত্ব করেন; কিন্তু এই কালের মধ্যে তিনবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। *** আর একটি ৩০০ বৎসর এবং আর একটি ১২০ বৎসর। ভারতবর্ষীয়েরা বলে যে ডায়োনীসস্ হীরাক্লীসের পনর পুরুষ পূর্বে বর্তমান ছিলেন এবং এক তিনি ভিন্ন আর কেহই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই; এমন কি কাম্বুসীসের পুত্র কাইরাসও নহে; যদিও তিনি শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত এসিয়ার নৃপতিগণের মধ্যেশৌর্য বীর্যে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য,

সেকেন্দর সাহা এদেশে আগমন করেন, এবং যে কেহ তাঁহার সম্মুখবর্তী হয়, তাহাকেই যুদ্ধে পরাভূত করেন, আর সৈন্যগণ অবাধ্য না হইলে তিনি সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে (ভারতবাসীগণ বলিয়া থাকে,) ন্যায়বোধ প্রবল বলিয়া ভারত-বর্ষের কোনও ভূপতিই অপর দেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই।

৫০তম অংশ। খ।

প্লীনি

(Plin. Hist. Nat. IX. 55)

মুক্তা

কোন কোনও লেখক বলেন যে, যেমন মধুমক্ষিকা দলে, তেমনি শুক্তিকার দলে, যাহারা আকার ও সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ, তাহারা দলপতির কার্য করে। ইহাদিগের পলায়ন করিবার চতুরতা অতি আশ্চর্য, ডুবুরীরা ইহাদিগকে ধরিবার জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করে। ইহাদিগকে ধরিতে পারিলে, অপর যেগুলি ইতস্তত বিচরণ করে, সেগুলিকে সহজেই জালে আবদ্ধ করা যায়। ধৃত হইলে তাহাদিগকে মৃৎপাত্রে প্রচুর লবণের মধ্যে রাখা হয়! ইহাতে মাংস পচিয়া পড়িয়া যায়, দেহমধ্যস্থ অস্থি তলদেশে পতিত হয়, এই অস্থিই মুক্তা।

৫০তম অংশ। গ।

প্লীনি

(Plin. Hist. Nat. VI, 21, 4-5)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস

কারণ, সমুদায় জাতির মধ্যে সম্ভবত কেবল ভারতবর্ষীয়েরাই কখনও বিদেশে বসতির জন্য গমন করে নাই। পিতা ডায়োনীসসের

সময় হইতে সেকেন্দর সাহার সময় পর্যন্ত ১৫৪ জন রাজার নাম গণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের রাজত্বকাল ৬৪৫১ বৎসর ৩ মাস।

সলিনাস্

(Solin. 52.5)

পিতা ডায়োনীসস্ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া বিজয়শ্রী লাভ করেন। ইহাঁর সময় হইতে সেকেন্দর সাহার সময় পর্যন্ত তিন মাস অধিক ৬৪৫১ বৎসর, এই কালে ১৫৩ জন রাজা রাজত্ব করেন, তাঁহাদিগের নাম গণনা করিয়া এই সময় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

৫১তম অংশ

(Phlegon. Mirab. 33)

পাণ্ড্যদেশ।

মেগাস্থেনীস বলেন, পাণ্ড্যদেশে রমণীগণ ছয় বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব করে।

কতিপয় সন্দেহাত্মক অংশ

৫২তম অংশ

এলিয়ান্।

(AElian, Hist, Anim, XIII. 8.)

হস্তী।

হস্তী সচরাচর আহারের সময় কেবল জলপান করে। কিন্তু যখন যুদ্ধের জন্য শ্রম করিতে হয়, তখন তাহাকে মদ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই মদ্য আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত নহে, ধান্য ও নল হইতে প্রস্তুত। হস্তীর পরিচালকগণ অগ্রে অগ্রে যাইয়া ইহার জন্য ফুল সংগ্রহ করে, কারণ ইহারা অত্যন্ত সুগন্ধপ্রিয়, এজন্য সুগন্ধ সাহায্যে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ইহাদিগকে মাঠে লইয়া যায়। হস্তী গন্ধ অনুসারে পুষ্প নির্বাচন করে, এবং পরিচালক সম্মুখে যে পুষ্পাধার ধরে, তাহাতে সংগৃহীত ফুল নিঃক্ষেপ করে। আধার পরিপূর্ণ ও পুষ্পচয়নরূপ শস্য কর্তনকর্ম সমাপ্ত হইলে হস্তী স্নান করে, এবং বিলাসী পুরুষের ন্যায় আনন্দে স্নান সম্ভোগ করে। স্নানান্তে প্রত্যাগমন করিয়া হস্তী পুষ্পের জন্য আকুল হয়, এবং উহা আনিতে বিলম্ব হইলে গর্জন করিতে থাকে, সংগৃহীত সমুদায় পুষ্প তাহার সম্মুখে স্থাপিত না হইলে কিছুতেই আহার গ্রহণ করে না। ফুল পাইলে শুঁড় দ্বারা উহা পাত্র হইতে তুলিয়া বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া দেয় এবং বলিতে গেলে, ফুলের সৌরভ দ্বারা আপনার খাদ্য সুস্বাদু করিয়া লয়। হস্তীর শয়নস্থানেও অনেকগুলি ফুল ছড়াইয়া থাকে, কারণ সে সুখে নিদ্রাসম্ভোগ করিতে ভালবাসে ভারতীয় হস্তী নয় হাত উচ্চ, এবং উহার বিস্তার পাঁচ হাত। সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচ্য নামে অভিহিত হস্তীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার পরেই তক্ষশিলার হস্তী।

এই অংশ মেগাস্থেনীস হইতে গৃহীত, এরূপ মনে করিবার প্রথম কারণ ইহার বিষয়, দ্বিতীয় কারণ, ইহার পূর্ববর্ত্তী (৩৮তম অংশ) ও পরবর্ত্তী (৫৩তম অংশ) স্থল দুইটি এলিয়ান্ নিঃসন্দেহ মেগাস্থেনীস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।—শোয়ানবেক্।

৫৩তম অংশ।

এলিয়ান্।

(AElian. Hist. Anim. III. 46)

একটি শ্বেত হস্তী।

একজন ভারতীয় হস্তীপালক একটি শ্বেত হস্তীশাবক দেখিতে পাইয়া শৈশবকালেই তাহাকে গৃহে লইয়া যায়, এবং লালনপালন করিয়া তাহাকে ক্রমে ক্রমে পোষমানায় ও তাহাতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। সে ইহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল হস্তীটিও পালকের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল ও আপনার অনুরাগ দ্বারা প্রতিপালনের পুরস্কার প্রদান করিয়াছিল। এখন, ভারতবাসী-দিগের রাজা এই হস্তীর কথা শুনিয়া ইহা পাইবার জন্য লালায়িত হন। কিন্তু হস্তীপালক প্রেমজনিত ঈর্ষাবশত, ও অপর একজন ইহার অধিস্বামী হইবে, এই ভাবনায় ক্লিষ্ট হইয়া হস্তীটী প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়, এবং উহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতি মরুভূমিতে চলিয়া যায়। রাজা ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হস্তীটি ধরিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, আর আদেশ করিলেন দণ্ডপ্রাপ্তির জন্য হস্তীপালক যেন তাঁহার নিকট আনীত হয়। অনুচরেরা হস্তীপালককে পাইয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে রাজাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। হস্তীটিও অন্যায়-পীড়িত প্রভুর পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরিশেষে, সেই ব্যক্তি যখন আহত হইয়া ভূপতিত হইল, তখন সৈন্যগণ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ভূতলে লুণ্ঠিত সহচরের

দুই পার্শ্বে পদদ্বয় রাখিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান হয়, ও ঢাল দ্বারা তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে রক্ষা করে, তেমনি হস্তীটি প্রতিপালককে রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, এবং শত্রুগণের অনেককে হত, ও অবশিষ্ট সকলকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিল। তৎপর হস্তী তাহাকে শুঁড় দ্বারা জড়াইয়া পৃষ্ঠে তুলিয়া গৃহে চলিয়া গেল, এবং বিশ্বস্তবন্ধু যেমন বন্ধুর নিকটে বাস করে, তেমনি, তাহার নিকটে অবস্থান করিয়া তাহার প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করিতে লাগিল। [হে পাপিষ্ঠ মানবগণ, তোমরা সর্বদা রন্ধন-পাত্রের সঙ্গীত শুনিয়া নৃত্য কর ও আহারের আনন্দে বিহ্বল হও, কিন্তু বিপৎকালে তোমার বৃথা, নিরর্থক বন্ধুতার নামে কলঙ্ক লেপন করিয়া থাক]।

৫৪তম অংশ

ভাক্ত—অরিজেন।

(Pseudo-Origen, Philosoph. 24. Ed. Delarue Paris 1733 Vol. 1. p. 904.)

ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদিগের দর্শন

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী (Philosophoi) আছেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র জীবন যাপন করেন, মৎস্য মাংস ও অগ্নিপক্কখাদ্য বর্জন করেন, ফল ভোজন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাও বৃক্ষ হইতে আহরণ করেন না, কিন্তু যে সকল ফল ভূতলে পতিত হয় তাহাই সংগ্রহ করেন এবং তুঙ্গাভদ্রা (Tagabena) নদীর জল পান করেন। তাঁহারা আজীবন নগ্ন দেহে বিচরণ করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর আত্মার পরিচ্ছদরূপে এই দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর জ্যোতি, আমরা যে

জ্যোতি চক্ষুতে দেখিতে পাই তাহা নহে, কিংবা সূর্য বা অগ্নি নহে, কিন্তু ইহাঁদিগের নিকট ঈশ্বর বাক্য (Logos), তিনি উচ্চারিত বাক্য নহেন, কিন্তু প্রজ্ঞার বাক্য, ইহার সাহায্যেই জ্ঞানিগণ নিগূঢ় রহস্য অবগত হইয়া থাকেন। এই জ্যোতিকেই তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণেরাই তাঁহাকে জানিতে পারেন, কারণ একমাত্র তাঁহারাই অহঙ্কার বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এই অহঙ্কারই আত্মার শেষ কোষ। তাঁহারা মৃত্যুকে একেবারে তুচ্ছ করেন। এবং আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করেন ও তাঁহার স্তুতি কীর্তন করেন। তাঁহারা বিবাহ করেন না—তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা নাই। যাঁহারা ঈদৃশ জীবনের জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তাহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারবর্তী দেশ হইতে তাঁহাদিগের নিকট আগমন করে, ও আজীবন তাঁহাদিগের সহিত বাস করে, কখনও স্বদেশে প্রত্যাগমন করে না। ইহাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলে, কিন্তু ইহারা সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করে না, কারণ, সে দেশে অনেক রমণী আছে, সে দেশের অধিবাসীরা সেই সকল রমণী হইতে উদ্ভূত, ইহারা এই রমণীগণের সন্তান উৎপাদন করে।

এই যে বাক্য—যাহাকে তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন—তাঁহাদিগের মতে, এই বাক্য দেহবিশিষ্ট, লোকে যেমন পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করে, তেমনি ইহা ইহার বহিরাবরণ দেহে আচ্ছাদিত থাকে। যে দেহে ইহা আবৃত থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিলেই ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহাদিগের আবরণ এই দেহে সংগ্রাম চলিতেছে, এবং তাঁহাদিগের বিবেচনায় এই দেহ সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সৈন্যগণ যেমন রণক্ষেত্রে শত্রুর সহিত সংগ্রাম করে, তাঁহারাও তেমনি দেহের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন, সমুদায় মানবই, যুদ্ধে পরাজিত বন্দীর ন্যায়, নিজ নিজ অন্তর্নিহিত রিপুর দাস, রিপুগুলি এই—কাম

ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, বিষাদ, আসক্তি ও এতদনুরূপ আর সমুদায়। যে ব্যক্তি এই সকল রিপুকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই ঈশ্বরের সন্নিধানে গমন করিতে পারে। এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ দন্দমিস্‌কে দেবতা মনে করিয়া থাকেন, কারণ তিনি দেহের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন, মাকেদন-বাসী সেকেন্দর সাহা ইহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা কলনসের নিন্দা করিয়া থাকেন, কারণ তিনি পাষণ্ডের মত জ্ঞানের পথ পরিহার করিয়াছিলেন।

অতএব যেমন মৎস্য জল হইতে বায়ুতে উল্লম্ফন করিয়া পবিত্র সূর্যালোক দেখিতে পায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ দেহ বিমুক্ত হইয়া এই আলোক দর্শন করেন।

৫৫তম অংশ

পালাডিয়াস্‌।

(Pallad. de Bragmanibus, pp. 8, 20, et seq. Ed. Londin. 1688)

(Camerar Libell gnomolog. pp, 116, 124 et seq.)

কলনস্‌ ও মন্দনিস্‌।

ব্রাহ্মণগণ দৈবাৎ যাহা কিছু ফল প্রাপ্ত হন ও ভূমিতে যে সকল বন্য উদ্ভিজ্জ আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে, তাহাই আহার করেন ও জলপান করেন। তাঁহারা বনে বিচরণ করেন, ও বল্কলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যান।

* * * * *

তোমাদিগের কপট বন্ধু কলনসেরও এইরূপ ধর্মমত ছিল, কিন্তু আমরা তাহাকে পদে দলন করি। সে যদিও তোমাদের সর্বপ্রকার অকল্যাণের মূল কারণ, তথাপি তোমরা তাহাকে সম্মান ও পূজা

করিয়া থাক। কিন্তু আমরা তাহাকে অকর্মণ্য বলিয়া ঘৃণার সহিত দূর করিয়া দিয়াছি। কারণ, আমরা যাহাকিছু পদদলিত করি, অর্থগৃধ্ন কলনস্ তাহাতেই মুগ্ধ—কলনস্ তোমাদেরই অন্তঃসারশূন্য বন্ধু, আমাদের বন্ধু নহে, সে দুঃখী, নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও কৃপাপাত্র, কারণ, সে অর্থপিপাসায় বিভ্রান্ত হইয়া আপনার আত্মাকে হারাইয়াছে। এই জন্য সে আমাদের উপযুক্ত কিংবা ঈশ্বরের বন্ধুতার উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। সুতরাং সে বনে নিশ্চিন্তচিত্তে আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া তুষ্ট হইতে পারে নাই, ঐহিক জীবনের অবসানে তাহার আশাভরসারও কিছুই ছিল না, কারণ, সে অর্থলোভে তাহার দীন আত্মাকে হত্যা করিয়াছিল।

কিন্তু আমাদিগের মধ্যে দন্দমিস্ নামক একজন আছেন, তিনি বনে পর্ণশয্যায় শয়ন করেন, তাঁহার সন্নিকটে শান্তির নির্ঝরিণী বর্ত্তমান, শিশু যেমন মাতৃস্তন্য পান করে, তিনি তেমনি উহার বারি পান করেন।

রাজা সেকেন্দর এই সমস্ত শুনিয়া এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দন্দমিস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কারণ, তিনিই এই সম্প্রদায়ের গুরু ও শিক্ষক ছিলেন।

* * * *

অনীসিক্রাটিস তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন; তিনি মহাত্মা দন্দমিসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণকুলের শিক্ষক, কল্যাণ হউক। মহান্ দেব জিয়ুসের পুত্র, সমগ্র মানবজাতির প্রভু, রাজা সেকেন্দর আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। আপনি তাঁহার নিকট গমন করিলে প্রচুর মহার্হ উপঢৌকন প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যদি না যান, তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন।"

দন্দমিস্ মৃদু মধুর হাস্যসহকারে সমুদায় কথা শুনিলেন, তিনি

পর্ণ-শয্যা হইতে মস্তকও উঠাইলেন না, কিন্তু তাহাতে শয়ান থাকিয়াই ঘৃণার সহিত এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে—"মহান্ রাজা পরমেশ্বর কখনও স্পর্দ্ধাপ্রসূত অন্যায়ের সৃষ্টি করেন না; তিনি আলোক, শান্তি, প্রাণ, বারি, মানবদেহ ও আত্মার সৃষ্টিকর্তা, মৃত্যু যখন উহাদিগকে মুক্ত করে, তখন তিনি উহাদিগকে গ্রহণ করেন, কারণ তিনি বাসনার অধীন নহেন। একমাত্র তিনিই আমার প্রভু ও দেবতা, তিনি নর-হত্যা ঘৃণা করেন, এবং কখনও যুদ্ধের জন্য কাহাকেও উত্তেজিত করেন না। সেকেন্দর ঈশ্বর নহেন, কেন না তাঁহাকেও মরিতে হইবে! এবং যিনি এখনও টিবেরবোয়াস্ (Tiberoboas) নদীর অপরপারে উপস্থিত হইতে, ও আপনাকে সমগ্র পৃথিবীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই তিনি কেমন করিয়া বিশ্বের প্রভু হইলেন? সেকেন্দর এখনও সশরীরে পাতালে প্রবেশ করেন নাই, পৃথিবীর মধ্যভাগে সূর্যের যে ভ্রমণ পথ, তাহা তিনি অবগত নহেন, আর পৃথিবীর প্রান্তভাগে যে সকল জাতি বাস করে তাহারা তাঁহার নামও শ্রবণ করে নাই। এখন তাঁহার যে রাজ্য আছে, তাহাতে যদি তাঁহার তৃপ্তি না হয়, তবে তিনি গঙ্গানদীর পরপারে গমন করুন, গঙ্গার এপারবর্তী ভূভাগ যদি তাঁহার অবস্থিতির পক্ষে একান্ত সঙ্কীর্ণ হয়, তবে তিনি অপর-পারে এমন দেশ পাইবেন যাহাতে সমুদায় লোকই বাস করিতে পারিবে। সেকেন্দর যাহা কিছু দিতে চাহিতেছেন ও যাহা কিছু উপঢৌকন দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন, সে সমুদায়ই আমার নিকট অকিঞ্চিৎকর। এই পত্রগুলি আমার গৃহ, পুষ্পপল্লব-শোভিত উদ্ভিজ্জ আমার উপাদেয় খাদ্য, জল আমার পানীয়, আমার পক্ষে এই সমুদায়ই মনোরম, মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়, আর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি,—লোকে আকুল হইয়া এত যত্নের সহিত যাহা সঞ্চয় করে —সঞ্চয়ীর বিনাশের কারণ, তাহাতে দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নাই, মানবমাত্রেই এই দুঃখে পরিপূর্ণ। এখন আমি বন্যপত্রে শয়ন করিয়া

নয়ন মুদিত করি, যেহেতু, আমার রক্ষা করিবার কিছুই নাই, কিন্তু আমাকে যদি স্বর্ণ রক্ষা করিতে হইত, তবে নিদ্রা দূরে পলায়ন করিত। মাতা যেমন সন্তানকে দুগ্ধ দেন, পৃথিবী তেমনি আমাকে প্রয়োজনী সমুদায়ই দিতেছে। আমি যেখানে ইচ্ছা গমন করি; আমি কিছুর জন্যই উদ্বিগ্ন হই না, এবং আমি কিছুরই অধীন নহি। সেকেন্দর যদি আমার শিরশ্ছেদন করেন, তিনি আমার আত্মাকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। কেবল আমার নীরব মস্তকই পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু আত্মা, পৃথিবী হইতে যে দেহ গৃহীত হইয়াছিল, জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় তাহা পৃথিবীতেই পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাগমন করিবে। আমি তখন আত্মা-রূপে ঈশ্বরের সন্নিধানে আরূঢ় হইব। তিনিই আমাদিগকে দেহে আচ্ছাদিত করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি দেখিতে চাহেন, আমরা ইহলোকে তাঁহারই হইয়া জীবনধারণ করি কি না। যখন আমরা তাঁহার সন্নিধানে গমন করিব, তখন তিনি জীবনের বিবরণ চাহিবেন কারণ, তিনিই সমুদায় অন্যায় ও অত্যাচারের বিচারকর্তা, এবং অন্যায়পীড়িত জনগণের ক্রন্দন অত্যাচারীর দণ্ডে পরিণত হয়।

অতএব, যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য, ধনৈশ্বর্য্যের জন্য লালায়িত, ও মৃত্যুভয়ে ভীত, সেকেন্দর তাহাদিগকেই এইসকল বিভীষিকা প্রদর্শন করুন, কেন না, আমাদের বিরুদ্ধে এই দুই অস্ত্রই ব্যর্থ, কারণ, ব্রাহ্মণগণ ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন না, ও তাঁহারা মৃত্যুকেও ভয় করেন না। তবে, যাও, সেকেন্দরকে বল, "আপনার কোন বস্তুতেই দন্দমিসের আবশ্যক নাই, সুতরাং তিনি আপনার নিকট যাইবেন না, কিন্তু আপনার যদি দন্দমিসে আবশ্যক থাকে, আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন।"

সেকেন্দর অনীসিক্রাটিসের প্রমুখাৎ এই সমুদায় শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অধিকতর ব্যগ্র হইলেন, কারণ একমাত্র এই নগ্নদেহ বৃদ্ধ, বহুজাতির বিজেতা সেকেন্দরকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৫৫তম অংশ। খ।

আম্বে্াসিয়াস্

(Ambrosius, De Moribus Brachmanorum pp. 62, 68 et seq. Ed. Prllad. Londin, 1688)

কলনস্ ও মন্দনিস্।

ব্রাহ্মণগণ গবাদির ন্যায় মৃত্তিকার উপর যাহা প্রাপ্ত হন, যথা বৃক্ষপত্র ও বন্য উদ্ভিজ্জ, তাহাই ভক্ষণ করেন।

*   *   *   *   *

কলনস্ তোমাদিগের বন্ধু, কিন্তু সে আমাদিগের দ্বারা ঘৃণিত ও পদদলিত। সেই তো তোমাদিগের বিবিধ অকল্যাণের নিদান; অথচ সে তোমাদিগের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হইতেছে; কিন্তু আমরা তাহাকে অপদার্থ বলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি; আমরা যে সকল বস্তু কখনও অন্বেষণ করি না, অর্থলোভবশত কলনস্ তাহাতেই আনন্দ পায়। কিন্তু সে কখনও আমাদিগের ছিল না; সে এমন লোক যে হতভাগ্যের ন্যায় নিজের আত্মাকে আহত ও বিনষ্ট করিয়াছে; এই হেতু সে স্পষ্টতই আমাদিগের কিংবা ঈশ্বরের বন্ধু হইবার অনুপযুক্ত। সে ইহজীবনে বনে শান্তি সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত ছিল না; এবং ভবিষ্যতে যে গৌরব প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহাও সে আশা করিতে পারে না।

সেকেন্দর সাহা যখন বনে আগমন করেন, তখন, ইহার মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি দন্দমিসকে দেখিতে সমর্থ হন নাই।

*   *   *   *   *

সুতরাং যখন পূর্বোক্ত দূত দন্দমিসের নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মহান্ জুপিটরের পুত্র, মানব-জাতির প্রভু, সম্রাট্ সেকেন্দর আদেশ করিয়াছেন যে আপনি সত্বর তাঁহার নিকট গমন করিবেন যদি আপনি যান, তিনি আপ-

নাকে উপঢৌকন প্রদান করিবেন; কিন্তু আপনি যদি যাইতে অস্বীকৃত হন, আপনার আস্পর্দ্ধার দণ্ড-স্বরূপ তিনি আপনার শিরশ্ছেদ করিবেন।"

এই সকল বাক্য যখন দন্দমিসের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি যে পর্ণ্যশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে উঠিলেন না, কিন্তু শয়ান থাকিয়াই স্মিতমুখে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন—"মহতো মহীয়ান্ পরমেশ্বর কাহারও অপকার করিতে জানেন না, কিন্তু যাহারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে জীবনালোক প্রত্যর্পণ করেন। সুতরাং তিনিই আমার একমাত্র প্রভু;—তিনি নরহত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, ও কখনও যুদ্ধের জন্য কাহাকেও উত্তেজিত করেন না। কিন্তু সেকেন্দর কখনও ঈশ্বর নহেন, কেন না তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। যিনি এখনও টিবেরবোয়া নদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, সমগ্র পৃথিবীতে বাসগৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন নাই, গাডীসের সীমা (Zone of Gades) পার হন নাই, জগতের মধ্যভাগে সূর্যের অয়নকক্ষ দর্শন করেন নাই—তিনি আবার কেমন করিয়া ঈশ্বর হইবেন? সুতরাং বহু জাতি আজ পর্যন্ত তাঁহার নামও জানিতে পারে নাই। কিন্তু স্বীয় অধিকৃত ভূখণ্ডে যদি তাঁহার সঙ্কুলন না হয়, তবে তিনি আমাদিগের নদী উত্তীর্ণ হউন, তিনি পরপারে এমন দেশ পাইবেন, যাহা মানবের আহার জোগাইতে সমর্থ। সেকেন্দর যাহা কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যদিই বা তাহা দেন, আমার নিকট সে সমুদায়ই অকিঞ্চিৎকর। কারণ, পত্র আমার বাসগৃহ, আমি নিকটে যে উদ্ভিজ্জ পাই, তাহাই আহার করি, ও জল পান করি। অপর যাহা কিছু লোকে আকুল শ্রমদ্বারা সংগ্রহ করে, আমার নিকট তাহা তুচ্ছ, কেন না, তাহা ধ্বংসশীল, এবং যাহারা তাহা প্রার্থনা করে ও যাহারা তাহা লাভ করে, সে সকলের পক্ষেই তাহা দুঃখের নিদান। সুতরাং আমি এখন নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করি, চক্ষু মুদ্রিত করিলে আমাকে কিছুই রক্ষার জন্য

ভাবিতে হয় না। যদি আমি স্বর্ণ রাখিতে ইচ্ছা করি, আমার নিদ্রা নষ্ট হইবে। মাতা যেমন সন্তানকে দুগ্ধ দেন, তেমনি পৃথিবীই আমার সমুদায় অভাব মোচন করে। আমি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করি, যাই, কিন্তু যদি কোনও স্থানে যাইতে ইচ্ছা না করি, কোন দুশ্চিন্তাই আমাকে যাইতে বাধ্য করিতে পারে না। যদি তিনি আমার শিরশ্ছেদ করিতে চাহেন, আমার আত্মা হরণ করিতে পারিবেন না। তিনি কেবল ভূপতিত মস্তক লইবেন, কিন্তু গমনোদ্যত আত্মা একখানি বস্ত্র-খণ্ডের ন্যায় মস্তক পরিত্যাগ করিবে, ও যে পৃথিবী হইতে সে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকেই ইহা প্রত্যর্পণ করিবে। কিন্তু আমি যখন আত্মা হইব, তখন, যে ঈশ্বর আত্মাকে এই দেহে আবৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট আরোহণ করিব। যখন তিনি আমাদিগকে দেহে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে তিনি দেখিবেন, তাঁহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমরা ইহলোকে কিরূপ জীবন যাপন করি। এবং পরে আমরা ইহলোকে কিরূপ জীবন তাঁহার সন্নিধানে প্রতিগমন করিব, তখন তিনি আমাদিগের নিকট জীবনের হিসাব চাহিবেন। তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া আমি আমার অপকার নিরীক্ষণ করিব, ও যাহারা আমার অপকার করিয়াছিল, তাহাদিগের বিচারও পর্যবেক্ষণ করিব। কারণ, উৎপীড়িতের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও ক্রন্দন উৎপীড়কের দণ্ডে পরিণত হয়।

"যাহারা ধন আকাঙ্ক্ষা করে, কিম্বা মৃত্যুকে ভয় করে, সেকেন্দর তাহাদিগের এই সকল বিভীষিকা প্রদর্শন করুন—আমি ধন ও মৃত্যু, উভয়কেই তুচ্ছ করি। কারণ, ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণে লোভ করেন না এবং মৃত্যুকেও ভয় করেন না। অতএব, যাও, সেকেন্দরকে বল—দন্দমিস্ আপনার কিছুই চাহেন না; কিন্তু যদি আপনি বিবেচনা করেন যে তাঁহাকে আপনার প্রয়োজন আছে, তবে তাঁহার নিকট যাইতে ঘৃণা বোধ করিবেন না।"

যখন সেকেন্দর দ্বিভাষীর মুখে এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য আরও ব্যগ্র হইলেন, কারণ, যিনি বহু জাতিকে জয় করিয়াছিলেন, সেই তাঁহাকে একা এই নগ্নদেহ বৃদ্ধ পরাভূত করিলেন। ইত্যাদি।

৫৬তম অংশ

প্লীনি।

(Plin. Hist. Nat. VI. 21, 8—23. II,)

ভারতীয় জাতিসমূহের নির্ঘণ্ট।

এই স্থান (অর্থাৎ বিপাসা) হইতে সেলিয়ুকস্ নিকাটরের পক্ষে যে সকল পরিভ্রমণ সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা এই শতদ্রু (Hesidorus) পর্যন্ত ১৬৮ মাইল, এবং যমুনা (Jomanes) পর্যন্ত ঐ। (কোন কোনও পুঁথিতে ৫ মাইল অধিক।) তথা হইতে গঙ্গা পর্যন্ত ১১২ মাইল। রাধাপুর (Rhodapha) পর্যন্ত ১১৯ মাইল। কেহ কেহ বলেন, এই দূরত্ব ৩২৫ মাইল। কালীনিপক্ষ (Kalinipaxa) নগর পর্যন্ত ১৬৭½ মাইল। অপরের মতে ২৬৫ মাইল। সেখান হইতে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম পর্যন্ত ৬২৫ মাইল। (অনেকে বলেন, আরও ১৩ মাইল অধিক।) এবং পাটলিপুত্র (Palibothra) নগর পর্যন্ত ৪২৫ মাইল। গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত ৭৩৮ মাইল।*

---

* প্লীনি যে সকল স্থানের নাম করিয়াছিলেন, সে সমুদায় সিন্ধু হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, উপরে উল্লিখিত Rhodapha, অনুপসহর হইতে ১২ মাইল দূরবর্তী দাভাই (Dabhai) নামক ক্ষুদ্র নগর; Kalinipaxa কালিনদীর তীরে অবস্থিত কোনও নগর। উক্ত নদী কালিনী বা কালিন্দ্রী নামেও পরিচিত।

M. de. St.—Martin উক্ত স্থানগুলির প্রকৃত দূরত্ব স্থির করিয়াছিলেন; যথা—শতদ্রু হইতে যমুনা ১৬৮ রোমক মাইল।

যমুনা হইতে গঙ্গা ১১২

তথা হইতে রাধাপুর (Rhodapha) ১১৯

পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না করিয়া নিম্নলিখিত জাতিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা হিমদ (Emodus) পর্বত হইতে আরম্ভ করিব, উহার একাংশের নাম (Imaus, দেশীয় ভাষায় উহার অর্থ হিমবান। জাতিগুলি এই—ইসরী (Isari), খসীর (Cosyri), Izgi, পর্বতোপরি Chisiotosagi (কিরাত?) এবং বহু শাখায় বিভক্ত ব্রাহ্মণগণ (Brachmanae), মৎ-কলিঙ্গগণ (Maccooca-lingae) এই জাতির অন্তর্গত। পর্ণাশা (Prinas) ও কৈনস (Cainas) নদী গঙ্গায় পতিত হইয়াছে, উভয়ই নৌচলনোপযোগী। কলিঙ্গ জাতি (Calingae) সমুদ্রতীরবাসী, তদূর্দ্ধে মন্দ্য (Mandei) ও মল্ল (Malli) জাতি, মল্লগণের দেশে মল্ল (Mallus) পর্বত; এই সমুদায় ভূভাগের সীমা গঙ্গা।

(২২) কেহ কেহ বলেন এই নদী নীলনদের ন্যায় অপরিজ্ঞাত উৎস হইতে নির্গত হইয়াছে, এবং উহারই ন্যায় তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহকে প্লাবিত করিয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন, ইহা শকদেশীয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়াছে: ইহার ১৯টি উপনদী, তন্মধ্যে পূর্বোল্লিখিত নদীগুলি ব্যতীত গণ্ডকী (Condochates) হিরণ্যবাহ (Erannoboas) ও শোণ (Sonus) নৌচলনোপযোগী। আবার, অনেক বলেন যে গঙ্গা উৎপত্তিস্থল হইতেই গভীর গর্জন সহকারে বহির্গত হইয়াছে, এবং দুরারোহ পর্বতগাত্র বহিয়া সমতল ভূমিতে পতিত হইয়াই একটি হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে ও তথা হইতে ধীরে

ঋজু পথে শতদ্রু হইতে রাধাপুর ৩২৫
রাধাপুর হইতে কালিনীপক্ষ ১৬৭
শতদ্রু হইতে কালিনীপক্ষ ৫৬৫
কালিনীপক্ষ হইতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ২২৭
যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম পর্য্যন্ত ৬২৫

গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম হইতে পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ২৪৮ মাইল। তথা হইতে স্থলপথে গঙ্গা-মুখে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত ৪৮০ রোমক মাইল। জলপথে অবশ্যই ইহা অপেক্ষা অধিক।—McCrindle.

ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিস্তার যেখানে ন্যূনতম, সেখানেও ৮ মাইল এবং গড়ে ১০০ ষ্টাডিয়ম। গভীরতা ইহার শেষভাগে কোনস্থলেই ১০০ ফুটের কম নহে। গাঙ্গেয়গণের (Gangarides) দেশে ইহার শেষাংশ। কলিঙ্গজাতির রাজধানী পার্থলিস (Parthalis) নামে অভিহিত। ৬০,০০০ পদাতিক, ১,০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০ হস্তী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিয়া রাজাকে রক্ষা করে।

কেন না, ভারতবাসিগণ বহুবিধ কর্মে জীবন যাপন করে। কেহ কেহ ভূমি কর্ষণ করে, কেহ কেহ সৈনিকের কার্য করে, কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ রাজ্যশাসন, বিচার ও (মন্ত্রীরূপে) রাজার সহায়তা করেন। পঞ্চম একজাতি ঐ দেশে প্রচলিত দর্শনের আলোচনা করেন, উহা ধর্মের অতি নিকটবর্তী। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বেচ্ছাক্রমে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত অর্ধবন্য একজাতি আছে, তাহারা সর্বদা অপরিসীম শ্রমসাধ্য কর্মে নিযুক্ত থাকে, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না, উহা হস্তী শিকার ও তাহাকে পোষ মানান। তাহারা হস্তীদ্বারা ভূমি কর্ষণ করে, উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে, উহাদিগকেই তাহাদিগের সম্পত্তি বলিয়া জানে, তাহারা উহাদিগকে যুদ্ধে নিয়োজিত করে, ও স্বদেশ রক্ষার জন্য উহাদিগের সাহায্যে সংগ্রাম করে। যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করিবার সময় তাহারা উহাদিগের বল, বয়স ও আকার দেখিয়া থাকে।

গঙ্গায় একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে, উহাতে একটি মাত্র জাতি বাস করে, তাহার নাম মোদকলিঙ্গ (Modogalinga)। তৎপর, মৌতিব (Mↄdubae), মলদ (Molindae) ভর (Uberae) ও তন্নামধেয় সুদৃশ্য নগর, Galmodroesi, preti, Calissae, Sasuri, পঞ্চাল (Passalae), কোলুট (Colubae), Orxulae, অবল (Abalae) ও তাম্রলিপ্ত (Taluctae), জাতি অবস্থিত। এই সকল জাতির রাজা ৫০,০০০ পদাধিক, ৪০০, অশ্বারোহী ও ৪০০

হস্তী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখেন। ইহাদিগের পরেই অধিকতর পরাক্রান্ত অন্ধ্রজাতি (Andarae) ইহাদিগের বহু সংখ্যক গ্রাম এবং প্রাচীর ও বুরুজদ্বারা সুরক্ষিত ত্রিশটি নগর আছে; এবং ইহারা রাজাকে ১০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ অশ্বারোহী ও ১,০০০ হস্তী যোগাইয়া থাকে। দরদ গণের (Derdae) দেশে প্রচুর স্বর্ণ ও শাতক (Setae) দিগের দেশে প্রচুর রৌপ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু কেবল এই প্রদেশে কেন, বলিতে গেলে সমুদায় ভারতবর্ষে, প্রাচ্যগণই (Prasii) পরাক্রম ও প্রতিপত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সুবিস্তৃত ও মহৈশ্বর্যশালী পাটলিপুত্র (Palibothra), তাহাদিগের রাজধানী এজন্য কেহ কেহ এই জাতিকে এমন কি গঙ্গাতীরবর্তী সমস্ত ভূভাগকেই পাটলিপুত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই জাতির রাজা বেতন দিয়া সর্বদা ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৯,০০০ হস্তী রাখিয়া থাকেন, ইহা হইতেই তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য অনুমিত হইতে পারে।

এই জাতির পরে, কিন্তু আরও ভিতরে, মন্দ্য (Monedes) ও শবর জাতি (Suari) ; ইহাদিগের দেশে মলয় পর্বত। উহাতে শীতকালে ছয় মাস উত্তর দিকে ও গ্রীষ্মকালে ছয় মাস দক্ষিণদিকে ছায়া পতিত হয়। বীটন বলেন এই প্রদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল বৎসরের মধ্যে কেবল পনর দিন দৃষ্টিগোচর হয়, মেগাস্থেনীস বলেন যে ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা দক্ষিণ মেরুকে ত্রমস বলে। যমুনা নদী পাটলীপুত্রীয়গণের দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া মথুরা (Methora) ও কৃষ্ণপুরের (Carisobora)* মধ্যে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগের অধিবাসিগণ একেই কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে সূর্যকিরণে আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে কিন্তু তাহারা ঈথিওপীয়দিগের ন্যায় দগ্ধ অঙ্গারের মত

---

* Carisobora, বা Cyrisoborca —সংস্কৃত নাম কৃষ্ণপুর বা কালিকাবর্ত, General Cunnigham-এর মতে বর্তমান বৃন্দাবন।—অনুবাদক।

নহে। যে জাতি সিন্ধুর যত নিকটবর্তী, তাহাদিগের বর্ণে সূর্যের প্রভাব ততই সুস্পষ্ট।

সিন্ধু প্রাচ্যদেশের সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, প্রাচ্যজাতির পার্বত্যপ্রদেশে বামনগণ বাস করে। আর্টেমিডোরসের মতে এই উভয় নদীর মধ্যে ব্যবধান ১২১ মাইল।

(২৩) ইণ্ডাস—ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে সিন্ধু কহে—পরোপমিসস্ নামক ককেশস্ পর্বতের শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার উৎপত্তিস্থল উদয়াচলের অভিমুখী। ইহার উনিশটি উপনদী, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত—বিতস্তা (Hydaspes) ইহাতে চারিটি নদী পতিত হইয়াছে, চন্দ্রভাগা (Cantabra), ইহার তিনটি উপনদী অসিক্লী (Acesines) ও বিপাশা (Hypasis); এই উভয়ই নৌচলনোপযোগী, কিন্তু ইহার জলরাশি অনধিক বলিয়া ইহা কোন স্থানেই বিস্তারে ৫০ ষ্টাডিয়ম্ ও গভীরতায় পনর পাদের অধিক নহে। ইহাতে একটি সুবৃহৎ দ্বীপ আছে, তাহার নাম প্রসেন (Prasiane), ও একটী ক্ষুদ্রতর দ্বীপ আছে, তাহার নাম পটল (Patale)। নিম্নতম গণনানুসারেও সিন্ধু ১২৪০ মাইল পর্যন্ত নৌচলনোপযোগী, ইহা যেন সূর্যের গতি অনুসরণ করিবার অভিপ্রায়েই পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। গঙ্গার মুখ হইতে সিন্ধু পর্যন্ত উপকূলে দৈর্ঘ্য সচরাচর যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আমি তাহাই প্রদান করিতেছি, যদিও গণনাগুলির কোনটির সহিতই কোনটির ঐক্য নাই। গঙ্গার মোহনা হইতে কলিঙ্গ (Calingon) অন্তরীপ ও দন্দগুল (Dandagula) নগর * পর্যন্ত ৬২৫ মাইল, ত্রিপস্তরি (Tropina) পর্যন্ত ১২২৫

---

* কলিঙ্গ অন্তরীপ—বর্তমান গোদাবরী অন্তরীপ; Dandagula— Cunningham অনুমান করেন, উহা বৌদ্ধ-ইতিহাসে উল্লিখিত দন্তপুর নগর; এই স্থানে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত রক্ষিত হইয়াছিল; বর্তমান রাজমহেন্দ্রী।—অনুবাদক।

মাইল, পেরিমূলা (Perimula) অন্তরীপ পর্যন্ত ৫০ মাইল ; এই-খানে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান অবস্থিত। পূর্বোক্ত পটল দ্বীপস্থিত নগর পর্যন্ত ৬২০ মাইল।

সিন্ধু ও যমুনার মধ্যে পার্বত্য জাতিসমূহ এই—খস (Cesi), ক্ষত্রিবনীয় (Centriboni), ইহারা বনে বাস করে, তৎপর মাবেল (Megallae), ইহাদিগের রাজার ৫০০ হস্তী আছে, পদাতিক অশ্বারোহীর সংখ্যা অজ্ঞাত, করোঞ্চ (Chrysei), পরসঙ্গ (Parasangae) ও অসঙ্গ (Asangae) ; এই দেশ হিংস্র ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ। সৈন্যসংখ্যা ৩০,০০০ পদাতিক, ৮০০ অশ্বারোহী ও ৩০০ হস্তী। এই সকল জাতি সিন্ধু দ্বারা অবরুদ্ধ, এবং ইহাদিগের চতুর্দিকে ৬২৫ মাইল পরিমিত স্থানব্যাপী পর্বত ও মরুভূমির পরে ধার (Dari) ও শূর (Surae) জাতি ; তৎপর আবার ১৪৭ মাইল পর্যন্ত মরুভূমি, সমুদ্র যেমন দ্বীপ বেষ্টন করে, এই সকল মরুভূমি সেইরূপ উর্বর প্রদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল মরুভূমির পরে মাল্তিকর (Maltecorae), সিংহ (Singhae), মরুহ (Marohae), ররুঙ্গ (Rarungae) মরুণ (Moruni) জাতি। ইহারা সমুদ্রের সহিত অবিচ্ছেদে সমান্তরালে অবস্থিত পর্বতমালায় বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে রাজা নাই : ইহারা স্বাধীন, পর্বতশৃঙ্গে বাস করে : তথায় ইহাদিগের অনেক নগর আছে। তৎপর নায়র (Nareae), ইহাদিগের চতুর্দিকে ভারতের সর্বোচ্চ পর্বত Capitalia* অবস্থিত। এই দলের অধিবাসীগণ পর্বতের অপর পার্শ্বে খনি হইতে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য আহরণ করে। তৎপর ওরাতুর জাতি (Oraturae)**। ইহাদিগের

---

* Capitalia—আবু পর্বত ; Varetatae বা Suarataratae—সুরাষ্ট্র —General Cunnigham. —অনুবাদক।

** বর্তমান রাঠোর জাতির পূর্বপুরুষগণ—McCrindle. বড়্পুর বা বড়-নগরের অধিবাসী।—Cunnigham.

রাজার মাত্র দশটি হস্তী, কিন্তু বহুসংখ্যক পদাতিক আছে। এই জাতির পরে বরত্তগণ (Varetatae) এক রাজার অধীনে বাস করে; তাহারা হস্তী পোষণ করে না, রাজা অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্তের উপর নির্ভর করেন। তাহার পর উদুম্বরী (Odomboerae), সলবস্ত্র্য (Salabastrae)* হোরত (Horatae)—ইহাদিগের জলাভূমিদ্বারা রক্ষিত একটি সুশোভন নগর আছে; এই জলাভূমি পরিখার কার্য করে; উহাতে বিস্তর কুম্ভীর আছে; উহারা অত্যন্ত মনুষ্যমাংসপ্রিয়, সুতরাং এক সেতু ভিন্ন নগরে প্রবেশ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। এই জাতির অপর একটি সর্বজনপ্রশংসিত নগর অটোমেলা (Automela)** উহা পাঁচটি নদীর সঙ্গমস্থলে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত, সুতরাং উহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-স্থান। এই দেশের রাজার ১,৬০০ হস্তী, ১,৫০,০০০ পদাতিক ও ৫,০০০ অশ্বারোহী আছে। অপেক্ষাকৃত নির্ধন, খর্মাজাতির (Charmae) রাজার মোটে ৬০টী হস্তী আছে; তাঁহার সেনাবল অন্যান্য বিষয়েও নগণ্য। এই জাতির পরে পাণ্ড্যগণ (Pandae); ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল এই জাতিই নারীরাজ্যে বাস করে। তাহারা বলে যে হার্কুলিসের একটিমাত্র কন্যা ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; এইজন্য তিনি কন্যাকে একটি বিশাল রাজ্য প্রদান করেন। তাঁহার বংশরগণ ৩০০ নগরের উপর রাজত্ব করেন ও তাঁহাদিগের অধীনে ১,৫০,০০০ পদাতিক ও ৫০০ হস্তী আছে। ইহার পরে তিনশত নগরের অধিস্বামী সুরিয়নি (Syrieni), ঝাড়েজা (Derangae), পসিঙ্গ (Posingae), বুদ্ধা (Buzae)

---

* Salabastrae—বোধহয় সম্বস্ত্য নামের রূপান্তর; সম্ভবত সম্বজাতি। লাসনের মতে সরস্বতী-মুখ ও যোধপুরের মধ্যে ইহাদিগের বসতি ছিল; Horatae কাম্বে উপসাগরের শিরোদেশে বাস করিত, এবং Automela বর্তমান খম্বাত— McCrindle.

** McCrindle-এর মতে Horatae সৌরাষ্ট্র, বর্তমান গুজরাট। De St.—Martin অনুমান করেন, Automela প্রাচীন বলভী।

কোকারি (Gogiarei), উমব্রাণী (Umbrae), নারোনি (Nereae), ব্রঙ্কোসি (Brancosi), নুবীন্তা (Nobundai), কোকোনদ (Cocondæ), নিশা (Nesei), পদত্রির (Peda-trirae) শূলবিয়স (Solobriasæ) ও ওলস্ত্র (Olostrae) জাতি। এই জাতি পটল দ্বীপের নিকটে বাস করে। কাস্পীয়দ্বার* হইতে এই দ্বীপের দূরতম উপকূল পর্যন্ত ব্যবধান ১৯২৫ মাইল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তৎপর সিন্ধুনদের দিকে, সহজবোধ্য ক্রমানুসারে, নিম্নলিখিত জাতি বাস করে—অমত (Amatæ), ভৌলিঙ্গ (Bolingæ), গিহ্লাট (Gallitalutæ), দুলরা (Dimuri), মোকর (Megari) অর্দব (Ordabae), মজরি (Mesæ) ; ইহাদিগের পরে হোর (Uri), ও সুলল (Sileni) তাহার পরেই ২৫০ মাইল বিস্তৃত মরুভূমি। মরুভূমি অতিক্রম করিলে অর্ঘনাগ (Organagæ), অববর্ত (Abaortae), সৌভীর (Sibaræ) ও স্বার্ত জাতি (Suartae), তৎপর পূর্বোক্ত মরুভূমির সমায়তন মরুভূমি। তাহার পর, সরভাম (Sarophages), সর্গ (Sorgae), বরাহমত (Baraomatæ) ও অম্বষ্ঠ জাতি (Umbrittae)—ইহারা দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত, প্রত্যেক শাখায় দুইটি করিয়া নগর আছে,— এবং অসেন (Aseni), ইহারা তিনটি নগরে বাস করে। তাহা-দিগের রাজধানী ব্যুকফালা (Bucephala) ; সেকেন্দর সাহার এই নামধেয় ঘোটক যথায় সমাহিত হয়, ইহা সেইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। তারপর পার্বত্য জাতি সমূহ, ইহারা ককেশস্ পর্বতের পাদদেশে বাস করে, যথা—শৈলদ (Soleadæ, সুন্দর

* দুইটি গিরিশঙ্কট Caspian Gates নামে পরিচিত। একটি আলবানিয়া প্রদেশে, যথায় ককেশস্ পর্বতের একটি বাহু কাস্পিয় হ্রদ স্পর্শ করিয়াছে। অপরটি এসিয়ার উত্তর-পশ্চিমভাগ হইতে পারস্যের পূর্বোত্তর অঞ্চলে প্রবেশ পথ। এস্থলে এইটিই প্লীনির অভিপ্রেত।—McCrindle.

(Sondræ), পরে সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিলে, সমরবীর (Samarabriae), সম্বরসেন (Sambruceni), বিষমবৃত্ত (Bisambritae), ওস (Osii), অন্তিক্ষণ (Antixeni) এবং বিখ্যাত নগরসহ তক্ষশিলা (Taxillae)। তৎপর সমতল প্রদেশ, উহার সাধারণ নাম অমন্দ (Amanda-গান্ধার?)— উহাতে চারিটী জাতির বাস—পুষ্কলবতী (Peucolatae), আর্ষগলিত (Arsagalitae), গৌরী (Geretae) ও আশয় (Asoi)।

কিন্তু অনেক লেখক সিন্ধুনদকে ভারতের পশ্চিম সীমা বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা আরও চারটি প্রদেশ উহার অন্তর্ভূক্ত করিয়া থাকেন; তৎপ্রদেশবাসীদিগের নাম এই—গ্রেড্রোসী (Gedrosi) আরাখোটী (Arachotae), আর্য (Arii) ও পরোপমিসদ (Paropamisadae); কপিশা (Cophes-কাবুল) নদী ইহার শেষ সীমা। অপর কেহ কেহ বলেন, এই সমস্তই আর্যভূমির (Arii) অন্তর্গত।

অনেক গ্রন্থকার নিশা (Nysa) নগর ও মেরু পর্বতও ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। মেরু পর্বত পিতা ডায়োনীসসের পবিত্র অধিষ্ঠান; ইহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে যে তিনি জুপিটরের ঊরু (Meros) হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্বক (Astacani—আফ্গান) দিগকেও ভারতের অন্তর্ভূক্ত করিয়া থাকেন; এই ভূভাগে প্রচুর পরিমাণে দ্রাক্ষা, লরেল, বক্স-তরু ও গ্রীসদেশে পরিচিত সর্ববিধ ফল উৎপন্ন হয়। এই দেশের ভূমির উর্বরতা, ফল ও বৃক্ষের প্রকৃতি, পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তু সম্বন্ধে যে সকল আশ্চর্য ও বলিতে গেলে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা এই গ্রন্থের অপরাপর ভাগে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইবে। আমি আর কিঞ্চিৎ পরেই উল্লিখিত

চারিটি প্রদেশের বর্ণনা করিব, কিন্তু তাম্রপর্ণী (Taprobane) দ্বীপের বৃত্তান্ত এখনই লিখিত হইতেছে।

কিন্তু তৎপূর্বে অন্যান্য দ্বীপ রহিয়াছে ;—একটি পটল ; আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, উহা ত্রিভুজাকৃতি, সিন্ধুনদমুখে অবস্থিত ও ২২০ মাইল বিস্তৃত। সিন্ধুর মোহানা অতিক্রম করিয়া সুবর্ণভূমি (Chryse =ব্রহ্মদেশ) ও রজতভূমি (Argyra=আরাকান ?) ; আমার বিশ্বাস, উহারা প্রচুর ধাতুপূর্ণ। কোন কোনও লেখক বলেন, উহাদিগের ভূমি সুবর্ণময় রজতময় ; আমি ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। এই দুইটি দেশ হইতে ২০ মাইল দূরে ক্রোকল (Crocala), তথা হইতে ২০ মাইল দূরে বিবগ (Bibaga) ; যথেষ্ট শুক্তি ও শঙ্খ পাওয়া যায় ; তৎপর, শেষোক্ত দ্বীপ হইতে ৯ মাইল দূরে তরলীব (Toralliba) ও বহুসংখ্যক উল্লেখযোগ্য দ্বীপ।

৫৬তম অংশ। খ।

সলিনাস্।

(Solin. 52. 6—17.)

ভারতীয় জাতিসমূহের নির্ঘণ্ট।

ভারতবর্ষের বৃহত্তম নদী গঙ্গা ও সিন্ধু ; কেহ কেহ বলেন এই উভয়ের মধ্যে গঙ্গা অপরিজ্ঞাত উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও উহা নীলনদের ন্যায় তীরভূমি প্লাবিত করে ; কেহ কেহ বলেন, উহা শকদেশীয় পর্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে। [এদেশে বিপাশা (Hypanis)ও একটি বিশাল নদী, ইহাই সেকেন্দরের অভিযানের শেষ সীমা ; ইহার তীরে প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। গঙ্গার সর্বনিম্ন বিস্তার ৮ মাইল ও সর্বাধিক বিস্তার ২০ মাইল। ইহার গভীরতা যেস্থলে সর্বাপেক্ষা অল্প, সেখানেও ১০০ ফুট। যে

জাতি ভারতের শেষ প্রান্তে বাস করে, তাহার নাম গাঙ্গেয় (Gangarides) ; ইহাদিগের রাজার ১,০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী ও ৬০,০০০ পদাতিক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে। ভারতবাসিগণের মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ ভূমি কর্ষণ করে, বহুসংখ্যক লোক যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, অপর অনেকে বণিক। সর্বাপেক্ষা ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ রাজ্যশাসন, বিচারকার্য, ও রাজমন্ত্রীর কর্ম সম্পাদন করেন। তথায় পঞ্চম আর একটি জাতি আছে। উহা জ্ঞানের জন্য সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত। ইহারা জীবনে বিতৃষ্ণ হইলে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। কিন্তু যাহারা কঠোরতর সম্প্রদায়ভুক্ত, ও আজীবন বনে বাস করে, তাহারা হস্তী শিকার করে। হস্তী পোষ মানিয়া শান্ত হইলে তাহারা ইহা দ্বারা ভূমি কর্ষণ করে ইহাতে চড়িয়া বেড়ায়।

গঙ্গাতে একটি বহুজনাকীর্ণ দ্বীপ আছে, উহাতে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে, তাহার রাজার ৫০,০০০ সশস্ত্র পদাতিক ও ৪,০০০ সশস্ত্র অশ্বারোহী আছে। ফলত যাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই বহুসংখ্যক হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী ভিন্ন কোনও সেনাবল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখেন না।

বহুবলধারী প্রাচ্যজাতি পাটলিপুত্র নগরে বাস করে, এজন্য কেহ কেহ এই জাতিকেও পাটলিপুত্র কহেন। এই জাতির রাজা বেতন দিয়া সর্বদা ৬০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৮,০০০ হস্তী পোষণ করেন।

পাটলিপুত্রের পরে মলয় (Maleas) পর্বত, তাহাতে পর্যায়ক্রমে ছয় মাস শীতকালে উত্তরদিকে ও গ্রীষ্মকালে দক্ষিণদিকে ছায়াপাত হয়। বীটন বলেন যে এ প্রদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল বৎসরে মাত্র একবার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও পনরদিনের অধিক নহে। তিনি আরও বলেন যে ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যাহারা দক্ষিণদিকে, সিন্ধুনদের সন্নিকটে বাস করে, তাহারা অন্যান্য জাতি

অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে তাপদগ্ধ হইয়া থাকে, এবং পরিশেষে আধিবাসিগণের বর্ণ সূর্যোত্তাপের প্রবলতা প্রতিপন্ন করে। পর্বত-মালা বামনদিগের বাসস্থল। কিন্তু যাহারা সমুদ্রতটে বাস করে তাহাদিগের রাজা নাই।

পাণ্ড্যজাতি নারীর রাজ্যে বাস করে। জনশ্রুতি এই যে প্রথম রাণী হার্ক্যুলিসের কন্যা ছিলেন। প্রচলিত মত এই যে নিশা (Nysa) নগর এই রাজ্যে অবস্থিত। জুপিটরের পবিত্র অধিষ্ঠান-ভূমি মেরু নামক পর্বতও এই রাজ্যে অবস্থিত, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবাসিগণ বলে যে ইহার এক গুহায় পিতা ডায়োনীসস্ (Liberus) লালিত পালিত হইয়াছিলেন। এই পর্বতের নাম হইতেই এই অলৌকিক কিম্বদন্তীর উৎপত্তি হইয়াছে যে ডায়োনীসস্ তাঁহার পিতার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সিন্ধুর মোহানা উত্তীর্ণ হইলে সুবর্ণভূমি ও রজতভূমি নামক দুইটি দ্বীপ হয়, উহাতে এত প্রচুর পরিমাণে ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় যে অনেক লেখক বলেন, উহাদিগের ভূমি সুবর্ণময় ও রজতময়।

৫৭তম অংশ

পলিয়েনস্।

(Polyaen, Strateg. I. I. I—3.)

ডায়োনীসস্।

যখন ডায়োনীসস্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন নগরগুলি যাহাতে তাঁহাকে গ্রহণ করে, এই অভিপ্রায়ে তিনি সৈন্যদিগকে প্রকাশ্যে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত না করিয়া তাহাদিগকে কোমল বস্ত্র ও মৃগচর্ম পরিতে আদেশ করেন। বর্শাগুলি আইভি-লতাতে আচ্ছাদিত

করা হয়; এবং থার্সাস* সূক্ষ্মাগ্র ছিল। তিনি শিঙ্গার পরিবর্তে করতাল ও ভেরী বাজাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন, এবং শত্রুগণকে মন্ত্র দ্বারা বিহ্বল করিয়া নৃত্যের প্রতি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করেন। এই প্রকার ও অন্যান্য তাণ্ডব নৃত্যাদি (Bacchic orgies) সমস্তই ডায়োনীসসের যুদ্ধকৌশল; এইগুলি দ্বারাই তিনি ভারতবর্ষ ও ও সমগ্র এসিয়া জয় করেন।

ভারতবর্ষে যুদ্ধকালে, তাঁহার সৈন্যগণ বায়ুর বিষম উত্তাপ সহ্য করিতে পারিত না বলিয়া ডায়োনীসস্ বাহুবলে উহার ত্রিশৃঙ্গগিরি অধিকার করেন। এই তিন শৃঙ্গের একটী কোরাসিবী (Korasibie) একটি কুন্দস্কী (Kondaske), ও তৃতীয়টী তাঁহার জন্মের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ মেরু নামে অভিহিত। ইহাতে সুস্বাদু সুপেয় অনেক নির্ঝরিণী, যথেষ্ট (মৃগয়াযোগ্য) পশু, অপর্যাপ্ত ফল ও নবপ্রাণ-বিধায়ক তুষার ছিল। এতদদুপরিস্থিত শিবির হইতে সৈন্যগণ সমতলবাসী বর্বরদিগকে সহসা আক্রমণ করে, এবং উচ্চতর গিরি-পৃষ্ঠ হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া শত্রুদিগকে সহজেই পরাজিত করিতে সমর্থ হয়।

[ভারতবর্ষ জয় করিয়া ডায়োনীসস্ বাহ্লীক (Baktria) আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে সাহায্যার্থ ভারতীয় সৈন্য ও রমণী-সেনা (Amazons) সঙ্গে গ্রহণ করেন। শার্ঙ্গ (Saranges) সঙ্গে বাহ্লীকের সীমা। নদী পার হইবার সময় উচ্চতর ভূমি হইতে ডায়োনীসস্কে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বাহ্লীকগণ নদীতীর-বর্তী গিরি অধিকার করে। কিন্তু তিনি নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রমণী-সেনা ও তাঁহার উপাসকদিগকে (the Bakkhai) নদী পার হইতে আদেশ করেন; উদ্দেশ্য এই, যে তাহা হইলে বাহ্লীকগণ রমণীগণের প্রতি অবজ্ঞাবশত গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ

* Thyrsus...আইভি ও দ্রাক্ষালতায় আচ্ছাদিত যষ্টিবিশেষ; ইহা ডায়োনীসস্-পূজার একটি উপকরণ।...অনুবাদক।

করিবে। রমণীগণ তখন নদী পার হইতে আরম্ভ করে; শত্রুগণও অবতরণ করিয়া নদীতীরে আসিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে। রমণীগণ ইহাতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে থাকে, বাহ্লীকগণ নদীতীর পর্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। তখন ডায়োনীসস্ পুরুষদিগকে লইয়া তাহাদিগের সাহায্যার্থ উপস্থিত হন, নদীর জন্য বাহ্লীকগণ (যুদ্ধে) বাধা প্রাপ্ত হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে সংহার করিয়া নিরাপদে নদী উত্তীর্ণ হন।]

৫৮তম অংশ

পলিয়েনস্

(Polyaen, Strateg. 1. 3. 4.)

হার্কু্যলিস ও পাণ্ড্যরাজ্য।

হীরাক্লীস ভারতবর্ষে একটী কন্যা লাভ করেন, তাঁহার নাম পাণ্ড্যা (pandaia = পাণ্ডবী?)। তিনি তাঁহাকে ভারতের দক্ষিণ-ভাগে সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রদেশ দান করেন, তাঁহার প্রজাদিগের ৩৬৫টী গ্রামে স্থাপিত করেন, এবং এই নিয়ম করেন যে প্রতিদিন এক একটী গ্রাম রাজকোষে রাজস্বপ্রদান করিবে, অভিপ্রায় এই যে, যদি কেহ কখনও করপ্রদান না করে, তবে তাহাকে শাসন করিবার জন্য, যাহারা কর প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকে রাণী সহায়রূপে প্রাপ্ত হইবেন।

———

[এলিয়ান্ রচিত প্রাণী বৃত্তান্তের ১৬শ অধ্যায়ের (২—২২) অনেক স্থল মেগাস্থেনীস্ হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। যদিও নিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা এই অনুমান সন্দেহমুক্ত করা যায় না, তথাপি নানা কারণে ইহা কিয়ৎপরিমাণে সত্যাশ্রিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। প্রথমত, গ্রন্থকার ভারতের অভ্যন্তরভাগ সুন্দররূপে অবগত আছেন,

দ্বিতীয়ত, তিনি বারংবার প্রাচ্যজাতি ও ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপর, ইহার মধ্যভাগের কতিপয় অধ্যায় (১৩শ অংশ। খ, ১৫শ অংশ। খ।) মেগাস্থেনীস্ হইতে উদ্ধৃত, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব এই অনিশ্চিতভার অবস্থায় উক্ত সমগ্র স্থলই মেগাস্থেনীস্ প্রণীত গ্রন্থের অংশগুলির শেষে মুদ্রিত হইল। —শোয়ানবেক]।

৫৯তম অংশ

এলিয়ান্।

(Ælian, Hist, Anim, XVI. 2—22.)

ভারতবর্ষের ইতর জন্তু।

(২) আমি অবগত হইলাম যে ভারতবর্ষে শুকপক্ষী (parrots) আছে। আমি যদিও পূর্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি, তথাপি তখন এ সম্বন্ধে যাহা বলি নাই, তাহা বলিবার এই উপযুক্ত সময় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। শুনিয়াছি যে শুকপক্ষী তিন জাতীয়। শিশুদিগের ন্যায় শিক্ষা দিলে সমুদায়গুলি বাক্‌পটু হয় ও মনুষ্যের স্বরে কথা বলে। কিন্তু তাহারা বনে পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করে, সুস্পষ্ট ও সুললিত শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং শিক্ষাবিহীন বলিয়া বাক্‌পটু হয় না। ভারতবর্ষে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ময়ূর ও ঈষৎ সবুজবর্ণ পার্বত্যপারাবত (rock-pigeons) জন্মে। যে ব্যক্তি শকুনিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহে, সে প্রথমে দেখিয়া ইহাকে পারাবত মনে না করিয়া শুকপক্ষী মনে করিবে। চঞ্চু ও পদদ্বয়ের বর্ণে ইহা গ্রীসদেশীয় তিত্তিরপক্ষীর মত। এ দেশে কুক্কুটও আছে, সেগুলি অত্যন্ত বৃহৎ, তাহাদিগের শিখা অন্যান্য স্থানের, অন্তত আমাদিগের দেশের কুক্কুটশিখার ন্যায় রক্তবর্ণ নহে, কিন্তু উহা কুসুমকিরীটের মত বিচিত্রবর্ণ। আবার, তাহাদিগের পুচ্ছের

পালক কুঞ্চিত কিংবা চক্রাকারে আবর্তিত নহে, কিন্তু উহা প্রশস্ত, পুচ্ছ সরল কিংবা উচ্চ না করিলে ময়ূর যেমন উহা ভূমিস্পৃষ্ঠ করিয়া বহন করে, এই কুক্কুটও সেইরূপ করিয়া থাকে। এই ভারতীয় কুক্কুটের পালক সুবর্ণবর্ণ, মরকতের ন্যায় উজ্জ্বল নীলবর্ণও বটে।

[৩] ভারতবর্ষে আরও একপ্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়। এই পক্ষী আকারে অপ্সর বা ভরত পক্ষীর (starling) ন্যায় ও বিচিত্রবর্ণ, এবং শিক্ষা দিলে মনুষ্যের মত শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে। ইহা শুকপক্ষী অপেক্ষাও বাক্‌পটু ও অধিকতর চতুরস্বভাব। ইহা মনুষ্যের নিকট হইতে আহার প্রাপ্ত হইয়া কিছুমাত্র সুখ অনুভব করে না, কিন্তু ইহা স্বাধীনতার জন্য এমন আকুল, ও সঙ্গীদের সহিত সঙ্গীত করিবার জন্য এত যে লালায়িত, যে (রসাল) খাদ্যসহ দাসত্ব অপেক্ষা অনশনই শ্রেয়ঃ মনে করে। যে সকল মাকেদনীয়েরা ভারতবর্ষে বৌকেফালস নগর ও পার্শ্ববর্তী স্থানে, কুরুপুরী (Kurupolis) নামক নগরে ও ফিলিপতনয় সেকেন্দরস্থাপিত অন্যান্য নগরে বাস করে, তাহারা ইহাকে কাকাতুয়া (Kerkeon) কহে ইহা পানি-কৌরের [water-ousel] ন্যায় পুচ্ছ সঞ্চালন করে, তাহা হইতেই বোধ হয় এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৪) আমি আরও অবগত হইলাম যে ভারতবর্ষে কীল (Kelas) নামক পক্ষী আছে, উহা আয়তনে bustard (উটপক্ষীজাতীয় পক্ষীবিশেষ) এর তিনগুণ ; উহার চঞ্চু অত্যাশ্চর্য দীর্ঘ হইয়া থাকে, পদদ্বয়ও দীর্ঘ। ইহার গলদেশে চর্মের থলিয়ার মত প্রকাণ্ড থলিয়া আছে। ইহার রব অতিশয় কর্কশ। ইহার কোমল পালকগুলি পাংশুবর্ণ, কিন্তু পক্ষীগুলি অগ্রভাগে ঈষৎ পীতবর্ণ। (কীল পক্ষী বোধ হয় হাড়গিলা।—অনুবাদক)।

(৫) আমি ইহাও শুনিয়াছি যে ভারতবর্ষে শ্বেতকণ্ঠ (Epopa) আকারে আমাদিগের দেশের এই পক্ষীর দ্বিগুণ, এবং দেখিতেও সুদৃশ্যতর। হোমর বলেন যে গ্রীক রাজার যেমন অশ্বের বল্গায় ও

সজ্জায় আনন্দ, ভারতবর্ষের রাজার তেমনি এই শ্বেতকণ্ঠে আনন্দ। তিনি ইহা হস্তে স্থাপন করিয়া বিচরণ করেন; ইহার সহিত ক্রীড়া করেন; বিস্মৃত ভাবে এই পক্ষীর উজ্জ্বল বর্ণ ও প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। এজন্য ব্রাহ্মণগণ এই পক্ষীসম্বন্ধে একটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন; তাঁহাদিগের রচিত সেই উপাখ্যানটি এই—ভারতবর্ষে এক রাজার একটি পুত্র জন্মে। তাহার কয়েকটি ভ্রাতা ছিল, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহারা ইহাকে কনিষ্ঠ বলিয়া ঘৃণা করিত। তাহারা পিতা মাতাকেও বিদ্রূপ করিত, এবং বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিত। ইহাদিগের সহিত বাস করিতে না পারিয়া, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও বালক এই তিনজন গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা ও রাণী অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বালকটী তাঁহাদিগের প্রতি অল্প সম্মান প্রদর্শন করে নাই, সে তরবারিদ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া আপনার দেহে তাঁহাদিগকে প্রোথিত করে। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে তখন যে, তখন সবদর্শী সূর্য পিতা মাতার প্রতি এই বালকের নিরতিশয় ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অতি সুন্দর ও দীর্ঘজীবী পক্ষীতে পরিণত করেন। এজন্য পলায়নকালে তৎকৃতকর্মের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহার মস্তকে শিখা জন্মে। আথেন্সবাসীরাও শিখাধারী ভরদ্বাজপক্ষী সম্বন্ধে এইরূপ একটি অদ্ভুত উপাখ্যান রচনা করিয়াছে। আমার বোধ হয়, বিদ্রূপাত্মক নাট্যকার অরিষ্টফানীস্ তাঁহার "বিহঙ্গম" নামক নাটকে এই উপাখ্যানের অনুসরণ করিয়াছেন—

"কারণ, তুমি তখন অজ্ঞ ছিলে, সর্বদা কর্মব্যস্ত ছিলে না, এবং সর্বদা ঈসপের কথামালাও ঘাঁটিতে না। ঈসপ শিখাধারী ভরদ্বাজপক্ষীর বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, পক্ষীজাতির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করে;—তখন পৃথিবী অবধি সৃষ্ট হয় নাই। কালক্রমে ইহার পিতা পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন; তখন

পৃথিবী ছিল না, সুতরাং পঞ্চম দিন পর্যন্ত শব পড়িয়া থাকে, সে নিরুপায় হইয়া ও গত্যন্তরে না দেখিয়া স্বীয় মস্তকে পিতাকে সমাহিত করে।”

সুতরাং বোধ হয়, এই উপাখ্যান অপর এক পক্ষী সম্বন্ধীয় হইলেও ভারতবাসীদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে গ্রীসদেশে প্রচারিত হইয়াছে। কারণ, ব্রাহ্মণগণ বলেন যে ভারতীয় শ্বেত-কণ্ঠ যখন মনুষ্যরূপে শৈশবকালে পিতা মাতার প্রতি এই রূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, তদবধি অপরিমেয় কাল অতীত হইয়াছে।

(৬) ভারতবর্ষে একপ্রকার জন্তু আছে, উহা দেখিতে স্থল-কুম্ভীরের (কৃকলাশ?) মত, এবং আকারে মাল্‌টাদ্বীপের ক্ষুদ্র কুক্কুরের ন্যায় ইহার দেহ শল্কে আবৃত, উহা এমন কর্কশ ও ঘন-নিবিষ্ট যে ভারতবাসীয়েরা উহা দ্বারা উখার কর্ম নির্বাহ করে। ইহা পিত্তল ভেদ করে ও লৌহ জীর্ণ করিয়া থাকে। তাহারা ইহাকে ফট্টগীস্ [phattages] কহে।

* * * * *

(৮) ভারতীয় সমুদ্রে সামুদ্রিক সর্প জন্মে, উহার লেজ প্রশস্ত। হ্রদেও অতিশয় বৃহৎ সর্প জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সামুদ্রিক সর্পগুলির দংশন যত তীব্র তত বিষাক্ত নহে।

(৯) ভারতবর্ষে যুথে যুথে বন্য অশ্ব ও ও গর্দভ বিচরণ করে। শুনা যায় যে তথায় ঘোটকী গর্দভের সহিত মিলিত হয়; এই মিলন তাহার বিলক্ষণ মনঃপুত; ইহা হইতে অশ্বতর উপৎন্ন হয়; উহার বর্ণ রক্তাভ; উহা অত্যন্ত দ্রুতগামী, কিন্তু সহজে বশীভূত হয় না ও অতিশয় অশান্ত। জনশ্রুতি এই যে লোকে পায়ে ফাঁদ লাগাইয়া অশ্বতরদিগকে ধৃত করে ও প্রাচ্যদেশের রাজার নিকটে লইয়া যায়। দুই বৎসর বয়সে ধৃত হইলে ইহারা পোষ মানে; কিন্তু অধিকতর বয়সে ধৃত হইলে তীক্ষ্ণদন্ত, মাংসাশী জন্তুর সহিত ইহাদির কোনও প্রভেদ থাকে না।

[ইহার পরে ১৩শ অংশ খ।]

(১১) ভারতবর্ষে একপ্রকার তৃণভোজী জন্তু আছে, উহা আকারে অশ্বের দ্বিগুণ, উহার কেশবহুল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ আছে। এই কেশ মনুষ্যের কেশ অপেক্ষাও মসৃণ, ভারতবর্ষীয় রমণীগণের নিকট ইহা অতিশয় আদরণীয়। কারণ, তাহারা স্বীয় স্বীয় স্বভাবজাত কেশ-গুচ্ছের সহিত এই কেশ জড়াইয়া শোভনা বেণী বন্ধন করে। প্রত্যেকটি কেশ দুই হস্ত দীর্ঘ, এবং একটি মূল হইতে ঝালরের মত ত্রিশটি কেশ উৎপন্ন হয়। সমুদায় জন্তুর মধ্যে এই সর্বাপেক্ষা ভীরু, কারণ যদি ইহা টের পায় যে কেহ ইহাকে দেখিতেছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ইহার পলায়নের জন্য ব্যগ্রতা যত অধিক, পদের দ্রুতগমন শক্তি তত অধিক নহে। অশ্ব ও দ্রুতগামী কুকুরের সাহায্যে ইহাকে শিকার করা হইয়া থাকে। এই জন্তু যখন দেখিতে পায় যে তাহার ধৃত হইতে আর বিলম্ব নাই, তখন কোনও ঝোঁপে লাঙ্গুল লুকাইয়া শিকারিগণের অভিমুখী হইয়া জীবন মরণপণ করিয়া দণ্ডায়মান হয় ও তাহাদিগকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে, তখন ইহার অন্তঃকরণে কিয়ৎ পরিমাণে সাহসেরও সঞ্চার হয়, এবং সে ভাবে যে যখন লাঙ্গুল দৃষ্ট হইতেছে না, তখন আর ইহার ধৃত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই; কারণ সে জানে যে ইহার লাঙ্গুলই চিত্তা-কর্ষক। কিন্তু সে অবশ্যই জানিতে পারে যে ইহা তাহার ভ্রম, কারণ যে কেহ বিষাক্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে আহত করে, ও পরে ইহার চর্ম উৎপাদন করে (যেহেতু, ইহার চর্মই মূল্যবান্), ও মৃতদেহ ফেলিয়া দেয়, কারণ, ভারতবর্ষীয়েরা ইহার মাংস কোন কার্যেই ব্যবহার করে না।

(২) অধিকন্তু ভারতীয় সমুদ্রে তিমি মাছ আছে, উহা আয়তনে বৃহত্তম হস্তীর পাঁচ গুণ। এই অতিকায় জন্তুর এক একটি পঞ্জর ২০ হাত ও ইহার ওষ্ঠ ১৫ হাত হইয়া থাকে, কান্কোর নিকটের পাখ্নাগুলি সাত হাত প্রশস্ত। ঐ সমুদ্রে kerukes নামক শঙ্খ

জন্মে; উহা এক গ্যালন পরিমিত পাত্রে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে; purple-fish নামক এক প্রকার কঠিনদেহ মৎস্যও তথায় উৎপন্ন হয়, উহার আবরণে পরিপূর্ণ এক গ্যালন হয়। কিন্তু ভারত-বর্ষে অনেক মৎস্যই বিশালদেহ, বিশেষত সামুদ্রিক বৃক, amiai ও স্বর্ণভ্রূ। আরও শুনিয়াছি যে যে সময়ে নদীগুলি স্ফীত হয় ও উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল হইয়া সমুদায় দেশ প্লাবিত করে, তখন মৎস্যগুলি ক্ষেত্রে নীত হইয়া অগভীর জলে সন্তরণ ও ইতস্তত বিচরণ করে। যে বারিপাতনিবন্ধন নদীবক্ষঃ স্ফীত হয় তাহা যখন থামিয়া যায়, এবং জলধারা সরিয়া যাইয়া আবার যখন পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন নিম্ন ও সমতল জলাভূমিতে —নব নামে অবিহিতা দেবীদিগের এইরূপ ভূমিতেই রম্য বাসস্থান— আটহাতদীর্ঘ মৎস্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহারা তখন জলোপরি দুর্বলভাবে সন্তরণ করিতে থাকে, সুতরাং কৃষকেরা নিজেরাই তাহা-দিগকে ধরে; কারণ, তথায় জল এমন গভীর নহে যে উহাতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে; প্রত্যুত উহা এত অল্প যে তাহারা কোন প্রকারে উহাতে বাঁচিয়া থাকে।

(১৩) নিম্নলিখিত মৎস্যগুলিও ভারতবর্ষের নিজস্ব—এদেশে prickly roaches (batides), জন্মে, উহা আর্গলিসের বিষধর সর্প (asps) অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নহে, আর তথায় চিঙ্গড়ীমাছ (shrimps) কর্কট অপেক্ষাও বড়। ইহারা সমুদ্র হইতে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করে, ইহাদিগের নখর অত্যন্ত বৃহৎ, উহা স্পর্শ করিলে বন্ধুর বোধ হয়। আমি অবগত হইলাম যে যে সকল চিঙ্গড়ী পারস্যোপসাগর হইতে সিন্ধুনদে প্রবেশ করে, তাহাদিগের কণ্টকগুলি মসৃণ এবং শুঁয়াগুলি দীর্ঘ ও কুঞ্চিত, কিন্তু ইহাদিগের নখ নাই।

(১৪) ভারতবর্ষে কচ্ছপ নদীতে বাস করে, উহা অতি বিশাল-দেহ, উহার খোলা পূর্ণায়তন ডিঙ্গী-নৌকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে,

উহাতে ১২০ গ্যালন জল ধরে। তথায় স্থলচর কচ্ছপও আছে। উহা খুব প্রকাণ্ড মৃত্তিকার তালের ন্যায় বৃহৎ। যে উর্বর ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম, তথায় কর্ষণের সময় হল গভীর মৃত্তিকায় প্রবেশ করে ও অক্লেশে সীতা খনন করিয়া বড় বড় তাল উৎখাত করে,—আমি এইরূপ তালের কথা বলিতেছি। শুনা যায় যে ইহা খোলা পরিবর্তন করে। কৃষকগণ ও অপরাপর যাহারা ক্ষেত্রে কর্ম করে, তাহারা নিড়ানী দ্বারা কচ্ছপগুলি উঠাইয়া ফেলে, কাষ্ঠকীট তরুদেহে প্রবেশ করিলে তাহাকে যেমন বাহির করা হয় কচ্ছপ-গুলিকেও সেইরূপ বাহির করা হয়। তাহাদিগের মাংস স্বাদু ও ও তৈলাক্ত, উহা সামুদ্রিক কচ্ছপের মত উগ্র-স্বাদ নহে।

(১৫) যেমন আমাদের দেশে, তেমনি তথায় বুদ্ধিমান জন্তুও আছে, তবে এ দেশে উহা ভারতবর্ষের ন্যায় প্রচুর নহে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প। সে দেশে এই লক্ষণাক্রান্ত হস্তী, শুকপক্ষী, বানর ও সাটির (satyr) নামক জন্তু আছে। ভারতবর্ষীয় পিপীলিকাও বুদ্ধিমান্ অবশ্য, আমাদের দেশের পিপীলিকারাও আপনাদিগের জন্য মৃত্তিকায় নিম্নে গর্ত ও বিবর খনন করে, মৃত্তিকা ভেদ করিয়া লুকাইবার উপ-যোগী গুপ্ত গহ্বর প্রস্তুত করে, এবং যে কার্যকে লোকে আকরখনন বলে, ও যাহা অকথ্য শ্রমসাধ্য ও গোপনে সম্পাদ্য, তাহাতে স্বীয়-শক্তি ক্ষয় করে। কিন্তু ভারতীয় পিপীলিকারা তাহাদিগের জন্য শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহ নির্মাণ করে; সেগুলি, অতি সহজেই জলপ্লাবিত হইতে পারে, এমন ঢালু ও সমতল ভূমিতে স্থাপিত নহে, কিন্তু উচ্চ ও দুরারোহ স্থানে অবস্থিত। তাহারা অবর্ণনীয় নিপুণতার সহিত এই স্থান খনন করিয়া উহাতে ঈজিপ্টের সমাধি-প্রকোষ্ঠ কিংবা ক্রীটের গোলক-ধাঁধার ন্যায় কতকগুলি আঁকাবাঁকা পথ নির্মাণ করে, উহাতে গৃহগুলি এমতভাবে স্থাপিত হয় যে একটি শ্রেণীও সরল থাকে না, সুতরাং পথ ও গর্তগুলি এমনই বাঁকা ও জটিল হয়, যে কিছুই সহজে গৃহগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট কিংবা প্রবাহিত হইতে

পারে না। বাহিরে প্রবেশের জন্য কেবল একটি মাত্র দ্বারা থাকে, তাহারা উহার সাহায্যে যাতায়াত, ও সংগৃহীত শস্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে। নদীজলস্ফীতি ও বন্যা হইতে বাঁচিবার অভিপ্রায়েই তাহারা এইরূপ উচ্চ ভূমিতে গৃহ নির্মাণ করে ; এবং স্বীয় বুদ্ধি হইতে তাহারা এই ফল লাভ করে যে যখন ইহার চতুর্দিকে সমুদায় স্থান হ্রদের আকার ধারণ করে তখন তাহারা যেন রক্ষি-স্তম্ভ কিংবা দ্বীপে বাস করে। অধিকন্তু, এই প্রাকারগুলি যদিও পরস্পরের নিকটে স্থাপিত, তথাপি তাহারা জলপ্লাবনে শিথিল কিংবা ভগ্ন হওয়া দূরে থাকুক, উহাতে আরও দৃঢ়ীভূত হয়, বিশেষত উষার শিশিরে এগুলি দৃঢ়তা লাভ করে। কারণ, বলিতে গেলে, এই শিশির হইতে প্রাকারগুলির উপর পাতলা অথচ শক্ত বরফের আচ্ছাদন স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে নদীস্রোতে পলির সহিত যে লতাগুল্ম বৃক্ষত্বকাদি আনীত হয়, তাহাতে এগুলির তলদেশও ব্রঢিষ্ঠ হইয়া থাকে। ভারতীয় পিপীলিকা সম্বন্ধে বহুকাল পূর্বে যোবাস (Jobas) এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন, আমিও এই পর্যন্ত বলিলাম।

(১৬) ভারতীয় আর্যান (Areianoi) দিগের দেশে ভূপৃষ্ঠের নিম্নে একটি গহ্বর আছে। উহাতে রহস্যময় প্রকোষ্ঠ, গুপ্ত পথ ও মানবের অদৃশ্য বিচরণস্থান আছে। এগুলি আবার গভীর ও বহুদূর বিস্তৃত। এগুলি কিরূপে উৎপন্ন হইল, কিরূপেই বা খনিত হইল, ভারতবর্ষীয়েরা তাহা বলে না। আমিও তাহা জানিবার জন্য উৎসুক নহি। এখানে তাহারা ত্রিশ হাজারেরও অধিক বিভিন্ন প্রকারের পশু—মেষ, ছাগ, বৃষ ও অশ্ব—আনয়ন করে। যে কেহ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, কিংবা আকাশবাণী শুনিয়াছে, কিংবা ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কিছু শুনিতে পাইয়াছে, কিংবা অমঙ্গলসূচক পক্ষী দেখিয়াছে, সেই স্বীয় প্রাণের বিনিময়ে আপনার শক্তির অনুরূপ একটি পশু গহ্বরে নিক্ষেপ করে ; সে তাহার আত্মার জীবন রক্ষার জন্য পশুটিকে নিষ্ক্রিয় স্বরূপ প্রদান করে। বলির পশুগুলি শৃঙ্খলা-

বদ্ধ হইয়া আনীত হয় না, কিংবা তাহাদিগের প্রতি অন্যরূপেও বলপ্রয়োগ করা হয় না; কিন্তু তাহারা স্বেচ্ছামতেই এই পথে গমন করে; যেন তাহারা কোনও অচিন্ত্যনীয় মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া অগ্রসর হয়। তাহারা গহ্বরমুখে দণ্ডায়মান হইয়াই স্বেচ্ছায় লাফাইয়া পড়ে; এবং যেই এই রহস্য-পূর্ণ অদৃশ্য পৃথিবীগহ্বরে পতিত হয়, অমনি চিরদিনের তরে লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু উপর হইতে বৃষ ও অশ্বের গর্জন, এবং মেষ ও ছাগলের ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যায়। এবং যদি কেহ গহ্বরের প্রান্তে যাইয়া উহাতে কর্ণ সংলগ্ন করে, তাহা হইলে দূর হইতে ঐ সকল রব শুনিতে পায়। কখনও এই বিমিশ্র রবের বিরাম হয় না; কারণ, প্রতিদিনই লোকে নিষ্ক্রিয়স্বরূপ পশু আনয়ন করে। যে সকল পশু শেষে উৎসর্গীকৃত হয়, কেবল তাহাদিগেরই রব শ্রুত হয়, না যাহারা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগেরও রব শুনা যায়, তাহা আমি অবগত নহি; পশুর রব শুনা যায়, আমি কেবল ইহাই জানি।

(১৭) শুনা যায় যে পূর্বোক্ত সমুদ্রে একটি বৃহৎ দ্বীপ আছে; আমি শুনিয়াছি, তাহার নাম তাম্রপর্ণী। আমি অবগত হইলাম, এই দ্বীপ দীর্ঘ ও পর্বতময়; ইহার দৈর্ঘ্য ৭০০০ স্টাডিয়ম্ ও বিস্তার ৫০০০ স্টাডিয়ম্। এবং ইহাতে কোনও নগর নাই, কিন্তু কেবল গ্রাম আছে; উহার সংখ্যা ৭৫০। অধিবাসিগণ যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা কাষ্ঠ নির্মিত; এবং সময়ে সময়ে তৃণনির্মিত। এই সমুদ্রে এমন বৃহদাকার কচ্ছপ জন্মে যে তাহার খোলা গৃহের ছাদের কার্য করে। কারণ, এক একটী খোলা ১৫ হাত দীর্ঘ; উহার নীচে অনেক লোকের স্থান হয়, এবং উহা তাহাদিগকে অগ্নিতুল্য সূর্যোত্তাপে আশ্রয় ও মনোরম ছায়া দান করে। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, ইহা তাহাদিগকে প্রচণ্ড বর্ষাপাত হইতেও রক্ষা করে; কারণ, ইহা ইষ্টক অপেক্ষা অধিক দৃঢ়, ইহার উপরে বারিপাত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ গড়াইয়া পড়ে, এবং যাহারা নিম্নে বাস করে, তাহারা ছাদের উপর

বৃষ্টিধারার মত ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনিতে পায়। অন্তত, ইষ্টক ভগ্ন হইলে যেমন গৃহ পরিবর্তন করিতে হয় ইহাদিগকে সেইরূপ করিতে হয় না, কেন না, এই খোলা কঠিন, এবং বক্রোদর প্রস্তর ও স্বাভাবিক গুহার উত্তান ছাদের মত।

(১৮) এখন, মহাসাগরস্থিত, তাম্রপর্ণী নামক এই দ্বীপে তালবন আছে। উপবনরক্ষীরা যেমন মনোরম স্থানে ছায়াপ্রদ বৃক্ষগুলি রোপণ করে, তালবৃক্ষগুলিও সেই প্রকার অত্যাশ্চর্য শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিত। এখানে বহুসংখ্যক হস্তিযুথও আছে, হস্তীগুলি অতি বিশাল দেহ। এই দ্বীপের হস্তী ভারতবর্ষের হস্তী অপেক্ষা বলে শ্রেষ্ঠ ও আকারেও বৃহৎ, এবং তাহারা সর্ববিষয়েই অধিকতর বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। দ্বীপবাসীরা বড় বড় নৌকায় ভারতবর্ষে হস্তী প্রেরণ করে, নৌকাগুলি এই অভিপ্রায়েই নির্মিত, আর, আমার মনে হয়, এই দ্বীপেও প্রচুর কাষ্ঠ আছে। তাহারা সাগর পার হইয়া কলিঙ্গরাজের নিকট হস্তীগুলি বিক্রয় করে। দ্বীপটি অত্যন্ত বৃহৎ, এজন্য যাহারা উহার অভ্যন্তরে বাস করে, তাহারা কখনও সমুদ্র দর্শন করে নাই, কিন্তু মহাদেশবাসী-দিগের ন্যায় জীবন যাপন করে, যদিও তাহারা নিশ্চয়ই অপরের মুখে শুনিতে পায় যে, সমুদ্র তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আবার যাহারা সমুদ্রতীরে বাস করে তাহারা হস্তি-শিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহারা কেবল জনশ্রুতি হইতে এ বিষয় অবগত হইয়া থাকে। তাহাদিগের শক্তি শুধু মৎস্য ও বড় বড় জলজন্তু ধরিতেই নিয়োজিত হয়। কারণ, শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে সমুদ্র এই দ্বীপকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে অগণিতসংখ্যক মৎস্য ও বিশাল জলজন্তু উৎপন্ন হয়। জলজন্তুগুলির কোন কোনটির মস্তক সিংহ, চিতাবাঘ ও অন্যান্য বন্য পশুর মত, কোন কোনটির মস্তক মেষের মত, আবার আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন কোন জন্তুর আকৃতি সর্ববিষয়েই সাটিরের ন্যায়। কোনটি দেখিতে রমণীর মত,

কিন্তু তাহাদিগের মস্তকে কেশের পরিবর্তে কণ্টক দৃষ্ট হয়। অনেকে এমতও বলিয়া থাকেন যে কোন কোন জন্তুর আকার এমম অদ্ভুত যে সে দেশীয় চিত্রকরেরা যদি বিভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মিলিত করিয়া কিম্ভূতকিমাকার জন্তু সৃষ্টি করে, তথাপি উহা যথাযথ-রূপে মিলিত করিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবে না। ইহাদিগের দীর্ঘ লাঙ্গুল ও কুঞ্চিত দেহভাগ, এবং পদের পরিবর্তে নখর কিংবা ডানা আছে। আমি আরও অবগত হইলাম যে ইহারা উভচর, এবং রাত্রিকালে মাঠে চরিয়া বেড়ায়, কারণ, ইহারা গবাদি পশু ও বীজগ্রাহী পক্ষীর ন্যায় তৃণ ভোজন করে। তাহারা (পক্ক ও) পতনোন্মুখ খর্জুর খাইতেও ভালবাসে, এজন্য তাহারা স্বীয় দীর্ঘ ও ননীয় কুণ্ডলী দ্বারা বৃক্ষ জড়াইয়া এমন জোরে উহা কম্পিত করিতে থাকে যে খর্জুরগুলি পড়িয়া যায় এবং তাহারা উহা ভোজন করে। তৎপর, রাত্রি যখন অবসান হইতে থাকে, কিন্তু দিবালোকে যখন সুস্পষ্ট হয় নাই, তখন, উষার রক্তিমাভা পূর্বাকাশকে ঈষৎ আলোকিত করিবার পূর্বেই, তাহারা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অন্তর্হিত হয়। শুনা যায় যে এই সমুদ্রে অনেক তিমি আছে, কিন্তু এ কথা সত্য নহে যে তাহারা thynnos নামক মৎস্যের প্রত্যাশায় তীরের নিকটে আগমন করে। জনশ্রুতি এই যে শুশুকগুলি দুই জাতীয়, এক জাতি হিংস্র, তীক্ষ্ণদন্ত, ও ধীবরগণের প্রতি একান্ত নির্দয়, অপর জাতি স্বভাবত নিরীহ শান্ত, এগুলি উৎফুল্লচিত্তে সন্তরণ করে, এবং একেবারে সোহাগী কুকুরের মত, কেহ আদর করিলে পলায়ন করে না, এবং আহার প্রদান করিলে আনন্দে গ্রহণ করে।

(১৯) সামুদ্রিক শশক—আমি মহাসমুদ্রের শশকের কথা বলিতেছি (কারণ যেগুলি অন্য সমুদ্রে বাস করে, তাহাদিগের বর্ণনা আমি পূর্বেই করিয়াছি)—রোম ভিন্ন আর সমস্ত বিষয়েই স্থলচর শশকের মত। যে শশক স্থলে বাস করে, তাহার নরম লোম অতি কোমল, স্পর্শ করিলে উহা কর্কশ বোধ হয় না,

কিন্তু সামুদ্রিক শশকের লোম খাড়া ও কণ্টকিত, যদি কেহ ইহা স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার ক্ষত হয়। শুনা যায় যে ইহা সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গপৃষ্ঠে সন্তরণ করে, কখনও গভীর জলে প্রবেশ করে না, ইহা অতি দ্রুত সন্তরণ করিতে পারে। ইহাকে জীবিতাবস্থায় ধরা সহজ নহে, তাহার কারণ এই যে ইহা কখনও জালে আবদ্ধ হয় না, এবং ছিপ ও বড়শীর লোভনীয় খাদ্যের নিকটে গমন করে না, কিন্তু এই শশক যখন পীড়িত হয় এবং তজ্জন্য স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করিতে পারে না, তখন তীরে উৎক্ষিপ্ত হয়, তখন যদি কেহ ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, তবে, তৎক্ষণাৎ শুশ্রূষা না হইলে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, এমন কি যদি কেহ যষ্টি দ্বারাও এই মৃত শশক স্পর্শ করে, তবে তক্ষক স্পর্শ করিলে যেমন হইয়া থাকে তাহার সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়। কিন্তু শুনা যায় যে এই দ্বীপে মহাসাগরের উপকূলে এক প্রকার মূল জন্মে, উহা এরূপ স্থলে মূর্চ্ছার ঔষধ। মূর্চ্ছিত ব্যক্তির নাসিকার নিকট উহা ধরিলে সে সংজ্ঞালাভ করে। কিন্তু এই প্রতিকার অভাব হইলে সে ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে;—এই শশকের অনিষ্ট করিবার শক্তি এতই অধিক।

[অতঃপর ১৫শ অংশ। খ।]

(২২) কিরাত (Skiratae) নামে এক জাতি আছে, ভারতবর্ষের বাহিরে তাহাদিগের বাস। তাহাদের নাসিকা খর্ব, তাহার কারণ এই যে জন্মের পর হইতেই ইহাদিগের নাসিকা চাপিয়া রাখা হয়, এবং আজীবন উহা ঐরূপ থাকে, অথবা, উহা স্বভাবতই এই প্রকার। সে দেশে অতি বিশাল অজগর জন্মে, ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতীয় অজগর গো মেষ ধরিয়া উদরসাৎ করে, কোন কোন জাতীয় অজগর গ্রীসদেশীয় ছাগস্তন (aighitelai) নামক সর্পের ন্যায় রক্ত পান করে। শেষোক্ত জন্তুর কথা আমি পূর্বেই যথাস্থানে বলিয়াছি।

—:০:—

প্রথম পরিশিষ্ট

গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(কতিপয় অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।)

অনক্সিমন্দার (Anaximander)—গ্রীক দার্শনিক। ইনি মিলীটস নগরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং আয়োনিক গ্রীক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা থালীসের শিষ্য ছিলেন। (খৃঃ পূঃ ৬১০—৫৪৭।)

অনীসিক্রিটস (Onesicritos)—ঈজিনা নিবাসী. সীনিকসম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক। ইনি সেকেন্দর সাহার অভিযানকালে তৎকর্তৃক হিন্দুসন্ন্যাসীদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং পরে সেকেন্দরের জীবনচরিত প্রণয়ন করেন; উহা অলৌকিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য।

অমিত্রঘাত—অপর নাম বিন্দুসার। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও মগধের সম্রাট্।

অরিজেন (Origen)—এই মহাত্মা স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজে পিতা (Father) বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছেন। ইনি ১৮৫ খ্রীস্টাব্দে আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে ভূমিষ্ঠ হন এবং কালক্রমে আপনার আলোক-সামান্য প্রতিভাবলে, ন্যায়, গণিত, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যায় গভীর জ্ঞানলাভ করিয়া অবিনশ্বর কীর্তি লাভ করেন। ইঁহার সাহিত্য-সেবার মধ্যে হিব্রু ভাষায় লিখিত পুরাতন বাইবেল ও তাহার গ্রীক অনুবাদের সম্পাদন সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ২৫৪ খ্রীস্টাব্দে টায়র নগরে ইঁহার জীবনলীলার অবসান হয়।

অরিস্টফানীস (Aristophanes)—অদ্বিতীয় গ্রীক ব্যঙ্গকবি (খ্রীঃ পূঃ ৪৪৪—৩৮০।)

অরিস্টব্যুলস (Arisrobulus)—ইনি সেকেন্দরের সহিত এসিয়াজয়ে উপস্থিত ছিলেন, এবং পরে তাঁহার জীবনী প্রণয়ন করেন। আরিয়ান প্রধানত এই জীবনী অবলম্বন করিয়াই সেকেন্দরের অভিযান নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

আসাথার্কিডীস (Asatharcides)—ক্লিডসনিবাসী গ্রীক ভৌগোলিক। ইনি গ্রীক ভাষায় ভূগোল বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী)

আগ্রিপা (M. Vipsanius Agrippa)—ইনি খ্রীঃ পূঃ ৬৩ সনে একটি

নগণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট্ অগাষ্টাস সীজার বাল্যকালে ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। জুলিয়াস সীজারের হত্যার পর যে অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হয় তাহাতে ইনি অগাষ্টাসের সহায়তা করেন; প্রধানত তাঁহার সাহায্যেই অগাষ্টাস্ জয়লাভ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। ইনি খ্রীঃ পূঃ ২৮ সনে অগষ্টাসের কন্যা জুলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন এবং ১২ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আন্টিগোনস্ (Antigonus—সেকেন্দর সাহার সেনাপতি ও এসিয়ার পশ্চিমস্থ কতিপয় প্রদেশের রাজা। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ সনে সেকেন্দরের মৃত্যু হইলে সেলিযুকস্, টলেমী প্রভৃতি সেনাপতিগণ তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লন, কিন্তু ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে বিষম অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হয়। বহু জয় পরাজয়ের পরে আন্টিগোনস রাজোপাধি গ্রহণ করেন; এবং পরিশেষে ইপ্‌সসের যুদ্ধে লাইসিমখস কর্তৃক পরাজিত হইয়া ৮১ বৎসর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন। (খ্রীঃ পূঃ ৩৮২—৩০১।)

আন্টিগোনাস—কারিষ্টাসবাসী ঐতিহাসিক। ইঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে কেবল একখানি বর্তমান আছে। (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী।)

আণ্ড্রস্থেনীস (Androsthenes)—সেকেন্দরের অন্যতম সেনাপতি। ইনি ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

আথিনেয়স (Athenaeus)—সুবিজ্ঞ গ্রীক বৈয়াকরণ। ইনি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বসতি করিতেন। ইকি 'বিদ্বজ্জনের ভোজ' (Deipnosophistae) নামক বিবিধ আখ্যাপূর্ণ ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণের উক্তি সম্বলিত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

আপলডোরস (Apollodorus)—ইনি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে আথেন্স নগরে বাস করিতেন। ইঁহার Bibliotheca নামক গ্রন্থে গ্রীক দেবদেবীগণের সুবিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আপিয়ান (Appian)—গ্রীক ঐতিহাসিক। ইনি সেকেন্দর সাহার বিজয় বৃত্তান্ত ও রোম কর্তৃক বিজিত জাতিসমূহের ইতিহাস প্রমাণ করেন; শেষোক্ত গ্রন্থ ২৪ ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্তু উহার অল্পাংশই বর্তমান আছে। (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।)

আম্ব্রসিয়স (Ambrosius)—মিলান নগরের বিশপ। রোমসম্রাট্ থিয়োডোসীয়াস্ থেসালোনিয়াবাসীদিগকে সংহার করিলে ইনি তাঁহাকে তজ্জন্য

প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে De Officiis নামক একখানি বর্ত্তমান আছে।

আরিয়ান (Arrianus Flavius)—গ্রীক ঐতিহাসিক, ষ্টয়িক গুরু এপিক্‌টীটসের শিষ্য। ইনি সম্রাট মার্কাস্‌ আণ্টোনিনাস কর্ত্তৃক কাপাডোকিয়ার শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইনি সেকেন্দরের অভিযান, এপিক্‌টীটসের উপদেশ প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছে। (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।)

আলেকজাণ্ডার (Alexander the Great)—দিগ্বিজয়ী সম্রাট্‌, মাকেডনের রাজা ফিলিপের পুত্র। ইনি খৃঃ পূঃ ৩৫৬ সনে পেলা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ৩৩৬ সনে ফিলিপ নিহত হইলে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ও শত্রুগণের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ও রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া সমগ্র গ্রীসদেশ স্বাধিকারভুক্ত করেন। ইনি ৩৪৩ সনে ৩০,০০০ পদাতিক ও ৫,০০০ অশ্বারোহী লইয়া দিগ্বিজয়ের অভিপ্রায়ে বহির্গত হইয়া হেলেস্পণ্ট প্রণালী উত্তীর্ণ হন, এবং পারসীকদিগকে গ্রাণিকাসের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পারসীক সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন। পরবর্ত্তী বৎসর পারস্য-সম্রাট দারায়স স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ইসাস নামক স্থানে তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিতে যাইয়া পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন, দারায়সের মাতা পত্নী ও সন্তানগণ শত্রুহস্তে পতিত হন। আলেকজাণ্ডার তদনন্তর ফিনিসিয়া ও মিসরদেশ জয় করিয়া ৩৩১ সনে আর্বেলাক্ষেত্রে দারায়সকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন, সমগ্র পারসীক সাম্রাজ্য তাঁহার পদানত হয়, তিনি পারসীকদিগের পরিচ্ছেদ ও আচার ব্যবহার অনুবর্ত্তন করেন। ৩২৯ সনে তিনি পরোপমিসস (হিন্দুকুশ) উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লীক ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ জয় করিয়া ৩২৭ সনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ৩২৬ সনের প্রথম ভাগে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া আলেকজাণ্ডার কিয়ৎকাল তক্ষশিলায় বিশ্রাম করেন, ও পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়া মে মাসে ঝিলম-তীরে উপস্থিত হন তথায় জুলাই মাসে রাজা পোরসের সহিত মহাযুদ্ধ হয়; পোরস পরাজিত ও বন্দী হইয়া বিজয়ী নরপতির সম্মুখে আনীত হইলে স্বীয় বীরত্বগুণে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। আলেকজাণ্ডার বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিজয় (Nikaia) ও বোকেফালা (Boukephala) নামক দুইটি নগর স্থাপন ও তদনন্তর চেনার ও রাভি অতিক্রম করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে বিপাশা তীরে উপস্থিত হত। বিপাশাই তাঁহার ভারতীয়

অভিযানের শেষ সীমা, কারণ এই স্থানে বিজয়ী গ্রীক সৈন্যগণ গাঙ্গেয়দিগের অজেয় অক্ষৌহিনীর বার্তা শুনিয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হয়। আলেকজাণ্ডারের সমুদায় মিনতি ও অশ্রু ব্যর্থ হইলে তিনি অগত্যা প্রত্যাবর্তনে প্রবৃত্ত হন। ঝিলম-তীরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যসহ নৌপথে সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন ও অবশিষ্ট সৈন্যগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া নদীতীর দিয়া তাঁহার অনুগমন করে। পথে মল্ল প্রভৃতি জাতি বিজিত হয়। সমুদ্রোপকূলে উপনীত হইয়া আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে স্থলপথে পারস্য অভিমুখে যাত্রা করেন ও নেয়ার্খসকে পোতসহ পারস্যোপসাগরে প্রেরণ করেন। আলেকজাণ্ডার ৩২৪ সনের মধ্যভাগে সুসানগরে উপস্থিত হন ও ৩২৩ সনে বাবিলন নগরে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় বিজিত প্রদেশ সমূহ গ্রীকদিগের হস্তচ্যুত হয়। সুতরাং ইহাঁর অভিযান ভারতবর্ষে কোনও স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন, হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন কোনও ভারতীয় গ্রন্থকারই আলেকজাণ্ডার বা তাঁহার ক্রিয়াকলাপের ছায়ামাত্র উল্লেখ করেন নাই। [এখানে সন অর্থে খৃ. পূ. সন বোঝানো হয়েছে। বর্তমান সম্পাদক]।

(আলেকজাণ্ডার মুসলমান লেখকগণের গ্রন্থে সেকেন্দর সাহা নামে পরিচিত ; এজন্য বর্তমান গ্রন্থে শেষোক্ত নামটীই ব্যবহৃত হইয়াছে।)

আলেকজাণ্ডার পলিহিষ্টর (Alexander Polyhistor)—মিলীটসবাসী ঐতিহাসিক। ইনি রোমকরাজ্য, পিথাগোরাসের দর্শন, ব্যাকরণ ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। (খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী।)

ইয়ুসেবিয়াস (Eusebius)—সীজারিয়া নগরের বিশপ। ইনি খ্রীষ্ট ধর্মের মতবাদ সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে বিস্তর সময় ব্যয় করেন এবং খ্রীষ্টীয় সমাজের ইতিহাস, সম্রাট কন্‌ষ্টাণ্টাইনের জীবনী ও অন্যান্য অনেক পুস্তক রচনা করিয়া স্মরণীয় হন। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী।)

এরাটস্থেনীস (Eratoshenes)—আলেকজাণ্ড্রিয়ার বিশ্ববিশ্রুত পুস্তকালয়ের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ। ইনি সর্বশাস্ত্রবিৎ বলিয়া দ্বিতীয় প্লেটো নামে অভিহিত হইয়াছেন ; গণিতে ইহাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি পৃথিবীর পরিধি ও ও পরিমাণ ফল সূক্ষ্মরূপে গণনা করেন। ইনি ৮২ বৎসর বয়সে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। (খ্রীঃ পূঃ ১৯৭ সন।)

এলিয়ান (Ælianus Claudius)—রোমক গ্রন্থকার। ইনি গ্রীকভাষায়

১৭ ভাগে বিভক্ত জীবজন্তুর বৃত্তান্ত ও ১৪ ভাগে বিভক্ত ইতিহাস রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী।)

কাইরাস (Cyrus the Elder)—পারসীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কাম্বুসিসের (Cambyses) পুত্র। (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী।)

ক্টীসিয়স (Ctesias)—এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ক্লিডসের অধিবাসী। ইনি পারস্যের সম্রাট আর্টাজর্ক্সিসের চিকিৎসক রূপে তাঁহার প্রাসাদে ১৭ বৎসর কাল বাস করেন, এবং পারস্য ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন; ঐ উভয় পুস্তকের চুম্বকমাত্র বর্তমান আছে। খ্রীঃ পূঃ ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দী)।

ক্লিমেণ্ট (Titus Flavius Clemens)—আলেকজাণ্ড্রিয়াবাসী খ্রীষ্টীয় ধর্মচার্য। ইহাঁর গ্রন্থগুলি বিবিধ তত্বে পরিপূর্ণ ও ভাষা মনোহর। (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী।)

খারণ (Charon)—লাম্পাসাকস্‌বাসী ঐতিহাসিক। ডায়োনীসিয়স বলেন ইনি হীরডটসের পূর্বে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। ইনি ৭৫ হইতে ৭৮ অলিম্পিক অব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত—ঐতিহাসিক কালে ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট্। চন্দ্রগুপ্ত পিতৃকুলে মগধের রাজবংশের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর জননী মুরা নীচজাতীয়া ছিলেন; জননীর নামানুসারে ইনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে পরিচিত। ইনি বাল্যকালে মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দের কোপানলে পতিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্জাবে সেকেন্দর সাহার শিবিরে উপস্থিত হন। মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত পার্বতীয় সৈন্য সাহায্যে মাকেদনীয়দিগকে বিদূরিত করিয়া সমুদায় পঞ্জাব করতলগত করেন। তৎপর ইনি মগধ আক্রমণ করেন ও মগধরাজকে সপরিবারে সংহার করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে চাণক্য ইহাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩০৫ সনে পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার রাজা সেলুকস ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়া সন্ধিস্থাপন ও ৫০০ হস্তী বিনিময়ে প্রায় সমগ্র আরিয়ানা দেশ অর্পণ করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু উভয় ভূপতি বিবাহসূত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হন। সন্ধি স্থাপনের পরে মেগাস্থেনীস দূতরূপে পাটলিপুত্রে প্রেরিত হন। চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গোপসাগর হইতে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া প্রবল প্রতাপে সপ্তদশ বর্ষাকাল রাজত্ব

করেন। মেগাস্থেনীসের গ্রন্থে ইহঁার শাসন প্রণালীর উৎকৃষ্ট বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ২৯৭ সনে এই সম্রাট পরলোক গমন করেন।

জাষ্টিস (Justinus)—রোমক ঐতিহাসিক। ইনি Trogus Pompeius কর্তৃত লিখিত ইতিহাসের চুম্বক প্রণয়ন করেন, উহাতে আসীরিয়া, পারস্য, গ্রীস, মাকেডন ও রোমক সাম্রাজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।)

জিয়ুস (গ্রীক Zeus, লাটিন Jupiter, সংস্কৃত দ্যৌপিতা)—দেবরাজ; দেব ও মানবের পিতা, সর্বনিয়ন্তা, নিখিল ভুবনপতি, অমরগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তিমান। অলীম্পস্ পর্বতে তাঁহার প্রাসাদ অবস্থিত, হীরা (লাটিন জুনো) তাঁহার ভগিনী পত্নী। সেকেন্দর সাহা রাষ্ট্র করিয়াছিলেন, তিনি জিয়ুসের পুত্র।

জ্যামাতা (Demeter, লাটিন Ceres)—পৃথিবীর অধিদেবতা, কৃষিকর্ম ও ফলশস্যের রক্ষয়িত্রী। পাতালস্বামী প্লুটো ইহঁার কন্যা পার্সিফনীকে হরণ করেন। এই ঘটনাটি অনেক মনোহর আখ্যায়িকার মূল।

টলেমী (Ptolemaeus)—(১) সেকেন্দর সাহার অন্যতম সেনাপতি ও পরে মিসরের রাজা; (Ptolemaeus Soter নামে পরিচিত। (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ ও ৩য় শতাব্দী।)

(২) টলেমী ফিলাডেলফস্—প্রথমোক্তের পুত্র ও মিসরের অধীশ্বর। (খ্রীঃ পূঃ ২৮৫—২৪৭।)

টলেমী (Claudius Ptolemaeus)—সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিৎ ও ভৌগোলিক, আলেকজান্ড্রিয়া নগরের অধিবাসী। ইহঁার গ্রন্থসমূহের মধ্যে "ভূগোল বিবরণ" সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; উহা ৮ ভাগে বিভক্ত। Sir R. Ball প্রণীত The Great Astronomers নামক উপাদেয় পুস্তকে ইহঁার জীবন-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। (খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী।)

ট্রিপ্টলেমস (Triptolemos)—জ্যামাতার অনুগ্রহভাজন এই মহাপুরুষ হল ও কৃষিকর্ম আবিষ্কার করেন। সুতরাং ইনি সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। ইনি জ্যামাতা প্রদত্ত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন এবং মানব-জাতিকে কৃষিকর্ম শিক্ষা দেন।

ডায়ো খ্রাইসষ্টম (Dio Chrysostomus—অর্থাৎ সুবর্ণবদন ডায়ো) ইনি এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত প্রুসা নগরে জন্মগ্রহণ করেন ও উত্তরকালে স্বীয়

বাগ্মিতার জন্য "সুবর্ণবদন" (অর্থাৎ মধুস্রবাঃ) উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁর ৮০টী বক্তৃতা বর্তমান আছে। (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী।)

ডায়োডোরস (Diodorus)—সিসিলীবাসী ঐতিহাসিক। ইনি মিশর, পারস্য সিরিয়া, মিডিয়া, গ্রীক, রোম ও কার্থেজের ইতিহাস প্রণয়ন করেন; উহা ৪০ ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্তু মাত্র ১৫ ভাগ বর্তমান আছে। (খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী।)

ডায়োনীসস্ (Dionysus)—তরুণ, সুরূপ ও ভীরু—মদ্যের দেবতা; নামান্তর বক্কস্ (Bacchus) অর্থাৎ কোলাহলকারী দেবতা, জিয়ুস ও সেমেলীর পুত্র। ইনি যৌবনে বিমাতা দেবরাণী হীরার শাপে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া নানা দেশে পরিভ্রমণ করেন। তন্মধ্যে তাঁহার ভারতবর্ষের অভিযান সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই উপাখ্যানের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, সন্দেহ।

দারায়স্ (Darius Hystaspes)—পারস্যের সম্রাট। পারসীক ও গ্রীকের, এসিয়া ও ইয়ুরোপের সংঘর্ষ ইহাঁর রাজত্বের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৪৯২ সনে এথেন্সবাসীদিগকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে বিপুল সেনাদলসহ দুইজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন; তাঁহারা মারাথনের যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। Dicey বলেন এথেনীয়দিগের এই গৌরবমণ্ডিত বিজয়ই ইয়ুরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই দারুণ পরাজয়ের পরে দারায়স গ্রীস জয়ের উদ্দেশ্যে তিন বৎসর ধরিয়া স্বীয় সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সেনাবল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তিনি অভিপ্রায় সিদ্ধির পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তৎপুত্র জরক্সিসের হস্তে এই অভিযানের ভার ন্যস্ত হয় (খ্রীঃ পূঃ ৫২১—৪৮৫।)

নবুকড্রসর (Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, or Nabu-Kuduriuzzur)—নিনেভে ও বাবিলনের অধিপতি; ইনি জুডিয়া আক্রমণ করিয়া জেরুসালেম অধিকার করেন ও বহুসংখ্যক ইহুদীকে বন্দী করিয়া বাবিলনে লইয়া যান। (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী।)

নিকল (Nicolaus)—ডামাস্কস্‌বাসী দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। ইনি সম্রাট অগষ্টাসের হৃদয় বন্ধু ছিলেন। (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী।)

নেয়ার্থস্ (Nearchos)—সেকেন্দর সাহার অন্যতম সেনাপতি। ইহাঁরই নেতৃত্বে মাকেদনীয় পোতসমূহ সিন্ধুনদের মোহনা হইতে পারস্যোপসাগরে গমন

করে, (খ্রীঃ পূ: ৩২৬—৩২৫); ইনি এই নৌযাত্রার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ; আরিয়ানের গ্রন্থে তাহার মর্ম অবগত হওয়া যায়।

পম্পোনিয়স মেলা (Pomponius Mela)—স্পেনের অধিবাসী ও লাটিন ভাষায় De Situ Orbri III নামক ভূগোল বিবরণের গ্রন্থকার। (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী।

পলিয়েনস্ (Polyanus)—মাকেডন ইহাঁর জন্মভূমি। ইনি গ্রীক ভাষায় যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে আট ভাগে বিভক্ত একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তক বিলুপ্ত হইয়াছে। (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।)

পালাডিয়াস্ (Palladius)—খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী ও ধর্মাচার্য। ইনি "সন্ন্যাসীদিগের ইতিহাস" (History of Anchorets) নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী)

পোরস (Poros)…পঞ্জাবের অধিপতি। ইহাঁর নামের সংস্কৃত প্রতিরূপ পুরু, পুরুরবা কি আর কিছু, অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ইতি ভীমকায় বীরপুরুষ ছিলেন। সেকেন্দর কর্তৃক পরাজিত হইয়া ইনি মিত্ররাজা রূপে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন ; পরে ইনি সেকেন্দরকে বিশিষ্ট রূপে সাহায্য করেন ও সেকেন্দর ইহার রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া দেন। আমরণ ইনি গ্রীকদিগের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার দ্রষ্টব্য।

প্রমীথেয়ুস্ (Prometheus)—দেবারি (Titan), এই নামের অর্থ "অনাগত ভাবনা (forethought)" ; ইহার ভ্রাতা Epimetheus ; অর্থ, "অতীত ভাবনা (afterthought)"। ইনি স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করেন ও মানবকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা দেন। এজন্য দেবরাজ জিয়ুস ইহাঁকে ককেশস পর্বতোপরি প্রস্তরের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন ; তথায় প্রতিদিন একটি ঈগল পক্ষী দিবাভাগে ইহাঁর যকৃৎ ভক্ষণ করিত, রাত্রিতে ইহা আবার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত। হার্কুলিস জিয়ুসের সম্মতিক্রমে ইহাঁকে এই অবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া অমর কীর্তিত অধিকারী হন। আর একটী প্রবাদ এই যে প্রমীথেয়ুস জল ও মৃত্তিকা সাহায্যে মানব সৃষ্টি করেন।

প্লীনি (Plinius Secundus—Pliny the Elder নামে অধিকতর পরিচিত)—ইনি খ্রীষ্টিয় ২৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন, ৭৯ সনে বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি অনেকগুলি বিপুল ও

ও মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে কেবল Historia Naturalis বিদ্যমান্ আছে ; উহা ৩৭ ভাগে বিভক্ত।

প্লুটার্ক (Plutarchus)—গ্রীসের অন্তর্গত বীয়োসিয়া প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। ইহার জীবনচরিত (Parallel Lives of Greeks and Romans) নামক গ্রন্থ ইহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে প্রাচীনকালের আর কোনও পুস্তক বোধ হয় এত অধিক সমাদর লাভ করে নাই। ইনি এতদ্ব্যতীত Moralia (নীতি) নামক আরও ৬০ খানির অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (খ্রীষ্টিয় ১ম শতাব্দী।)

ফাইলার্খস্ (Phylarchos)—গ্রীক জীবনচরিতকার। (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী।)

ফ্লেগন্ (Phlegon)—প্রথমে সম্রাট আড্রিয়ানের ক্রীতদাস ছিলেন, পরে মুক্তি লাভ করেন। ইনি বিবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেগুলির অল্পাংশই বর্ত্তমান আছে।

ভারো (P. Terentius Varro—জন্মভূমির Atax নামক নদী হইতে Atacinus উপাধি)—বিখ্যাত ল্যাটিন কবি। (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী।)

যোসেফাস (Flavius Josephus)—ইহুদী ঐতিহাসিক। ইনি গ্রীক ভাষায় Jewish Antiquities ও History of the Jewish War নামক দুইখানি ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী।)

রবার্টসন (William Robertson)—স্কটলণ্ড দেশীয় ঐতিহাসিক ; স্কটলণ্ডের ইতিহাস, আমেরিকার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ লেখক। ইনি "Historical Disquisition Concerning India" নামক একখানি গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। (১৭২১—১৭৯৩।)

লাসেন (Christian Lassen)—প্রাচ্য ভাষাবিৎ। ইনি নরওয়ে দেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশে ও জার্ম্মানীতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বন-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। জন্ম ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে।

বক্কস (Bacchus)—ডায়োনীসসের নামান্তর।

বীরোসস্ (Berosos)—বাবিলনবাসী পুরোহিত ; ইনি গ্রীক্‌ভাষায় বাবিলনের ইতিহাস প্রণয়ন করেন ; উহার কতিপয় অংশমাত্র বিদ্যমান আছে। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী।)

শ্লেগেল (August Wilhelm von Schlegel)—জর্মণ কবি ও সমালোচক। ইনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনাকালে গভীর মনোযোগের সহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন; সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বব্যয়ে একটি মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠা করেন; সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার জন্য একখানি পত্রিকা স্থাপন করেন, এবং রামায়ণ ও ভগবদ্গীতার লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার Lectures on Dramatic Art and Literature ও শেক্ষপীরের অনুবাদ প্রসিদ্ধ। (১৭৬৭—১৮৪৫)।

শ্লেগেল (Friedrich Karl Wilhelm Von Schlegel)—সমালোচক, দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিৎ; পূর্বোক্তের ভ্রাতা। ইনি ১৮৫৮ সনে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (১৭৭২—১৮২৯)

ষ্ট্রাবো (Strabo)—এই সুবিখ্যাত ভৌগোলিক এসিয়ামাইনরের অন্তঃপাতী আমাসিয়ার অধিবাসী ছিলেন। অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৫৪ সনে ইঁহার জন্ম ও ২৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। ইনি সপ্তদশভাগে বিভক্ত একখানি ভূগোলবিবরণ প্রণয়ন করেন, উহার প্রায় সমগ্রই বর্তমান আছে।

সলিনাস (C. Julius Solinus)—ইনি সাতান্ন অধ্যায়ে একখানি সংক্ষিপ্ত ভূগোলবিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে সম্যক্ জ্ঞান বা বিবেচনাশক্তির অতি অল্পই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দী।)

সীরিল (St. Cyril)—আলেকজাণ্ড্রিয়ার বিশপ। ইনি প্রতিপক্ষকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করিতেন। ইঁহারই প্ররোচনায় আলেকজেণ্ড্রিয়ার ধর্মোন্মত্ত ইতর লোকেরা ইহুদীদিগকে আক্রমণ করে ও সুবিখ্যাত দর্শনাচার্য কুমারী হিপেসিয়া (Hypatia) নিহত হন। সীরিল খ্রীষ্টীয়শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং লেখকরূপেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী)

সেমিরামিস (Semiramis)—আসীরিয়ার রাজ্ঞী; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

সেনেকা (L. Annaeus Seneca)—প্রসিদ্ধ রোমক দার্শনিক। ইনি খ্রীষ্টীয় শতাব্দী প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ পূর্বে স্পেনদেশে জন্মগ্রহণ করেন, ৪৯ সনে সম্রাট্ ক্লিডিয়াস কর্তৃক যুবক ডমিসিয়াসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই নররাক্ষস যুবকই উত্তরকালে নিরো নামে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুরপনেয় কলঙ্ক অর্জন করিয়াছে। এবং ইহারই আদেশে ৬৫ সনে সেনেকা নিহত হন। ইনি নীতি ও দর্শন সম্বন্ধে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

(Farrer প্রণীত The Seekers after God নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে ইহাঁর জীবনী ও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।)

স্কাইলক্স্ (Scylax)—এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত কারিয়ণ্ডা নগরের অধিবাসী। পারস্তের সম্রাট দারায়স্ হীস্টাস্পিসের আদেশে ইনি আবিষ্ক্রিয়ার উদ্দেশ্তে কাশুপপুর হইতে নৌপথে সিন্ধুনদ বাহিয়া যাত্রা করেন, এবং ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া ত্রিশ মাসে স্বদেশে উপনীত হন। (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী।)

হার্ক্যুলিস (Hercules, গ্রীক, হীরাক্লিস Heracles)—প্রাচীনকালের বীরপুরুষগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইনি দেবরাজ জিয়ুসের ঔরসে ও থীবস্-নিবাসী আম্ফিট্রায়নের পত্নী আল্‌কমীনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে বারোটী কঠোর শ্রমসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়া অমর কীর্তির অধিকারী হন। ইহার পত্নী ডীরিয়ানীরা পতির প্রেম অবিচলিত রাখিবার অভিপ্রায়ে ইহাকে একখানি বস্ত্র প্রেরণ করেন ; তিনি জানিতেন না যে উহা বিষাক্ত। হার্ক্যুলিস বিষের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ বিসর্জনের উদ্দেশ্তে চিতায় আরোহণ করেন ; কিন্তু যখন চিতায় জলিয়া উঠিল, তখন একখানি মেঘ অবতরণ করিল ; হার্ক্যুলিস বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে স্বর্গারোহণ করিয়া অমর জীবন লাভ করিলেন।

হিপার্খস (Hipparchos)—এসিয়া মাইনরের অধিবাসী প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্যোতির্বিৎ। ইনি নক্ষত্রসমূহের যে নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেন, টলেমীর গ্রন্থে তাহা বর্তমান আছে। (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী)।

হীরডটস (Herodatus)—সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক। ইনি ইতিহাসের জন্মদাতা নামে পরিচিত। ইনি এসিয়া মাইনরের অন্তঃপাতী হালিকর্ণাসস্ নগরের জন্মগ্রহণ করেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪), ও ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্তে সুদীর্ঘকাল এসিয়া, ইয়ুরোপ ও আফ্রিকার বহু প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। পরিণত বয়সে ইহাঁর গ্রীসের ইতিহাস রচিত হয় ; উহা অতি উপাদেয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

হীসিয়ড (Hesiodus)—আদি যুগের গ্রীক কবি। "কাল ও কর্ম" (Works and Days) ও "দেবকুল" (Theogony) নামক কাব্যদ্বয়ের রচয়িতা। ইনি হোমারের প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রাদুর্ভূত হন। (খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী।)

হেকটৈয়স্ (Hecataeus)—মিলীটস নগরের অধিবাসী, অতি প্রাচীন

গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক। ইহার রচিত গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। (খ্রীঃ পূঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী।)

হেলানিকস (Hellonicus)—লেস্‌বস্‌দ্বীপবাসী গ্রীক ঐতিহাসিক। ইনি প্রাচীন রাজগণ ও নগরসমূহের বৃত্তান্ত সংবলিত একখানি ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৪১১।)

হোমার (Homer—গ্রীক, হমীরস)—গ্রীকজাতির আদি কবি ও শিক্ষাগুরু; ইলিয়ড ও অডীসী নামক মহাকাব্যদ্বয়ের রচয়িতা। ইহার জন্মস্থান সম্বন্ধে স্মীর্ণা, রোডস্‌, কলফোন্‌, সালামিস্‌, খিয়স্‌, আর্গস ও এথেন্স, এই সাত নগরের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল; ইহাদের প্রত্যেকেই ইহাকে আপনার অধিবাসী বলিয়া দাবি করিত। তবে ইনি যে এসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত। ইনি সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু অধুনা অনেকে ইঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

ভৌগোলিক নির্ঘণ্ট

অ—অন্তরীপ।　　ন—নদী

জা—জাতি।　　প—পর্বত।

দে—দেশ।　　বা—বাণিজ্যস্থান।

দ্বী—দ্বীপ।

(C) General Alexander Cunningham—*The Ancient Geography of India*

(S) Vincent A. Smith—*The Early History of India*

সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাবাচক।

আগরানিস (Agoranis) ঘগরা, ঘরঘরা, গোরী। ন। ৯৭

আয়োর্ণস (Aornos) গিরিদুর্গ। ১৫৮।

রাজা বনের নামানুসারে অভিহিত। রাণীঘাট (C); মহাবন (General Abbot)। "The identification of Aornos with Mahaban must be given up. Probably the true site will be found in the unexplored country higher up the Indus." (S)

আরাখোটী (Arachotae) জা। ১৮৪

আরাখোসিয়া (Arachosia) কান্দাহারের চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রদেশ (S)। গজনী (C)। ২৩, ৭৮

আরিয়ানা (Ariane) আর্যভূমি। ১৬,৮৩

আর্য (Arii) জা। ১৮৪

আর্ষগলিত (Arsagalitae) জা। ১৮৪

আরু (Capitalia) প। ১৮১

আশয় (Asoi) জা। ১৮৪

ইসরী (Isari) জা। ১৭৭

ঈজিপ্ট (Aigyptos) মিসর, মিশ্রদেশ। ১৬২

ঈথিয়োপীয়া (Aithiopia) হোমরের যুগের গ্রীকভাষায় ভারতবর্ষের নাম। ১

উত্তরকুরুগণ (Hyperboreans) ১১৫

উদুম্বরী (Odomboerae) জা। ১৮২। ঔদুম্বর। কচ্ছের অধিবাসী (C)

ঊম্রাণী (Umbrae) জা। ১৮৩

এরণ্নবোয়াস (Erannoboas) হিরণ্যবাহ, হিরণ্যবাহু, শোণ। ন। ৯৫

এরেন্নেসিস (Erennesis) বারাণসী। ন। ৯৬। মালিনী নদী। (C)

ওমালিস (Omalis) বিমলা। ন। ৯৫, ৯৭

ওলস্ত্র (Olostrae) জা। ১৮৩

ওরাতুর (Oraturae) রাঠোর। জা। ১৮১

ওস (Osii) জা। ১৮৪।

ককেশস (Caucasus) প। ৭৮

কলিঙ্গ (Calingae) জা। ১৭৭

কলিঙ্গ (Calingon) অ। ১৮০

কণ্ডখাটীস (Kondochates) গণ্ডক। ন। ৯৫

কম্মেনাসীস (Kommenases) কর্ম্মনাশা। ন। ৯৫, ৯৭

করুদ (Korouda) দে। ৯২

করোষ (Chrysei) জা। ১৮১

কসুসয়ানস (Kossoanos, Cosoagus) কৌশিকি, কোষবাহ, শোণ। ন। ৯১,৯৭

কাইনাস (Kainas) কণ, কায়ণ। ন। ৯৫। কণবতী, কিরণবতী (C)

কাকৌথিস (Kakouthis) ককোষ্ঠ, বাঘমতী। ন। ৯৫, ৯৭

কাটাডোপ (Katadoue) নগর। ৯৬

কাম্বিস্থল (Kambiistholoi) কপিস্থল কাম্বোজ। জা। ৯৬। কপিস্থল = মধ্যদেশ; সুরাকুশদিগের দেশ। (C)

তৃতীয় পরিশিষ্ট

স্মরণীয় বিষয় সমূহের নির্ঘণ্ট